শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা

(গীতামৃতমঞ্জুষা)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য দণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ ভাগবতানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রসাদ

গীতামণ্ডলী

'মাধবীকুঞ্জ'

৫০, শিবকুটী, রামবাগ,

P. O. Cavalry Lines

এলাহাবাদ—৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(গীতামৃতমঞ্জূষা)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পরমারাধ্যা মাকে
আমার সভক্তি প্রণাম
সেবিকা কন্যা
রমা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য দণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ ভাগবতানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রসাদ

গীতামণ্ডলী

'মাধবীকুঞ্জ'

৫০, শিবকুটী, রামবাগ,

P. O. Cavalry Lines

এলাহাবাদ—৪

প্রকাশক ঃ
শ্রী অভিজিৎ কর
সহকারী সম্পাদক,
গীতামণ্ডলী,
৫০, শিবকুটী, এলাহাবাদ-৪

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমল কুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড,
বারাণসী-শাখা, বারাণসী-২

মূল্য ৪.৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(১) অধ্যক্ষ, গীতামণ্ডলী,
মাধবী কুঞ্জ,
৫০, শিবকুটী, এলাহাবাদ-৪

(২) শ্রীবসন্তকুমার কাঞ্জিলাল,
বি৷২৫, বাপুজীনগর, যাদবপুর,
কলিকাতা-৩২

(৩) শ্রীমতী রমা মিত্র
১১২৷২৪৮, স্বরূপনগর,
কানপুর

(৪) প্রোফেসার নিশীথ কুমার তরফদার বি, ই
বিহার ইনজিনিয়ারিং কলেজ
পাটনা-৫ (বিহার)

(৫) শ্রীমতী মাধবী কর,
C৷O সিভিল সার্জন
মির্জাপুর

(৬) পণ্ডিত সত্যেন্দ্রকুমার ন্যায়শাস্ত্রী
বি৷১৩৷১৯, সোনার পুরা
বারাণসী (উত্তরপ্রদেশ)

(৭) শ্রী এস, সি মিত্র
১৪৷বি, তিলক ব্রীজ
অফিসার্স রেলওয়ে কলোনী
নিউ দিল্লী-১

(৮) শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

বিজ্ঞপ্তি

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য দণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতানন্দ স্বরস্বতী মহা-রাজের প্রসাদস্বরূপ 'গীতামৃতমঞ্জুসার' তৃতীয়াধ্যায় প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের পঠনপদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ণ নির্দ্দেশ প্রথমখণ্ডের ভূমিকাতে দেওয়া হই-য়াছে। পাঠকবর্গ যদি ঐ নির্দ্দেশ অনুসারে ধীরভাবে এই গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা হইলে গীতার কোন শ্লোক সম্বন্ধে (এমন কি কোন শব্দ সম্বন্ধেও) বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না ইহাই আমরা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। স্বামীজীকৃত 'গীতামৃত মঞ্জুষা' কেবল গীতার ব্যাখ্যাই নহে—ইহা গীতার একটী মহাকোষ। (গীতা সম্বন্ধে) এইরূপ বিস্তৃত গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষাতে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে সাহস করি। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় পূর্ব্বে একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী অধ্যায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা সম্পূর্ণ গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা 'গীতামণ্ডলী'র অধ্যক্ষকে সূচনা দিলে প্রত্যেকটী অধ্যায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার কপি তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে।

মূদ্রণ কার্য্যে ভুল ত্রুটী থাকা স্বাভাবিক। পাঠকবর্গের দৃষ্টিতে কোন ভুল ত্রুটী দেখা দিলে যদি তঁহারা কৃপা করিয়া গীতামণ্ডলীকে উহা জানান তাহা হইলে মণ্ডলী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইতি—

শ্রীঅভিজিৎ কর
সহকারী সচিব, গীতামণ্ডলী
এলাহাবাদ।

বিজয়া দশমী—১৩৭৬
সন: ২০-১০-১৯৬৯
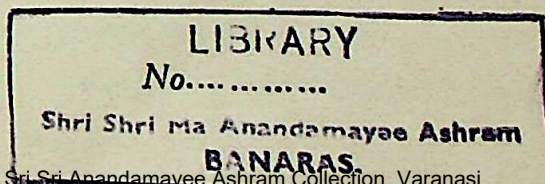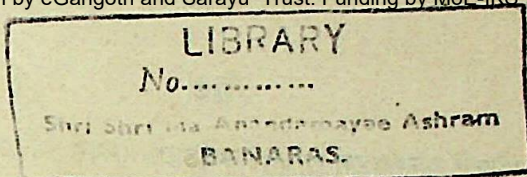
ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

ভাষ্যভূমিকা—পূর্ব্বাধ্যায়ে (দ্বিতীয়াধ্যায়ে) শ্রীভগবান্ শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তি-বিষয়ক যোগবুদ্ধি (কর্ম্মযোগ) এবং নিবৃত্তি-বিষয়ক সাংখ্যবুদ্ধি (জ্ঞানযোগ) এই দুই বুদ্ধি বর্ণন করিয়াছেন। ["প্রজহাতি যদা কামান্…..." ইত্যাদি শ্লোক (২।৫৫) হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয়কারী পুরুষগণের জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া উহাদের সাংখ্যবুদ্ধির পরিপাক দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে কৃত কৃত্যতা হইতে পারে এই কথা 'এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ' (২।৭২) এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাঁহাদের সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বন করিবার সামর্থ্য নাই তাঁহাদের যোগবুদ্ধি (কর্ম্মযোগ) অবলম্বন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্ব স্ব আশ্রম বিহিত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা কর্ত্তব্য, ইহাই 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইত্যাদি শ্লোক (২।৪৭) দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্ম না করাতে যেন তোমার রুচি না হয় ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম দ্বারাই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি (মোক্ষ প্রাপ্তি) হইবে এই কথা তিনি বলেন নাই [কারণ সাংখ্যবুদ্ধি হইতে কর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে (গীতা—২।৪৯)।] ভগবানের এইপ্রকার বিরুদ্ধ কথা বিচার করিয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে অর্জ্জুন বলিতে লাগিল—"আমি তোমার ভক্ত। আমার কিসে শ্রেয়ঃ হইবে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন যে সাংখ্য বুদ্ধিতে নিষ্ঠা তাহা আমাকে শ্রবণ করাইয়াও গুরু-ভ্রাতৃ হিংসা প্রভৃতি নানাপ্রকার

প্রত্যক্ষীভূত অনর্থজালে পরিপূর্ণ কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত করিতেছ। অথচ ইহা ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করিলে পরম্পরা ক্রমেও (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানলাভ ইত্যাদি ক্রমেও) যে (ইহজন্মেই) পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) প্রাপ্তি হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব আমাকে এইরূপ কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত করিতেছ কেন? এইপ্রকার অর্জ্জুনের ব্যাকুল হওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছে। উহা তাহার ব্যাকুলতার অনুরূপই হইয়াছে। ঐ প্রশ্নের নিবৃত্তি করিবার জন্য গীতাশাস্ত্রের এই অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার বিষয়-বিভাগ (যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাহা) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভগবান্ বর্ণন করিলেন। ইহাও অর্জ্জুনের প্রশ্নের অনুরূপ হইয়াছে। কোন কোন ব্যখ্যাতা অর্জ্জুনের প্রশ্নার্থ (প্রশ্নের-প্রয়োজন) অন্য প্রকার কল্পনা করিয়া ভগবানের উত্তরকে প্রশ্নের প্রতিকূল (বিপরীত) রূপে বর্ণনা করেন [অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয় হইতেছে—যদি জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা কৃতার্থতা (মোক্ষ) হয় এবং কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা তাহা সম্ভব নয় তাহা হইলে আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন? যদি জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় অবধারণ করিবার জন্য প্রশ্ন হইত তাহা হইলে ঐ সমুচ্চয় অবধারণ করিবার জন্যই ভগবানের উত্তর হইত কিন্তু তাহা হয় নাই। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় কল্পনা অর্জ্জুনের প্রশ্নের প্রতিকূল। আর ভগবান যাহা বলিলেন তাহাও সমুচ্চয়ের বিরোধী। ইহা ছাড়া তাঁহাদের নিজের গ্রন্থেও পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখা যায়। (আনন্দগিরি)] তাঁহারা (অর্থাৎ বৃত্তিকার প্রভৃতি) নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় যে রূপ গীতার উক্তির তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তৃতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের এবং ভগবানের উত্তরের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া উহা হইতে বিপরীত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উহা কিরূপ তাহা বলা হইতেছে। বৃত্তিকার ভূমিকাতে তো বলিলেন যে গীতা শাস্ত্রে সকল আশ্রমের জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিরূপণ করা হইয়াছে। আবার বিশেষরূপে ইহাও বলিলেন যে 'যতদিন জীবিত থাকিবে

ততদিন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিতে থাকিবে' ইতাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা বিহিত কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে নিবিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু গীতার তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাতে উহারা সংন্যাসীদের জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মীদের কর্ম্ম নিষ্ঠা কর্ত্তব্য এইরূপ আশ্রমের বিকল্প (বিভাগ) দেখাইয়া "যতদিন জীবিত থাকিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন (যদিও ভূমিকাতে ঐরূপ ত্যাগকে নিষেধ করিয়াছেন ।। এখন শঙ্কা হইবে যে এই প্রকার বিরুদ্ধার্থক বচন ভগবান অর্জ্জুনকে কেন বলিবেন এবং শ্রোতা অর্জ্জুনই বিরুদ্ধ অর্থ কি করিয়া অবধারণ করিবেন ?

পূর্ব্বপক্ষ—যদি বলা যায় যে বৃত্তিকার ভূমিকাতেই গৃহস্থের জন্যেই শ্রোত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ করিবার প্রযত্নকে নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন – অন্য আশ্রমে স্থিত লোকের জন্য এইরূপ কথা বলেন নাই।

উত্তর পক্ষ—না, ইহাতেও পূর্বাপর বিরোধ হইবে, 'কেননা 'সকল আশ্রমের জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় গীতা শাস্ত্রের নিশ্চিত অভিপ্রায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন তৃতীয়াধ্যায়ে অন্য আশ্রমের জন্য (সন্নাসীর জন্য) কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নিজেদের সিদ্ধান্তেরই বিরূদ্ধ কথা কিরূপে বলিতে পারেন ?

পূর্ব্বপক্ষ—যদি এইরূপ মানা যায় যে ভূমিকায় (বৃত্তিকার যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রৌত কর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলা হইয়াছে অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রৌতকর্ম্মরহিত হইয়া কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত করিতে পারে ইহা নিষেধ করিয়াছেন। গৃহস্থের স্মার্ত্ত কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত থাকিলেও (শ্রৌতকর্ম্মরহিত হইয়া) কেবল জ্ঞান দ্বারা গৃহস্থের মোক্ষ হয় এইরূপ উক্তি স্মার্ত্ত কর্ম্মকে অবিদ্য-মানের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াই (অর্থাৎ উহার কর্ত্তব্যতা উপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে !

উত্তর পক্ষ—ইহাও বিরুদ্ধ কথা কারণ 'গৃহস্থের জন্যই স্মার্ত্ত কর্ম্মে জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে মোক্ষ হয় না অর্থাৎ শ্রৌত (যাগাদি কর্ম্ম) ও স্মার্ত্ত (পূজাদি) কর্ম্মের অর্থাৎ উভয়প্রকার কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়, কেবল স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় না এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্য আশ্রমের জন্য এইরূপ নয়, এই কথা বিচারবান্ মনুষ্য কিরূপে মানিতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ যদি ঊর্দ্ধরেতা পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের সহিত কেবল স্মার্ত্ত কর্ম্মের সমুচ্চয়ের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে গৃহস্থের ও মোক্ষের জন্য স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় আবশ্যক হওয়া উচিত—শ্রৌত কর্ম্মের সহিত নয়।

পূর্ব্বপক্ষ—যদি এইরূপ মানি যে গৃহস্থেরই মোক্ষের জন্যে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত দুই প্রকার কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়ের আবশ্যকতা হয় আর ঊর্দ্ধরেতার জন্য কেবল স্মার্ত্তকর্ম্মযুক্ত জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে?

উত্তরপক্ষ—যদি এইরূপ মানা হয় তাহা হইলে গৃহস্থের মস্তকের উপর বিশেষ পরিশ্রমযুক্ত এবং বহুদুঃখ স্বরূপ শ্রৌত স্মার্ত্ত দুই প্রকার কর্ম্মের বোঝা আরোপিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষ—যদি বলি যে বহু পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া গৃহস্থেরই মুক্তি হয় আর অন্য আশ্রমে শ্রৌত নিত্য কর্ম্মের অভাব হওয়াতে অন্য আশ্রমে স্থিত ব্যক্তিদের মোক্ষ হয় না? | যদি বল শাস্ত্রে সংন্যাসের তো বিধান আছে, তাহা হইলে বলিব যে উহা (সংন্যাস) কর্ম্মে অনধিকারী অন্ধ প্রভৃতির জন্যই বিহিত হইয়াছে।]

উত্তরপক্ষ—এইরূপ যুক্তিও ঠিক নয় কারণ সকল উপনিষদ্ ইতিহাস পুরাণাদিতে এবং যোগ শাস্ত্রে মুমুক্ষুর জন্য জ্ঞানের অঙ্গরূপে সর্ব্বকর্ম্মের সংন্যাস বিধান করা হইয়াছে এবং শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে আশ্রমের বিকল্প এবং সমুচ্চয় ও বিধান করা হইয়াছে। ['ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহীভবেৎ গৃহাদ্‌বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য হইতে গৃহস্থ, গৃহস্থ হইতে বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ

হইতে সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ যে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা হইল সমুচ্চয়ের বিধান, আর ব্রহ্মচর্য্য হইতে অথবা গৃহস্থ হইতে অথবা বানপ্রস্থ হইতে সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা যায় ইহা হইল বিকল্প বিধান। অতএব মোক্ষ সাধনে গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্য শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে দেওয়া হয় নাই। (আনন্দগিরি)

পূর্ব্বপক্ষ—তাহা হইলে তো সকল আশ্রমের জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

উত্তরপক্ষ না, এইরূপ বলিতে পার না কারণ (১) মুমুক্ষুর জন্য সর্ব্ব কর্ম্মের সংন্যাসের (ত্যাগের) বিধান শাস্ত্রে করা হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'বৃথায়াস ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি (বৃহঃ উ— ৩।৫।১) (সর্ব্ব প্রকার ভোগ হইতে বিরক্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে ', 'তস্মাৎ সংন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্ত মাহুঃ' (নাঃ উ . ৭৯। এই জন্য এইসব তপস্যার মধ্যে সংন্যাসই শ্রেষ্ঠ) 'ন্যাস এবেত্যরেচয়ৎ (না উ ২।৭৮) (সংন্যাসই শ্রেষ্ঠ) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনা মৃতত্বমানশুঃ' (নাঃ উঃ ২।১২) ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' (জাবা, উঃ ৪) (না কর্ম্ম দ্বারা না তো সন্তান (প্রজা) দ্বারা, না ধন দ্বারা কিন্তু কেবল ত্যাগ দ্বারাই যে কোন মহাপুরুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন)। (ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সংন্যাস গ্রহণ করে), ইত্যাদি। বৃহস্পতিও কচের প্রতি বলিয়াছেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) এই দুইটীকেই পরিত্যাগ কর। সত্য ও অনৃত এই দুইটীকেই পরিত্যাগ করিয়া যাহার দ্বারা (যে অহংকারই দ্বারা এই দুইটীকে ত্যাগ করিবে সেই অহংকারকেও পরিত্যাগ কর। সংসারকে অসার নিশ্চয় করিয়া সার (পরমতত্ত্ব) দর্শন করিবার ইচ্ছায় বহুব্যক্তি পরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।' মহাভারতে শুক্র অনুশাসনে ও এইরূপ বলা হইয়াছে "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ (মহাঃ শান্তি পর্ব্ব ২৪১।৭) অর্থাৎ প্রাণী কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের

দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এই কারণে পারদর্শী (আত্মতত্ত্বস্থ) সংন্যাসী-গণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।' গীতাতেও বলা হইবে—"সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" (৫।১৩) অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম মনের দ্বারা সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিয়া ইত্যাদি। [এইজন্য যাঁহারা জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ সমর্থন করেন তাঁহাদের মত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের বিরোধী।]

(২) মোক্ষ অকার্য্য অর্থাৎ কোন ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না, এই জন্যও মুমুক্ষুর জন্য কর্ম্ম করা ব্যর্থ।

পূর্ব্বপক্ষ—যদি এইরূপ বলি যে প্রত্যবায় (অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে পাপ হয় তাহা) দূর করিবার জন্য সকল আশ্রমের লোকেরই) নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক?

উত্তর পক্ষ—(ক) না, এইরূপ বলিতে পার না কারণ শাস্ত্রে যে বিহিত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় বলা হইয়াছে তাহা সংন্যাসীকে বিষয় করিয়া বলা হয় নাই, উহা অসংন্যাসীকে (গৃহস্থকে) লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যেমন কর্ম্মে অধিকারী গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারীর বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় (পাপ) হয় সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না করিলে সংন্যাসীর ও প্রত্যবায় (পাপ) হয় এইরূপ কল্পনা করা যায় না অর্থাৎ এইরূপ কল্পনা অযৌক্তিক। (খ নিত্যকর্ম্মের অকরণ অভাব পদার্থ। অভাব হইতে ভাবরূপ প্রত্যবায় (পাপ) উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ কল্পনাও করা যায় না কারণ শ্রুতিতে আছে "কথমসতঃ সজ্জায়তে?" (কেমন করিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে?) অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব। অকরণে (বিহিত কর্ম্ম না করিলে) পাপ সম্ভবপর না হইলেও যদি বেদ প্রত্যবায় (পাপ) হয় এইকথা বলে তাহা হইলে বেদ অনর্থক হওয়াতে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না কারণ বিহিতকর্ম্ম না করাতে পাপ হয় এই কথা মানিলে বেদবিহিত কর্ম্ম করিলে আর না করিলে উভয়াবস্থাতেই কেবল দুঃখরূপ ফলই প্রাপ্ত হইতে হইবে। [বিহিত কর্ম্ম করিবার সময়েও ক্লেশ হয় এবং উহার ফল ও জন্ম মৃত্যুর হেতু হওয়াতে ক্লেশকর

হয়। আবার বিহিত কর্ম্ম না করিলে পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে। উহাও দুঃখময় এইরূপ দুঃখ কাহারও ইষ্ট হইতে পারে না।] আবার ইহাও কল্পনা করা হইয়াছে যে শাস্ত্র জ্ঞাপক নয় কিন্তু কারক (অর্থাৎ শাস্ত্র অপূর্ব্ব-শক্তি-উৎপন্ন করিয়া থাকে)। কিন্তু এইরূপ কল্পনা যুক্তিশূন্য কারণ এইরূপ কল্পনা কাহারও ইষ্ট নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র কারক নহে জ্ঞাপক (অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করে—নবীন কোন শক্তি উৎপন্ন করে না) এই হেতু সংন্যাসীর জন্য (বিষয়ের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া যিনি আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হইয়াছেন সেই সংন্যাসীর জন্য) কোনও কর্ম্ম বিহিত হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় কোন প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে না। (৩) জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় মানিলে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি প্রশ্ন যে অর্জ্জুন করিলেন, তাহাও সংগত হয় না। যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় মোক্ষের হেতু হইত এবং যদি ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জনকে বলিতেন যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তোমাকে একসঙ্গে করিতে হইবে, তাহা হইলে 'হে জনার্দ্দন! যদি কর্ম্মাপেক্ষা তুমি জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে কর' ইত্যাদি প্রশ্ন যে অর্জ্জুন করিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। যদি ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিতেন যে তোমাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি তো পূর্ব্বেই জ্ঞানকে কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়া সেই জ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন অতএব (কর্ম্মযোগ বিনা যখন জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না তখন) 'তৎ কিম্ কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥' অর্থাৎ হে কেশব! আমাকে ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?, এইরূপ প্রশ্ন অর্জ্জুনের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারিত না। আর এইরূপ কল্পনাও করা যায় না যে ঐ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অনুষ্ঠান অর্জ্জুনের করা উচিত নয় ইহা ভগবান্ পূর্ব্বেই বলাতে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতে পারেন যে 'যদি কর্ম্মাপেক্ষা তুমি জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মান' ইত্যাদি।

যদি এইরূপ হয় যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য একই

পুরুষ দ্বারা একই সময়ে উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব এবং এই কারণে যদি ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন পুরুষদ্বারা অনুষ্ঠানের যোগ্য, তাহা হইলেই "জ্যায়সী চেৎ" এইরূপ অর্জ্জুনের প্রশ্ন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে।

আর যদি কল্পনা করা হয় যে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন অবিবেকবশতঃ করিয়াছে, তাহা হইলে ভগবান্ যে উত্তর দিলেন যে জ্ঞান নিষ্ঠা এবং কর্ম্ম নিষ্ঠা এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠানের যোগ্য (গীতা ৩।৩) ইহা যুক্তি-যুক্ত হয় না, [কারণ অবিবেকী পুরুষের নিকট জ্ঞান নিষ্ঠার কথা বলা হইয়া থাকে]। আর যদি বল যে ভগবান্ ও অজ্ঞানবশতঃ ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের উত্তরও অজ্ঞানমূলক তাহা হইলে বলিব যে এইরূপ কল্পনা করা সর্ব্বপ্রকারে অনুচিত [কারণ ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অতএব ভগবান্ অজ্ঞানের অধীন হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইহা সম্ভব নয় (আনন্দগিরি)।]

অতএব জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী যে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হইয়া থাকে ইহা ভগবানের উত্তর দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয়। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভব হয় না। এই জন্য গীতাতে এবং সর্ব্বোপনিষদে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে কেবল জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়।

যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের সমুচ্চয় সম্ভব হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের এই দুইটীর মধ্যে একটীকে নিশ্চয় করিয়া বল এইরূপ একটী বিষয় সম্বন্ধেই জানিবার ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেন না। ভগবান্ ও 'কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বম্' (গীতা ৪।১৫) এইরূপ নিশ্চিত কথন দ্বারা অর্জ্জুনের পক্ষে (সেই অবস্থায়) জ্ঞাননিষ্ঠা যে অসম্ভব ছিল তাহা বলিতেন না অর্থাৎ যদি সমুচ্চয় সম্ভব হইত তাহা হইলে অর্জ্জুনকে শুধু কর্ম্ম করিতে না বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেন।

[তৃতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকা সমাপ্ত]

———

[জ্ঞানকে কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলায় জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্পও হইতে পারেনা অর্থাৎ একই অধিকারী মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছানুসারে হয় কর্ম্মনিষ্ঠা না হয় জ্ঞান নিষ্ঠা অবলম্বন করিতে পারেন, এইরূপ বিকল্প কখনও সঙ্গত হইতে পারেনা কারণ উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও নিকৃষ্ট কর্ম্মের মধ্যে বিকল্প হইতে পারেনা। যদি বিকল্প স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অনায়াস সাধ্য জ্ঞানকে ছাড়িয়া তদপেক্ষা অপকৃষ্ট এবং বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কে করিতে ইচ্ছা করিবে? আর যদি জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী ভিন্ন হয় তাহা হইলে 'তুমি যেমন আমাকে উপদেশ দিয়াছ সেই প্রকার একই ব্যক্তির প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা উভয়ের উপদেশ সঙ্গত হয় না, আমার যাহাতে অধিকার তাহাই তো বলা উচিত ছিল'—এই সমস্ত মনে করিয়া অর্জ্জুন ব্যাকুলচিত্ত হইয়া "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন।] [মধুসূদন।]

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মনস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥১॥

অন্বয়। হে জনার্দ্দন। তে চেৎ বুদ্ধিঃ কর্ম্মণঃ জ্যায়সী মতা, তৎ হে কেশব। ঘোরে কর্ম্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি?

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—"হে কেশব! হে জনার্দ্দন! বুদ্ধি (জ্ঞান) কর্ম্ম হইতে (অর্থাৎ জ্ঞান নিষ্ঠা কর্ম্ম নিষ্ঠা হইতে) প্রশস্ত (শ্রেষ্ঠ) ইহা যদি তোমার অভিমত হয় তাহা হইলে তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর কর্ম্মমার্গে কি কারণে নিযুক্ত করিতেছ?

ভাষ্য দীপিকা। হে জনার্দ্দন। নিজ নিজ অভিলাষার সিদ্ধিরজন্য জনগণের দ্বারা তুমি অর্দ্দিত অর্থাৎ প্রার্থিত হও বলিয়া তুমি জনার্দ্দন। আমিও আমার পক্ষে কোন মার্গ শ্রেয়ঃ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। সুতরাং এইরূপ যাজ্ঞা করা আমার

পক্ষে অনুচিত হয় নাই (মধুসূদন)।] অথবা 'জনং জননং তৎকারণ-মজ্ঞানং চ স্ব সাক্ষাৎকারেণ অর্দয়তি হিনস্তীতি' অর্থাৎ জন (জন্ম) এবং উহার কারণ অজ্ঞানকে নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা যিনি অর্দ্দন (নষ্ট) করেন তাঁহার নাম জনার্দ্দন। 'তুমি তো জনার্দ্দন। তুমি আমাকে এখন মার্গ উপদেশ দাও যাহাতে তোমার সাক্ষাৎকার দ্বারা আমি জন্মমৃত্যু প্রবাহরূপ এই ঘোর সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারি' এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে অর্জ্জুন এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জনার্দ্দন বলিয়া সম্বোধন করিলেন। চেৎ—যদি বুদ্ধিঃ—আত্ম বিষয়া বুদ্ধি অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মণঃ = নিস্কাম কর্ম্ম হইতে জ্যায়সী = প্রশস্ততর অর্থাৎ অধিকতর শ্রেষ্ঠ [মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধন হয় বলিয়া বুদ্ধিই (জ্ঞানযোগই) অধিকতর শ্রেষ্ঠ] তে মতা—তোমার অভিপ্রেত হয় তৎ—তাহা হইলে হে কেশব—হে সর্ব্বেশ্বর। [তুমি সকল প্রার্থিত বস্তুর প্রদাতা, আর আমি তোমার ভক্ত—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং" অর্থাৎ আমি তোমার শিষ্য আমায় উপদেশ দেও ইত্যাদি বাক্য বলিয়া আমি তোমাকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া তোমারই আশ্রয় নিয়াছি অতএব আমার প্রতি তোমার প্রতারণা করা উচিৎ নয়। ইহাই অভিপ্রায়। [মধুসূদন] কিং—কেন কর্ম্মণি ঘোরে—ঘোর অর্থাৎ হিংসারূপ দারুণ কর্ম্মে (যুদ্ধে) মাং = তোমার অত্যন্ত ভক্ত আমাকে নিয়োজয়সি—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' অর্থাৎ তোমার কর্ম্মেই অধিকার, 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত' অর্থাৎ হে ভারত এইজন্য যুদ্ধ কর এইরূপ বলিয়া বিশেষভাবে নিযুক্ত করিতেছ? আমি হিংসাত্মক যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি না তুমি কেন আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছ? তোমার এইরূপ উপদেশ তো উচিত মনে হইতেছে না। জ্ঞান যখন কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তখন আমাকেও বুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়া অর্থাৎ জ্ঞান যোগকে আশ্রয় করিয়া শ্রেয়োলাভে যত্নবান হইতে আদেশ কর না কেন? অতএব 'তদেকং বদ নিশ্চিত্য' (৩।২) অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটি শ্রেয়ঃ সাধন নিশ্চয় করিয়া বল। যদি বুদ্ধি (জ্ঞান) ও

কর্ম্মের সমুচ্চয় ইষ্ট হইত তাহা হইলে “জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে” অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনের কর্ম্ম হইতে জ্ঞানকে বিশেষরূপে অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। উভয়ের সমুচ্চয় হইলে একের ফল (জ্ঞানের ফল) অন্যের ফল হইতে (কর্ম্মফল হইতে) অতিরিক্ত বা বিশিষ্ট হইতে পারে না। [কারণ সমুচ্চয় পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় মিলিত হইয়া শ্রেয়ঃ লাভের সাধন হইয়া থাকে বলিয়া উভয়ের মিলিত ফল একই হয়, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে।] ‘দূরেণ হি অবরং কর্ম্ম (গীতা ২।৪৯) এইরূপ বলিয়া ভগবান কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর বলিয়াছেন অথচ “অশ্রেয়স্কর কর্ম্ম কর” এই বলিয়া প্রেমী ভক্ত অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন ইহার কারণ না বুঝিতে পারিয়া যেন ঈষৎ তিরস্কার করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—“হে কেশব! তবে কেন আমাকে হিংসা রূপ অতি ক্রূর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?” (বৃত্তিকার বলিয়াছেন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় গৃহস্থের পক্ষে শ্রেয়ঃলাভের উপায়, অন্যের পক্ষে কেবল স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় দ্বারাই শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে—এই মতের অনুবাদ করিয়া ভাষ্যকার এখন বলিতেছেন— (আনন্দগিরি) যদি সকল আশ্রমীর পক্ষেই স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ ভগবান্ বলিতেন এবং অর্জ্জুনও যদি উহা মানিয়া নিতেন তাহা হইলে অর্জ্জুনের এই বচন (তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে ইত্যাদি বচন) কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রকারেই উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হইতে পারে না।

টিপ্পনী। (১) মধুসূদন—[প্রথমাধ্যায়ে যে শাস্ত্রার্থের (শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের) উপোদ্ঘাত (আরম্ভ) হইয়াছে তাহাই দ্বিতীয়াধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে। শাস্ত্র মোক্ষের উপায় এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন— (ক) প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মে নিষ্ঠা (খ) উহা হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি (গ) অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে শম দমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস (ঘ) সংন্যাসের পর বেদান্ত বাক্যের বিচার সহিত ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা।

(ঙ) ভগবদভক্তি নিষ্ঠা হইতে তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা (চ) ঐ নিষ্ঠার ফল হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জীবন্মুক্তি-অবস্থার প্রাপ্তি। জীবন্মুক্তি অবস্থাতেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল শেষ হইলে বিদেহ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্তি দশাতে পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরবৈরাগ্য প্রাপ্তি হয় এবং ঐ পর বৈরাগ্যের উপকারিনী দৈবী-সম্পদ (গীতা— ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত) স্বঃতই প্রকট হয় এবং উহার বিরোধিনী আসুর সম্পৎ নামক অশুভ বাসনা হেয় (ত্যাজ্য) হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দৈব সম্পদের অসাধারণ কারণ এবং রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা আসুর সম্পদের অসাধারণ কারণ। এই দৈবী সম্পৎ উপাদেয় (অর্থাৎ গ্রাহ্য) এবং আসুরসম্পৎ হেয় (অর্থাৎ ত্যাজ্য)— এই দুইটি বিষয়ের বিভাগেই সমগ্র শাস্ত্রার্থের (শাস্ত্রের প্রতি পাদ্য বিষয়ের) পরি সমাপ্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে শাস্ত্রার্থ সূত্রিত হইয়াছে তাহাই বাকী ষোলটী অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে যথা— ক) যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি (২।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে যে সত্ত্ব শুদ্ধির সাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা সূত্রিত (সূচিত) হইয়াছে তাহাই সামান্যরূপে গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে এবং বিশেষরূপে চতুর্থাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। (খ) নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা চিৎশুদ্ধি লাভ হইলে শুদ্ধান্তঃ করণ যোগী শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস নিষ্ঠা লাভ করেন। ইহাই দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্' (২।৭১) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত হইয়া পঞ্চমাধ্যায়ে সংক্ষেপে এবং ষষ্ঠাধ্যায়ে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'ত্বং' পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।

(গ) উহার পর 'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (২।৬১) ইত্যাদি শ্লোকে যে বেদান্ত বিচার সহিত অনেক প্রকার ভগবদ্‌ভক্তি নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই পরবর্ত্তী ছয়টী অধ্যায়ে (৭—১২ অধ্যায়ে) প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই ছয়টী অধ্যায়ে উক্তমহাবাক্যের—'তৎ' পদের অর্থ নিরূপিত

হইয়াছে। (ঘ) তাহার পরের অবস্থা অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদের একতা-বোধরূপ যে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা 'বেদাবিনাশিনং নিত্যম্' (২।২১) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত হইয়াছে তাহাই ত্রয়োদশাধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক (পার্থক্য) দ্বারা বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে। (ঙ) তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠার ফল হইতেছে ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তি (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের নিবৃত্তি) আর ঐ ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তি ই গুণাতীত অবস্থা বা জীবন্মুক্তি। ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' (২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত হইয়া চতুর্দ্দশাধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রপঞ্চিত (বিস্তারিত) হইয়াছে। (চ) 'তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং' (২।৫২) ইত্যাদি সন্দর্ভে যে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসারবৃক্ষছেদনরূপে বিবৃত হইয়াছে। (ছ) 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ' (২।৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরবৈরাগ্যের উপ-কারিণী দেবী সম্পৎ আদেয় (গ্রহণীয়) এবং 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্' (২।৪২) ইত্যাদি শ্লোকে উহার বিরোধিনী আসুরী সম্পৎ হেয়া (ত্যাজ্য) এইরূপে যাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে তাহাই ষোড়শাধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে। (জ) 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ' (২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই সপ্তদশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ অধ্যায়ে ঐ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বিরোধিনী রাজসী ও তামসী বৃত্তির পরিহারের বর্ণনাও করা হইয়াছে। এই প্রকারে ১৩ অধ্যায় হইতে ১৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটী অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহার ফল (ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জীবন্মুক্তির দশা) বিস্তারপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। (ঝ) আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্বকথিত সকল বিষগুলিরই উপসংহার করা হইয়াছে। ইহাই সমগ্রগীতার্থসঙ্গতি অর্থাৎ গীতা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গতি।

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে' (২।৩৯) অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়ে এই জ্ঞান তোমাকে বলা হইল ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধিকে

আশ্রয় করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলিলেন। আর কর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া 'যোগে ত্বিমাং শৃণু' (২।৩৯) অর্থাৎ কর্ম্মযোগ বিষয়ে এখন শ্রবণ কর ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' (কেবলমাত্র কর্ম্মেই তোমার অধিকার) 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি' (২।৪৭) অর্থাৎ কর্ম্ম না করাতে যেন তোমার সঙ্গ (প্রীতি) না হয় ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিলেন কিন্তু ভগবান্ এই কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারীর ভেদ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আবার ইহা ধারণা করাও যুক্তিযুক্ত হইবে না যে ঐ উভয় নিষ্ঠা সমুচ্চিত (মিলিত) হইয়া একই অধিকারীতে একসঙ্গে থাকিবে, কারণ 'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়' (২।৪৯) অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মযোগ বুদ্ধিযোগ হইতে অধিক নিকৃষ্ট ইত্যাদি বলিয়া ভগবান্ জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা কর্ম্মনিষ্ঠাকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। আবার 'যাবানর্থ উদপানে' (২।৪৬) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানের ফলের মধ্যে সকল কর্ম্মেরই ফল অন্তর্ভূত হয় ইহাও বলিয়াছেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ' (২।৭২) এইরূপ বলিয়া প্রশংসার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। আবার 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্' (২।৬৯) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানীর দ্বৈতদর্শন না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ইহা ছাড়া অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষরূপ ফলে (জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হয় বলিয়া) লৌকিক নিয়মানুসারে কেবল জ্ঞানই একমাত্র সাধন হইতে পারে। শ্রুতিও এইজন্য বলিয়াছে— 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলেই অতিমৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষরূপ পরমাগতির আর অন্যকোন পথ (উপায়) নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে জ্ঞান ও কর্ম্ম আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে এবং উভয়ের অধিকারী একই ব্যক্তি এইরূপ বলাও শ্রুতি, যুক্তি ও ভগবদুক্তির বিরুদ্ধ যদি বল যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারী বিভিন্নই হউক না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—

সত্য বটে এইরূপ অধিকারীভেদ সম্ভব হয়, কিন্তু একই অর্জ্জুনের প্রতি উভয়ের (সমুচ্চয়) উপদেশ যুক্ত হয় না অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মের অধিকারী তাহার প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নয় আবার যে ব্যক্তি জ্ঞানের অধিকারী তাহাকে কর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত হয়। আর যদি বল যে একই অধিকারীর প্রতি বিকল্পভাবে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ একই অধিকারী ইচ্ছানুসারে কর্ম্মনিষ্ঠও হইতে পারে অথবা জ্ঞাননিষ্ঠও হইতে পারে এবং যে কোন একটী দ্বারা সে মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে) তাহা হইলে বলিব যে এইরূপ বিকল্প পক্ষও সঙ্গত নয় কারণ উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও নিকৃষ্ট কর্ম্মের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না (কারণ উৎকৃষ্ট জ্ঞান হইতে যে মোক্ষ হইবে তাহা নিকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত মোক্ষ অপেক্ষা অন্য প্রকার হইবে, কিন্তু আত্মার স্বরূপের জ্ঞান বা অনুভূতিই মোক্ষ। উহা সর্ব্বদাই একরূপ।) অতএব অবিদ্যানিবৃত্তি দ্বারা উপলক্ষিত যে আত্মস্বরূপ মোক্ষ তাহাতে তারতম্য থাকা অসম্ভব। সুতরাং (ক) জ্ঞাননিষ্ঠার ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে একই ব্যক্তির প্রতি উভয়ের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না আর (খ) যদি একই ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী হয় তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে ঐ ব্যক্তি দ্বারা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না অতএব উভয়ের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। আর (গ) যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্প স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অনায়াস সাধ্য জ্ঞানকে ছাড়িয়া জ্ঞানাপেক্ষা অপকৃষ্ট এবং বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে স্বীকার করিবে না। এই কথা মনে করিয়া অর্জ্জুন ব্যাকুল চিত্ত হইয়া 'জ্যায়সী চেৎ' ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন।

[তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভেই ভাষ্যকার যে সকল যুক্তি তর্ক দ্বারা জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করিয়াছেন সেই সকল যুক্তির সার সংগ্রহ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী এখানে বিষয়টী সহজ ও সরল করিয়া স্পষ্ট করিলেন।]

২ শ্রীধর - 'স্বধর্ম্মেন যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ। তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥' (স্বধর্ম্ম দ্বারা যাঁহাকে আরাধনা

করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট করা সকলেরই কর্ত্তব্য)। [পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান্ 'অশোচ্যান্ অনুশোচস্ত্বম' ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমে মোক্ষের সাধনরূপ দেহাত্ম বিবেক বুদ্ধি (তত্ত্বজ্ঞান) উপদেশ দিলেন। তারপর 'এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু' প্রভৃতি শ্লোকে কর্ম্মযোগও উপদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনটী গুণে প্রধান (শ্রেষ্ঠ) ইহা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। তথাপি ইহাদের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, ও নিরহঙ্কারত্ব, প্রভৃতি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসার সহিত 'ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি' এইরূপ বলিয়া উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধিই যে শ্রেষ্ঠ এইরূপ ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া অর্জুন বলিলেন] **কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী ইতি চেৎ তে মতা**—কর্ম্মযোগ হইতে মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধন বুদ্ধিই যদি তোমার মতে জ্যায়সী অর্থাৎ অধিকতর শ্রেষ্ঠ হয় **তৎ** তাহা হইলে **কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি**—কি কারণে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' (এই জন্য যুদ্ধ কর) 'তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ' (অতএব যুদ্ধের জন্য উঠ) ইত্যাদি বারংবার বলিয়া (গীতা ২।১৮, ২।৩৭) ঘোর অর্থাৎ হিংসাত্মক যুদ্ধরূপ কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত (প্রবৃত্ত) করিতেছ ?

(৩) **শঙ্করানন্দ**—'ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্' (আমি কখনও ছিলাম না এরূপ নহে (গীতা ২।১২) ইত্যাদি দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেচন (পৃথকত্বের বিচার) আরম্ভ করিয়া 'ন জায়তে ম্রিয়তে' (জাত অথবা মৃত হয় না—গীতা ২।২০) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবান্ সম্যক প্রকারে আত্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিলেন। 'বেদাঽবিনাশিনম্' (যিনি ইহাঁকে অবিনাশী বলিয়া জানেন—গীতা ২।২১) ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্ব্ব-কর্ম্মসংন্যাস হইয়া থাকে ইহাও বলিলেন। 'প্রজহাতি যদা কামান্' (যখন কামসকল ত্যাগ করেন—গীতা ২।৫৫) ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া 'স শান্তিমাপ্নোতি' তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হয়েন (গীতা—২।৭০) এইরূপ অবশেষে জ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষরূপ ফল লাভ হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়া

'ন কামকামী' (কাম কামী পুরুষের মোক্ষ লাভ হয় না—গীতা ২।৭০) অর্থাৎ কর্ম্মসংন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারাই মোক্ষ লাভ করিতে হইবে ইহা ভগবান্‌বলিলেন। ইহা দ্বারা সকলেরই সংন্যাসে প্রবৃত্তি হওয়া উচিৎ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। পরন্তু শ্রুতি ও স্মৃতি বচনাদি হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে অধিকারীর জন্যই সংন্যাসের বিধান হইয়াছে—অনধিকারীর জন্য নয়। যিনি অধিকারী না হইয়া সংন্যাস গ্রহণ করিবেন তিনি পতিত হইবেন। যথা—

বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্ধীমান্ সরক্তস্তু গৃহে বসেৎ।
সরাগো নরকংযাতি প্রব্রজন্ হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যদা মনসি সংজাতং বৈতৃষ্ণ্যং সর্ব্ববস্তুষু।
তদাহি সংন্যাসমিচ্ছেৎ পতিতঃ স্যাদ্‌বিপর্য্যয়ে ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানং সংন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজজ্ঞানং পুরস্কৃত্য সংন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্ ॥
যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাংশিখাং ত্যজেৎ ॥
অহমেব পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
ইতি বোধো দৃঢ়ো যস্য তদা ভবতি ভৈক্ষ্যভুক্ ॥
প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥
অনধীত্যাখিলান্ বেদাননিষ্ট্বৈবাঽখিলান্ সুরান্।
অনুৎপাদ্য সুতান্ বিপ্রো ন সংন্যসিতুমর্হতি ॥
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতং চ সমাচরন্।
প্রচরনিন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। যিনি সরক্ত অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই তিনি গৃহেই বাস করিবেন কারণ যে সরাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত তিনি যদি সংন্যাস গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার নরকে পতন হইয়া থাকে। যখন সকল

বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা মনে সংজাত হয় তখনই সংন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে, অন্যথা পতিত হইবে। কর্ম্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ আর জ্ঞান সংন্যাসলক্ষণ অর্থাৎ প্রবৃত্তিই কর্ম্মের লক্ষণ এবং সংন্যাসই জ্ঞানের লক্ষণ। এই কারণে এই সংসারে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। যখন সনাতন পরব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হয় তখন একদণ্ড গ্রহণ করিয়া উপবীত সহ শিখা ত্যাগ করিবে। আমি বাসুদেব নামক অব্যয় পরব্রহ্ম এইরূপ দৃঢ়বোধ যখন হয় তখন তিনি (সংন্যাস গ্রহণ করিয়া) ভিক্ষান্নভোজী হইয়া থাকেন। যেমন দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে না সেইরূপ যদি প্রাণযুক্ত থাকিয়াও (সমাধি বা প্রজ্ঞার বল দ্বারা) সুখ ও দুঃখ অনুভব না করেন তাহা হইলে ঐ জ্ঞানীপুরুষ কৈবল্যাশ্রমে বাস করেন, অর্থাৎ কৈবল্যে স্থিত থাকেন। (সংন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষান্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে কিন্তু) যদি ব্রাহ্মণ সকল বেদ অধ্যয়ন না করে যজ্ঞাদি দ্বারা সকল দেবতাকে পূজন না করে, (গৃহস্থাশ্রমে) পুত্র উৎপন্ন না করে তবে সে সংন্যাসের অধিকারী হইতে পারে না। যে মনুষ্য বিহিত কর্ম্ম করে না কিন্তু নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করে এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকে সেই ব্যক্তি পতিত হইয়া থাকে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্য-মাচরেৎ। সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ' অর্থাৎ তত্ত্বকে জানিয়া জ্ঞানী নৈষ্কর্ম্ম্য আচরণ করে এবং শিখাসহিত মুণ্ডন করাইয়া বাহিরের সূত্রকে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে ত্যাগ করে।) আবার, 'তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' (অর্থাৎ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভিক্ষাচরণ করিয়া থাকেন) 'পরংব্রহ্ম পরিজ্ঞায় প্রব্রজেৎ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। অন্যথা কর্ম্ম কুর্ব্বীত ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ॥ স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপরীতস্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥' (উত্তম ব্রাহ্মণ পরব্রহ্মকে ভাল করিয়া জানিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। যদি ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে কর্ম্ম করিবেন, প্রমাদের বশীভূত

কখনও যেন না হয়েন। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা উহাকেই গুণ বলা হয় আর উহার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই দোষ, এইরূপ শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয় করিয়াছেন।

এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতিতে অধিকারীর জন্যই সংন্যাসের বিধান করা হইয়াছে, অনধিকারীর জন্য নয়। যিনি অধিকারী না হইয়া সংন্যাস গ্রহণ করেন তিনি পতিত হয়েন। এইরূপে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের অধিকারীর ভেদ বশতঃই কাহারও কাহারও পক্ষে জ্ঞান এবং কাহারও কাহারও পক্ষে কর্ম্মযোগ বিহিত হইয়া থাকে এবং এই কারণেই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভেদ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভাগ প্রদর্শন করিবার জন্য এবং যেহেতু অনধিকারী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে, অতএব তাহার পক্ষে কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তৃতীয়াধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। এই বিষয়ে প্রথমে 'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও তোমার অধিকার নাই' (গীতা-২।৪৭)। এইরূপ বলিয়া ভগবান অর্জ্জুনের জন্য কর্ম্মের বিধান করিয়া 'হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগ অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অতএব জ্ঞানের শরণাপন্ন হও (গীতা-২।৪৯) এই প্রকারে জ্ঞানযোগেরও বিধান করিলেন। ইহা দ্বারা (অর্থাৎ একবার কর্ম্মযোগ বিধান করিয়া আবার জ্ঞানযোগ বিধান করাতে) অর্জ্জুনের দ্বিধাগ্রস্ত মন ব্যাকুলিত হইল। অর্জ্জুন স্বয়ং 'কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট' এই বচনের অর্থই মনে ধারণ করিয়া আর কর্ম্মযোগের অপেক্ষা জ্ঞানযোগ সাক্ষাৎ মোক্ষের সাধন এবং শ্রেষ্ঠতর ইহা মনে করিয়া প্রশ্ন করিলেন—জ্যায়সী চেৎ ইত্যাদি।

হে জনার্দ্দন –'জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎকারেণ অর্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দনঃ' অর্থাৎ জনের (জন্মের) এবং উহার কারণ অজ্ঞানকে নিজের সাক্ষাৎকার দ্বারা যিনি অর্দন অর্থাৎ নষ্ট করিয়া থাকেন তিনি জনার্দ্দন।

কর্ম্মণঃ—কর্ম্মযোগ হইতে বুদ্ধিঃ—জ্ঞানযোগই জ্যায়সী চেৎ—যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তে মতা—তোমার অভিমত হয় তাহা হইলে কিং—কি কারণে কর্ম্মণি—কর্ম্মেই তোমার অধিকার (গীতা ২।৪৭) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানের অপেক্ষায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিয়োজয়সি—(তুমি আমাকে) নিযুক্ত করিতেছ ? আর সেই কর্ম্মও সাধারণ কর্ম্ম নয় কিন্তু ঘোরে—হিংসাত্মক (কর্ম্মে) 'এইজন্য হে ভারত যুদ্ধ কর' (গীতা ২।১৮) এইরূপ বাক্য দ্বারা কি কারণে আমাকে প্রেরিত করিতেছ ? তুমি ঈশ্বর—তোমার বাক্য অলঙ্ঘ্য অর্থাৎ কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। আমি তোমার ভক্ত ও অনুরক্ত অতএব যে বিষয় আমার পক্ষে যোগ্য তাহা ত্যাগ করাইয়া অযোগ্য বিষয়ে (হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে) আমাকে কি উদ্দেশ্যে প্রেরিত করিতেছ ? ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের আশয়।

(৪) নারায়ণী টীকা—[তৃতীয়াধ্যায়ের প্রত্যেকটী শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে (নারায়ণী টীকাতে) দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা উক্ত তাৎপর্য্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হইবে।]

দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাংখ্য বুদ্ধির এবং সাংখ্য বুদ্ধিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞের বহু প্রকার প্রশংসা ভগবান করিলেন অথচ অর্জ্জুনকে 'কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে' (কর্ম্মেই তোমার অধিকার অতএব যুদ্ধ কর—গীতা ২।৪৭, ২।১৮) এইরূপ বলিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্ম্মে প্রেরিত করিতেছেন। এইরূপ একদিকে জ্ঞানের প্রশংসা এবং অন্যদিকে কর্মের প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্য কি তাহাই জানিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিতেছেন।

[ভগবান্ কাহাকেও প্রতারণা করেন না। বিশেষ করিয়া অর্জুন তো ভগবানের অতি প্রিয়, তাহাকে প্রতারণা কি করিয়া করিবেন ? তথাপি অর্জ্জুন কি জন্য প্রথম শ্লোকের প্রশ্ন করিলেন তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।]

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়। ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন ইব (ত্বং) মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্।

অনুবাদ। তুমি যেন অবিস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা (এলোমেলো কথা দ্বারা) আমার বুদ্ধির ব্যামোহ উৎপাদন করিতেছ অর্থাৎ আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছ। অতএব জ্ঞানই হউক আর কর্ম্মই হউক কোনটিতে আমার অধিকার সেই উপায় নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল, যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়ঃলাভ করিতে সমর্থ হইব।

ভাষ্য দীপিকা। ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন ইব—ব্যামিশ্র বা গোলমেলে বাক্য দ্বারা যেন। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ অতএব তুমি আমাকে যাহা উপদেশ দিয়াছ তাহাতে বিস্পষ্ট (বিশেষ করিয়া স্পষ্ট) বাক্যই বলিয়াছ তথাপি আমি মন্দ বুদ্ধি, তাই আমার নিকট তাহা যেন ব্যামিশ্র অর্থাৎ অবিস্পষ্টার্থ বলিয়া মনে হইতেছে (অর্থাৎ উহার অর্থ আমি স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না)। ইহাই "ইব" (যেন) শব্দের তাৎপর্য্য। [কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতিপাদক যে সকল বাক্য তুমি বলিয়াছ উহার অধিকারী কি একই ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় ব্যামিশ্রের ন্যায় অর্থাৎ সঙ্কীর্ণার্থ (মিশ্রিত বা গোলমেলে) বলিয়া আমার নিকট প্রতীত হইতেছে। (মধুসূদন)] ত্বং মে— (অতএব) তুমি আমার অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি আমার বুদ্ধিং মোহয়সি ইব— বুদ্ধিকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে যেন মোহিত করিতেছ অর্থাৎ বিভ্রান্ত করিতেছ। [বাস্তবিক কিন্তু তুমি মোহিত করিতেছ না, যেহেতু তুমি পরম কারুণিক পরমেশ্বর। আমার বুদ্ধির ব্যামোহ (ভ্রান্তি) দূর করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বাস্তবিক পক্ষে কেন আমার বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিবে ? ইহা হইতে এই মনে হয় যে আমারই নিজ অন্তঃকরণে দোষ থাকায় অর্থাৎ বুদ্ধি মলিন থাকার জন্য মোহ সৃষ্টি হইতেছে। ইহাই এখানে

'ইব' শব্দের তাৎপর্য্য (মধুসূদন)]। আমার তৎ—জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার কর্ত্তা এক পুরুষ হইতে পারে না অর্থাৎ একই পুরুষ দ্বারা একই সময়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব, এই প্রকার যদি মনে কর তাহা হইলে এই উভয়ের মধ্যে (জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে) যাহা আমার বুদ্ধি, শক্তি ও অবস্থার অনুরূপ অর্থাৎ যাহা আমার অধিকার বা যোগ্যতা আছে তাহা এবং—(হয় জ্ঞান না হয় কর্ম্ম) একটী নিশ্চিত্য—নিশ্চয় করিয়া বদ—আমার পক্ষে উহাদের মধ্যে কোনটী অবলম্বন করা উচিৎ তাহা আমাকে বল। [পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা—এই বিরুদ্ধ দুইটী পদার্থের সমুচ্চয় হইতে পারে না আর্থাৎ একই পুরুষের পক্ষে একই কালে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা একসঙ্গে করা অসম্ভব। আবার জ্ঞান ও কর্ম্মের উভয়ের একার্থতা না থাকায় অর্থাৎ উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিকল্পও হইতে পারে না অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কেহ, যে কোনও একটী উপায় গ্রহণ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। এরূপ ও নহে অতএব যদি ইহাদের (জ্ঞান ও কর্ম্মের) অধিকারী ভেদ থাকে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী এক ব্যক্তি এবং কর্ম্ম নিষ্ঠার অধিকারী অন্যব্যক্তি এইরূপ যদি মনে কর তাহা হইলে একই ব্যক্তির প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি এই দুইটী বিরুদ্ধ নিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। অতএব তোমার উক্তপ্রকার বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং জ্ঞানই হউক, অথবা কর্ম্মই হউক যে একটীতে আমার অধিকার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে বল। ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। (মধুসূদন)] যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্—যে জ্ঞান অথবা কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানের ও কর্ম্মের মধ্যে যেটিকে আমার অধিকার আছে বলিয়া তুমি নির্ণয় করিবে এবং যাহাকে আমি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে আমি মোক্ষ (শ্রেয়ঃ) লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিব

[তাহাই আমাকে বল।] ভগবান যদি জ্ঞানকে কর্ম্মনিষ্ঠার অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন (যেমন মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন) তাহা হইলে 'জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটী আমাকে বল' এই প্রকার অর্জ্জুন দুয়ের মধ্যে একটী উপায় শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত না। অবার ভগবান ইহাও বলেন নাই যে আমি তোমাকে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটীই বলিব—দুইটী বলিব না যাহাতে অর্জ্জুন নিজের পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উভয়ের মধ্যে একটীর বিষয়ে শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিল। [মোট কথা জ্ঞানের অধিকারী ও কর্ম্মের অধিকারী যদি একই ব্যক্তি না হয় (অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী যিনি তিনি কর্ম্মের অধিকারী নন এইরূপ যদি হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা বিকল্প হইতে পারে না। অতএব অধিকারীর ভেদ জানিবার জন্যই অর্থাৎ কোন ব্যক্তি জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী এবং কোন ব্যক্তি কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী তাহা জানিবার জন্যই অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। (মধুসূদন)

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—[আবার 'ধর্ম্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' (গীতা ২।৩১) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ সাধন নাই ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আশ্রম বিহিত কর্ম্মের ও শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান প্রতিপাদন করিলেন। এইরূপে ভগবান কখনও কর্ম্মের প্রশংসা আবার কখনও জ্ঞানের প্রশংসা করাতে অর্জ্জুন ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন।] এইরূপ ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন—যেন ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দেহ উৎপাদক বাক্য দ্বারা মে বুদ্ধিং মোহয়সীব—যেন আমার বুদ্ধিকে (মতিকে) উভয়তঃ (অর্থাৎ কখন জ্ঞানের দিকে আবার কখনও কর্ম্মের দিকেদোলাইত করিয়া বিমোহিত) করিতেছ। তুমি তো সকলের সুহৃৎ ও পরম কারুণিক অতএব তোমার বাক্য ব্যামিশ্র হইতে পারে না আর তাহাতে মোহকত্বও থাকিতে পারে না। [ইহাই অর্জ্জুন শ্লোকে দুইবার 'ইব' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিলেন।] তথাপি আমার (অর্জ্জুনের) নিজের ভ্রান্তিবশতঃই এইরূপ

বোধ হইতেছে। ইহা বলিয়া অর্জ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—**তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন শ্রেয়ঃ অহম্ আপ্নুয়াম্**—জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে আমার পক্ষে যাহা "ভদ্র" অর্থাৎ কল্যাণকর অর্থাৎ মোক্ষের সাধক তাহার একটীকে নিশ্চয় করিয়া বল যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ লাভ করিতে পারিব।

(২) **শঙ্করানন্দ**—আবার **ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন**—একবার বলিলে কর্ম্মেই তোমার অধিকার,' আবার বলিলে 'বুদ্ধির শরণ লও,' এই প্রকার দুধ ও জলের মিশ্রণের ন্যায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বোধক (বিশেষভবে মিশ্রিত) বাক্য দ্বারা **মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব**—যেন আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া, আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ। যুদ্ধ আমার পক্ষে কর্ত্তব্য অথবা উহাকে ত্যাগ করা উচিৎ হইবে এইরূপ সংশয়গ্রস্ত হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি অতএব আমার ভ্রম দূর করিবার জন্য তুমি দয়া করিয়া (উপদেশ দিতে) প্রবৃত্ত হইয়াছ, মোহিত করিবার জন্য নয়। তথাপি বিবেক রহিত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন আমার নিকট তোমার বচন ব্যামিশ্রের ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের মিশ্রণযুক্ত বাক্যের ন্যায়) প্রতীত হইতেছে আর ঐরূপ মিশ্রিত বাক্য দ্বারা তুমি যেন আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিতেছ এইরূপ প্রতীত হইতেছে। অবশ্য ইহা আমার বুদ্ধিরই দোষ। এখন কি কর্ত্তব্য ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অর্জুন বলিতেছেন—**তৎ একম্ নিশ্চিত্য বদ**—জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ক্রিয়া (অনুষ্ঠান), কারক (কর্ত্তা) ইত্যাদি) এবং ফল সবই পৃথক্ অতএব উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে উভয়ের কর্ত্তা এক হইতে পারে না। অতএব আমার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিচার করিয়া আমার অধিকার অনুসারে জ্ঞান অথবা কর্ম্মের মধ্যে আমার পক্ষে কোনটী যোগ্য হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বল **যেন**—জ্ঞান অথবা কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা যাহাতে **অহং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্**—আমি সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাক্রমে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতে পারি।

(৩) নারায়ণী টীকা—ভগবান্ কখনও জ্ঞানের প্রশংসা আবার কখনও কর্ম্মের প্রশংসা করাতে অর্জ্জুনের নিকট ভগবানের বাক্য যেন বিশেষ ভাবে মিশ্রিত বাক্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই কারণে উহাদের মধ্যে জ্ঞান বা কর্ম্ম কোনটী তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা অর্জ্জুনের বুদ্ধি পৃথক করিতে না পারাতে ঐ সকল বাক্য অর্জ্জুনের বুদ্ধিকে উভয়দিকে দোলায়িত করিয়া যেন মোহ গ্রস্ত করিল। সুতরাং অর্জ্জুন তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ লাভের (কল্যাণ বা মোক্ষ লাভের) যোগ্য সাধন কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী কে এবং কর্ম্মের অধিকারী কে তাহা নিশ্চয় করিয়া অর্জুন জ্ঞান বা কর্ম্মের কোনটীর অধিকারী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে বলিলেন। ভগবানের বাক্যকে ব্যামিশ্র বাক্যের ন্যায় মনে হইবার কারণ এই—(১) তুমি আমাকে 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' (গীতা ২।৪৫) বলিয়া বেদনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে বলিতেছ আবার বলিতেছ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' (বেদাদি শাস্ত্রে তোমার জন্য যে কর্ম্ম বিহিত আছে সেই কর্ম্মেই তোমার অধিকার—গীতা ২।৪৭) (২) তুমি 'নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব' (গীতা ২।৪৫) বলিয়া নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দিতেছ আবার 'ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে (গীতা ২।৩১) বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেছ। অতএব বেদবিধি পালন করিব না ত্যাগ করিব, প্রবৃত্তি মার্গে চলিব না নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিব ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত (সংশয়াপন্ন) হইতেছে অর্জ্জুনের বলিবার অভিপ্রায়।]

[অর্জ্জুন এইরূপে অধিকারীর ভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ সেই প্রশ্নের অনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতেছেন।]

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ—হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।

অনুবাদ। শ্রী ভগবান্ বলিলেন—এই লোকে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভেদে দুই প্রকার নিষ্ঠা (স্থিতি) আমি অর্থাৎ বেদরূপ ধারী আমি পূর্ব্বে (অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে প্রজা সৃষ্টি করিয়া) নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী তাঁহাদের জন্য জ্ঞানযোগের দ্বারা এক নিষ্ঠা (স্থিতি), আর যাহারা চিত্ত শুদ্ধি রহিত, সেই সমস্ত কর্ম্মাধিকারিগণের জন্য কর্ম্মযোগ দ্বারা অপর নিষ্ঠা (স্থিতি)—এই দুই প্রকারের নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি।

ভাষ্য দীপিকা। **হে অনঘ!**—হে নিষ্পাপ! [এ স্থলে "অনঘ" (পাপরহিত) এইরূপ সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুন যে (আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে) উপদেশ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহাই সূচিত হইতেছে। (মধুসূদন)] **অস্মিন্ লোকে**—এইলোকে অর্থাৎ শাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মের (বেদাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান করিতে যাঁহারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন যে ত্রিবর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এবং যাঁহারা যোগ্যতানুসারে জ্ঞানযোগ অনুষ্ঠান করিতে অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে [অথবা এই লোকে শুদ্ধান্তঃকরণ ও অশুদ্ধান্তঃকরণ ভেদে দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে (মধুসূদন)] **দ্বিবিধা নিষ্ঠা**—দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি [একই নিষ্ঠা সাধ্য সাধন ভেদে দুই প্রকার। এই দুই নিষ্ঠাই যে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন তাহা নহে, ইহা সূচিত করিবার জন্য নিষ্ঠা শব্দে একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরেও "একং সাংখ্যংচ যোগংচ যঃ

পশ্যতি স পশ্যতি" (গীতা ৫।৫) ইহা ভগবান্ বলিবেন (মধুসূদন)] ময়া—আমার দ্বারা অর্থা সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর স্বরূপ আমার দ্বারা পুরা—সৃষ্টির আদিতে [পূর্ব্ব অধ্যায়ে (মধুসূদন)] প্রোক্তা—প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) +উক্তা (বলা হইয়াছে) অর্থাৎ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া সেই প্রজাদের অভ্যুদয় (জাগতিক উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্তির সাধনরূপ বেদার্থ সম্প্রদায়কে অর্থাৎ বেদবিহিত যে সাধন বা উপায় দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্ত হইতে পারে সেই বৈদিক কর্ম্মাদির অধিকারী (ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণকে) আমিই আবিষ্কার করিয়া (প্রকট করিয়া) বেদার্থ (বেদের তাৎপর্য্য) তাঁহাদিগের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছি। এই দুই প্রকার নিষ্ঠা কিরূপ তাহাই বলিতেছেন—**জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং**—জ্ঞানরূপ যোগ (উপায়) দ্বারা সাংখ্যগণের অর্থাৎ যাঁহারা আত্মানাত্ম বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের নিষ্ঠা (স্থিতি) কথিত হইয়াছে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিশদ জ্ঞান দ্বারা যাঁহারা আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা পরমহংস (পরমশুদ্ধান্তঃকরণ) পরিব্রাজক (সংন্যাসী) সেই সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণের নাম সাংখ্য ; তাঁহাদের নিষ্ঠা (স্থিতি) জ্ঞানযোগ দ্বারাই সাধিত হয় ইহা বলা হইয়াছে। অথবা 'বেদান্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সম্যক্ খ্যায়তে তাৎপর্য্যেন প্রতিপাদ্যত ইতি সাংখ্যং নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম তদেব স্বাত্মত্বেন যে বিদুস্তে সাংখ্যাঃ ব্রহ্মবিদস্তেষাং সাংখ্যানাং ব্রহ্মজ্ঞানম্" (শঙ্করানন্দ টীকা) অর্থাৎ সকল বেদান্ত দ্বারা যাহা সম্যক্ প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ তাৎপর্য্যরূপে (তত্ত্বতঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা সাংখ্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম।—উহাঁকে যাঁহারা নিজের আত্মরূপে জানেন তাঁহাদিগকেও সাংখ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানী যতির জ্ঞানযোগ দ্বারাই স্থিতি প্রাপ্তি হয়। [এইস্থলে যাহা দ্বারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়া যায় তাহাই যোগ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা জ্ঞানরূপ যোগ জ্ঞানযোগ, আবার কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা

জ্ঞানযোগ শব্দের অর্থ জ্ঞানই (পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানই) যোগ, এইরূপ বুঝিতে হইবে ।] কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্—কর্ম্মই যোগ কর্ম্ম যোগ । এই কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগিগণের অর্থাৎ কর্ম্মিগণের নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। [চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া যাঁহারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করেন নাই সে সমস্ত কর্ম্মাধিকারী যোগী কর্ম্মযোগ দ্বারাই অন্তঃকরণের শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে কর্ম্মযোগেই নিষ্ঠা (স্থিতি) থাকা আবশ্যক হয়। শাস্ত্র বিহিত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির সহিত যোগলাভ সম্ভব হয় বলিয়া ঐরূপ কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলা হয়। কর্ম্মযোগ শব্দের অর্থ কর্ম্মরূপ যোগ অথবা কর্ম্মই যোগ (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায়)। এইজন্যই বলা হইয়াছে 'ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' অর্থাৎ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করা বিনা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ো লাভের আর কোন উপায় নাই। (মধুসূদন)] যদি একই পুরুষ এই পুরুষার্থ লাভ করিবার জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের এককালে অনুষ্ঠান করিবে ইহা ভগবানের অভিমত হইত অথবা গীতায় বা বেদে ভগবান্ দ্বারা কোন স্থানে সমর্থিত হইত তাহা হইলে, এই স্থলে কেন ভগবান্ শরণাগত (বিনীত) ও প্রিয় অর্জ্জুনকে এই প্রকার উপদেশ দিতেছেন যে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি উপায়ের অনুষ্ঠান এক পুরুষের দ্বারা এককালে হইতে পারেনা কিন্তু অধিকার ভেদে বিশিষ্ট ভিন্ন পুরুষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। [এই কারণে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা বিকল্প হইতে পারে না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের পরে সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞান নিষ্ঠাতে সন্ন্যাসিগণেরই অধিকার থাকে। 'নিষ্কাম কর্ম্ম' এইজন্য বলা হইয়াছে যে কামনারূপ দোষ থাকার জন্যই কাম্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব কামনা বিহীন হইয়া যদি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হওয়া যায়, ইহাই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত

বিশদভাবে বলা হইবে। এই কারণে চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ দুইপ্রকার অবস্থাভেদে একই তোমাকে "এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিষয়ে এই বুদ্ধি তোমাকে বলা হইল এইবার কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কিরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিবে তাহা শ্রবণ কর ইত্যাদি বলিয়া দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং একই ব্যক্তির নিকটে ভূমিকা (অবস্থা) ভেদে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ দুইটীরই উপযোগিতা থাকায় ইহাদের অধিকারী ভিন্ন হইলেও একই ব্যক্তির নিকট দুইটী উপদেশ দিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। ইহাই দেখাইবার জন্য 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' (কর্ম্ম সকলের আরম্ভ অর্থাৎ অনুষ্ঠান না করিলে— গীতা ৩।৪) এই শ্লোক হইতে 'মোঘং পার্থ স জীবতি' অর্থাৎ হে পার্থ! সেই ব্যক্তি বিফল জীবন ধারণ করে (গীতা ৩।১৬) পর্য্যন্ত ১৩টী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিবেন যে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির যে কোন কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না তাহাও ৩ ১৭-১৮ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। আবার 'তস্মাদসক্তঃ'—(গীতা ৩।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইবেন যে কর্ম্ম সংসারবন্ধনের হেতু হইলেও ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে ঐ কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তির সাধন হইয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে (গীতা ৩।১৯-৩৫)। তাহার পরই 'অথ কেন—' (গীতা ৩।৩৬ অর্থাৎ কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইত্যাদি প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তরস্বরূপ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ বলিবেন যে কামনা-রূপ দোষ থাকার জন্যই কাম্যকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না। এই কারণে তুমি কেবল কামনাশূন্য হইয়া বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই অন্তঃকরণ শুদ্ধিলাভ করিয়া তুমি জ্ঞানের অধিকারী হইবে।—(মধুসূদন)]

যদি ভগবানের এই অভিপ্রায় থাকে যে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুন স্বয়ংই দুইটীর (সমুচ্চিত ভাবে) অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন এবং অর্জ্জুন ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ (অধিকারভেদে)

জ্ঞান বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন তাহা হইলে ভগবান্‌কে রাগদ্বেষাদিযুক্ত এবং অপ্রামাণিক মানিতে হইবে (অর্থাৎ তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুরাগ আছে এবং অপরের প্রতি ঐ অনুরাগের অভাব আছে। অতএব এইরূপ বিষমতার জন্য ভগবানের বাক্য প্রমাণিক নয়)। কিন্তু এইরূপ মনে করা সর্ব্বপ্রকারে অনুচিত কারণ তাহা হইলে 'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং' (গীতা ১৩।২৭) ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। এই কারণে কোনও যুক্তি দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় মানা যায় না।

আর অর্জ্জুন যে (ভগবানের বাক্যানুসারে) বলিলেন যে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তাহা স্বতঃ সিদ্ধ কারণ ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উহার নিরাকরণ করেন নাই। আবার ঐ জ্ঞাননিষ্ঠার অনুষ্ঠানের অধিকার সংন্যাসীরই থাকে, ইহাই ভগবানের মত বলিয়া প্রতীত হয় কারণ দুইটী নিষ্ঠা (কর্ম্ম নিষ্ঠা ও জ্ঞান নিষ্ঠা) অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠানের যোগ্য হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে, হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! যদি কর্ম্মযোগনিষ্ঠা অথবা জ্ঞানযোগনিষ্ঠা পরস্পর নিরপেক্ষভাবে মোক্ষের সাধন হয় এইরূপ আমি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে দুইটীর মধ্যে যাহা ভদ্র বা কল্যাণকর তাহা আমাকে বল'—এইরূপ তোমার প্রশ্ন সঙ্গত হইত। কিন্তু আমি তাহা বলিনাই। উভয় নিষ্ঠার দ্বারা (কর্ম্ম ও জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা) একই ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। [জ্ঞানযোগ সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষফলদায়ক এইজন্য উহা মোক্ষের প্রধান সাধন আর কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া পরে জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে, এইজন্য উহা মোক্ষের গৌণ সাধন।] এইজন্যই গৌণ ও প্রধান ভাবে মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে বলিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পৃথক্ নহে। অধিকারীভেদে একই নিষ্ঠার (একই ব্রহ্ম নিষ্ঠার) কেবল প্রকারের ভেদ বলা হইয়াছে

লোকে অস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তাময়া—এই লোকে অর্থাৎ অধিকারীদিগের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অন্তঃকরণ ভেদে দ্বিবিধ অধিকারীর জন্য দুই প্রকার নিষ্ঠা বা মোক্ষপরতা সর্ব্বজ্ঞ আমার দ্বারা পুরা অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। 'জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম্ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্' ইত্যাদি দ্বারা একটী নিষ্ঠারই দুইটী প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম্**—সাংখ্য দিগের অর্থাৎ যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাকের জন্য ধ্যানাদিরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্মপরতা (ব্রহ্ম নিষ্ঠা) প্রাপ্ত করিতে হইবে, ইহা 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (গীতা ২।৬১) ইত্যাদি দ্বারা বলিয়াছি। **কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্**—কিন্তু যাঁহারা সাংখ্য ভূমিতে (জ্ঞান ভূমিতে) আরোহণ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ কর্ম্ম যোগের অধিকারিগণ যাহাতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা উহাতে আরোহণ করিতে পারে (অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে) তাহার জন্য উহারই উপায়ভূত কর্ম্মযোগ বলিয়াছি যথা—'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদি (গীতা ২।৩১) অতএব চিত্তশুদ্ধি ও অশুদ্ধিভেদে এক ব্রহ্ম নিষ্ঠারই দুই প্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে—"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (গীতা ২।৩৯)।

(২) **শঙ্করানন্দ**— তুমি যাহা বলিয়াছ উহা সত্য। তোমারই বুদ্ধির দোষের কারণ আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, অবস্থা আদি বিচার করিলে কর্ম্মেই তোমার অধিকার, সংন্যাসে নয়। এইজন্য আমি তোমাকে (পূর্ব্বেই) বলিয়াছি যে 'কর্ম্মেই তোমার অধিকার'। তথাপি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধির জন্য কর্ম্ম কর, ফলের আশা করিয়া নয়, ইহা সূচিত করিবার জন্যই বলিয়াছি 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ' (গীতা ২।৪৯) অর্থাৎ বুদ্ধির (জ্ঞানের) শরণ নিতে ইচ্ছা কর, (চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম কর) ফলের জন্য যাহারা

কর্ম্ম করে তাহারা কৃপণ। আমি ইহা বলি নাই যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধির (জ্ঞানের) আশ্রয় লও আর ইহাও বলি নাই যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই কর। রাজসূয় ও বৃহস্পতিসবাদি যজ্ঞ যেমন একই কর্ত্তা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের কর্ত্তা পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে একই পুরুষ দ্বারা উভয়ের একসঙ্গে অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। এইজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণু অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়ক এই বুদ্ধি তোমকে বলা হইয়াছে, এখন যোগবিষয়ক বুদ্ধি শ্রবণ কর। ঐ বিষয় পুনরায় আমি বলিতেছি, উহা শুন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অস্মিন্ লোকে—এই লোকে স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি মুমুক্ষুদিগের জন্য, **পুরা**—পূর্ব্বকালে **ময়া**—বেদরূপী সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বধর্ম্মের উপদেষ্টা আমা দ্বারা **দ্বিবিধা নিষ্ঠা** দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ যাহাতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য না হইতে পারে তাহার জন্য নিয়মপূর্ব্বক স্থিতি বা ব্যবস্থা **প্রোক্তা**—কথিত হইয়াছে অর্থাৎ আমার দ্বারা বিহিত হইয়াছে উহা কি প্রকার ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

সাংখ্যানাম্ সর্ব্ববেদান্ত দ্বারা যাঁহা সম্যক প্রকার খ্যায়তে অর্থাৎ তাৎপর্য্যরূপে প্রতিপাদিত হয় তাঁহাকে সাংখ্য বলা হয়। অতএব সাংখ্য শব্দের অর্থ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে যাঁহারা নিজের আত্মরূপে জানেন (সাক্ষাৎকার করেন) তাহাদিগকে ও সাংখ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয়। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যতিদিগের **জ্ঞানযোগেন**—যাহা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত যুক্ত অর্থাৎ একীকৃত হইয়া থাকেন তাহাকে যোগ বলা হয়। জ্ঞানই যোগ (কারণ জ্ঞান দ্বারাই ঐরূপ একীভূত হওয়া সম্ভব হয়)। এইরূপ জ্ঞানযোগের দ্বারা **নিষ্ঠা**—'এইসব দৃশ্যবস্তু এবং আমি' সবই ব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি দ্বারা নিষ্ঠা অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে স্থিতি **প্রোক্তা** সদা একই নিয়মানুসারে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। 'তমেবৈকং বিজানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ' (ঐ এক আত্মাকেই জান অন্য সব কথা ত্যাগ কর), ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায়

তমসঃ পরস্তাৎ' (পরম অজ্ঞান হইতে পার হইবার জন্য আত্মাকে ওঁ রূপে ধ্যান কর, তোমার কল্যাণ হইবে), 'বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ' (বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা উত্তমরূপে নিশ্চিত বিষয় সকল), 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এই সব ব্রহ্মই), 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' (ঐ ব্রহ্ম সৃষ্টি প্রলয় ও চেষ্টাকারী—শান্ত হইয়া উহাঁকে উপাসনা কর), 'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহুঞ্ছব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ') (ধীর ব্রাহ্মণ পুরুষ উহাঁকে জানিয়া প্রজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি করে, বহুশব্দ ধ্যান করে না, কারণ উহা দ্বারা কেবল বাণীর শ্রম হইয়া থাকে)। এই প্রকার সকল বাক্য দ্বারা অন্য প্রবৃত্তিকে নিষেধ করিয়া মুমুক্ষুর একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠাই কর্ত্তব্যত্ব রূপে প্রোক্ত অর্থাৎ বিশেষ রূপে কথিত (বিহিত) হইয়াছে। যোগিনাং—কর্ম্মযোগী গৃহস্থ-দিগের জন্য কর্ম্মযোগেন যাহা দ্বারা অভ্যুদয়ের (বৃদ্ধির) সহিত যোগ হয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে যোগ বলা হয়। কর্ম্মই যোগ (কারণ কর্ম্ম দ্বারাই অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়)। এইরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা—নিয়মপূর্ব্বক স্থিতি প্রোক্তা—বলা হইয়াছে অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে। 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' (প্রতিদিন সন্ধ্যা কর,), 'উদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহোতি' প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে হবন করিবে), 'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত' বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ অগ্নির আধান করিবেন), 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' (ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিবে), 'তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽ ধ্যেতব্যঃ। ঋতং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সতং বদ। ধর্ম্মং চর। তানি ত্বয়োপাস্যানি।' অর্থাৎ এইজন্য স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি পাঠ করা উচিত ; ঋত (যজ্ঞ) এবং স্বাধ্যায় (জপ) এবং প্রবচন কর ; সত্য বল এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচন কর ; অগ্নিহোত্র কর এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচন কর ; সত্য বল ; ধর্ম্ম কর ; (আমাদের মধ্যে যাহা শোভনীয় চরিত্র আছে) উহা তুমি

অনুষ্ঠান কর—ইত্যাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মনিষ্ঠাই গৃহস্থ কর্ম্মীদিগের জন্য কর্ত্তব্যতা রূপে প্রোক্তা—বিহিত হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মী গৃহস্থের ও অকর্ম্মী (কর্ম্মযোগী) সংন্যাসীদিগের দুই নিষ্ঠা (যথাক্রমে কর্ম্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞান নিষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩) নারায়ণী টীকা—নিষ্ঠা শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি (গীতা ২।৭২) যাহা দ্বারা ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত হওয়াতে কর্ম্মে রুচি আছে অথচ (পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইতে ইচ্ছুক) তাহাদিগকে যোগী বলা যাইতে পারে। তাহাদের নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মনিষ্ঠা (আত্মাতে নিশ্চল স্থিতি) লাভ করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগ ব্রাহ্মীস্থিতি রূপ নিষ্ঠার বহিরঙ্গ সাধন বা গৌন উপায়। আর যাঁহারা সাংখ্য অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসী হইয়া জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মাতে (ব্রহ্মে) স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানযোগ ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ নিষ্ঠার অন্তরঙ্গ সাধন বা মুখ্য উপায়। নিষ্ঠা অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি একই। এইজন্য শ্লোকে নিষ্ঠা শব্দ এক বচনে বলা হইয়াছে)। সাধ্যসাধনভেদে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে জ্ঞানযোগ হইতেছে সাধ্য আর কর্ম্মযোগ হইতেছে জ্ঞানযোগের সাধন।

[পূর্ব্ব শ্লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা শুনিয়া অর্জ্জুন ভাবিলেন জ্ঞান দ্বারাই যখন মোক্ষ হয় তখন বন্ধনের কারণ ঘোর যুদ্ধরূপ কর্ম্মেতেই ভগবান্ আমাকে কেন নিয়োগ করিতেছেন? এইরূপ ভাবিয়া অর্জ্জুন বিষণ্ণ হইয়া আমি কর্ম্মারম্ভ অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভ করিব না বলিয়া সংকল্প করিতেছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য বলিতেছেন —ন কর্ম্মণামিত্যাদি। অথবা পূর্ব্বশ্লোকে যে দুই নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে তাহার (অর্থাৎ একই সময়ে এই উভয়ের,) অনুষ্ঠান সম্ভবপর না হওয়াতে জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের প্রতি

কারণ হইতে পারে (অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী উপায় অবলম্বন করিয়া মোক্ষ লাভ হইতে পারে) এই প্রকার সংশয় হইতে পারে। অতএব এই সংশয় দূর করিবার জন্য "কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠার হেতু (উপায়) বলিয়া কর্ম্মনিষ্ঠা পরতন্ত্র ভাবেই মোক্ষের কারণ হয়, স্বতন্ত্র ভাবে হয় না (অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্ঠা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়—জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। এই জন্য কর্ম্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ উৎপাদন করিতে পারে না) কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা যদিও কর্ম্মনিষ্ঠা রূপ উপায়ের দ্বারা উদিত হয় তথাপি শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে তাহা তখন স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ কর্ম্ম অথবা অন্য আর কোন কারণের অপেক্ষা না রাখিয়া) মোক্ষের প্রতি কারণ হয় ইহা দেখাইবার জন্য [এবং প্রথমে কর্ম্মনিষ্ঠা না থাকিলে যে সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য] ভগবান্ বলিলেন—]

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

অন্বয়। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে (তথা) সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং ন চ সমধিগচ্ছতি।

অনুবাদ। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বহির্মুখীলোক সর্ব্ব-কর্ম্ম সংন্যাসরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আবার (চিত্তশুদ্ধি বিনা) কেবল মাত্র কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেই সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না।

ভাষ্য দীপিকা। পুরুষঃ—মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ—কর্ম্ম সকলের অপ্রারম্ভ হইতে অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া এই জন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পাপ সকলের নাশের কারণ হয়। ঐ জন্যই ঐ সকল

ক্রিয়া চিত্ত শুদ্ধির হেতু হয় বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠা প্রাপ্তির ও কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।" (মহাঃ শান্তি ২৪৪।৮) অর্থাৎ পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুরুষগণের জ্ঞানের উদয় হয় এবং (জ্ঞানের উদয় হইলে) যেমন আদর্শতলে (আয়নায়) নিজের মুখ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পায় সেইরূপ নিজের বিমল আত্মাতেই (অন্তঃকরণেই) শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পান। অতএব **নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে**—জ্ঞান প্রাপ্তির অনুকূল কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান না করিলে পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য (নিষ্কর্ম্ম ভাব বা কর্ম্ম শূণ্যতা) অর্থাৎ জ্ঞানযোগ দ্বারা নিষ্ঠা (নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেই অবস্থিতি) লাভ করিতে পারে না। 'নিষ্কর্ম্মণঃ সংন্যাসিনঃ কর্ম্ম জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি' (আনন্দগিরি) অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সংন্যাসীর কর্ম্ম যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় না এই বচনের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কর্ম্মের আরম্ভ দ্বারাই (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই) নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি (অর্থাৎ জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। কারণের অভাবে কখনই কার্য্য হইতে পারে না অতএব জ্ঞান নিষ্ঠা লাভের জন্য বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অবশ্য কর্ত্তব্য। (আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিই জীবনের পরম পুরুষার্থ)। নিষ্কর্ম্মতারূপ জ্ঞানযোগ প্রাপ্তির উপায় হইতেছে কর্ম্মযোগ। ইহা শ্রুতিতে এবং ভগবদ্‌গীতাতেও বলা হইয়াছে—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি (বৃঃ উ ৪।৪।২২) অর্থাৎ বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞপ্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা কর্ম্মযোগ যে জ্ঞান যোগ লাভের উপায় তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতাতেও আছে—

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুম যোগতঃ।" (গীতা ৫।৬)
"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" (গীতা ৫।১১)
"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।" (গীতা ১৮।৫)

অর্থাৎ হে মহাবাহো! যোগের (কর্ম্মযোগের) সিদ্ধি না হইলে, সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ কেবল দুঃখের হেতু হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগিগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।' 'যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের (বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের) শুদ্ধি লাভের উপায়।' কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া যে জ্ঞানযোগ প্রাপ্তি করা যায় তাহা এই সকল বাক্য প্রতিপাদন করিতেছে।

এখন এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে—আচ্ছা, শাস্ত্রে যখন বলা আছে যে 'অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ' অর্থাৎ সকল ভূতকে অভয়দান পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যের আচরণ করিবে তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মত্যাগ করিলেই তো নৈষ্কর্ম্ম্য—সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে এবং লোকেও এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে কোন প্রকার কর্ম্মের আরম্ভ না করাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বলা হয়। [যথা—"যতো যতো নিবর্ত্ততে তত স্ততো বিমুচ্যতে। নিবর্ত্তনাদ্ধি সর্ব্বতো ন বেত্তি দুঃখমন্বপি॥ অর্থাৎ মনুষ্য যে যে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় সেই সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইলে দুঃখের লেশমাত্রও অনুভব হয় না। (আনন্দগিরি)] অতএব যাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মারম্ভের অবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—**সংন্যাসাৎ এব সিদ্ধিং ন চ সমধিগচ্ছতি**—জ্ঞান বিনা (চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী না হইয়া) কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ মাত্র হইতে [অর্থাৎ আলস্যবশতঃ অথবা কর্ম্মে ক্লেশ বুদ্ধি থাকাতে যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন অথচ যাঁহার চিত্তশুদ্ধি না হওয়াতে বৈরাগ্য পরিপক্ক হয় নাই (অতএব যিনি জ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হন নাই) তিনি যদি কেবলমাত্র শিখা ও যজ্ঞ সূত্রাদি এবং বিহিত সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুষ্ক সংন্যাস গ্রহণ করেন তাহা হইলে সেই নামমাত্র সংন্যাস হইতে] সিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণরূপ জ্ঞানযোগের নিষ্ঠা (এবং তাহার ফল যে মোক্ষ তাহা) মুমুক্ষু সম্যক্‌রূপে লাভ করিতে পারে না [কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হয় চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সংন্যাসই হইতে পারে না। আর যদি উৎসুক্যবশতঃ (কৌতুহল

বশতঃ) যথাকথঞ্চিৎ (অবৈধ) সংন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে উহা ফলপর্য্যবসায়ী হয় না অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। (মধুসূদন)] নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বেদান্ত শ্রবণাদি হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। শ্রুতিতে আছে "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। শ্লোকে 'চ' শব্দ 'তু' শব্দার্থ (ব্যবৃত্ত্যর্থে অর্থাৎ বিলক্ষণতা বুঝাইতে) ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল কর্ম্মত্যাগ হইতে প্রকৃত সংন্যাস বিলক্ষণ কারণ ব্রহ্মে বা আত্মাতে আরোপিত নামরূপ গ্রহণের যখন ত্যাগ হয় তখনই প্রকৃত সংন্যাস হয়, কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সংন্যাস হয় না, ইহাই বুঝাইবার জন্য 'চ' শব্দের 'তু' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

(২) শঙ্করানন্দ—আচ্ছা, এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্ম এক অন্যের অপেক্ষা না করিয়াই তো সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু হইবে? না, ঐরূপ উক্তি সঙ্গত নয় কারণ 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' (না কর্ম্ম দ্বারা আর না তো সন্তানাদি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হইতে পারে) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা কর্ম্ম যে মোক্ষের সাধন হইতে পারে না তাহা বলা হইয়াছে আবার 'জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্' (জ্ঞান হইতেই কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অন্য সব ব্যাবৃত্তি করিয়া জ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের সাধন, ইহা অবধারিত করা হইয়াছে। অতএব কর্ম্ম মোক্ষের সাধন হইতে পারে না। কিন্তু যদিও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উহা স্বয়ংই অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া পুরুষকে সদ্যোমুক্তিসুখ প্রদান করিয়া থাকে তথাপি 'সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ' (অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্মৃতি অর্থাৎ আত্মস্বরূপের স্মৃতি সম্ভব হয়) এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি বিনা জ্ঞানোদয় হয় না ইহা বলা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন' (ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, দান ইত্যাদি দ্বারা তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা করেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা যজ্ঞ, দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই প্রমাণিত হয়।

অতএব যে মুমুক্ষুর আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই উহাঁর চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমানুকূল কর্ম্ম) অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ উহা না করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহাই এখন বলিতেছেন—।

কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ—শ্রৌতাদি (বেদবিহিত) নিত্য কর্ম্মের আরম্ভ অর্থাৎ আচরণ বা অনুষ্ঠান বিনা **নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষঃ ন অশ্নুতে**—পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। যেখানে কর্ম্ম নাই তাঁহাকে নিষ্কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম বলা হয় কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকেই নিষ্কল নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিষ্কর্ম্মের ভাবকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলা হয়। নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্মাতে অবস্থানরূপ যে মুক্তি তাহা পুরুষ (জীব) প্রাপ্ত হয় না কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া যে জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা) ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা সম্ভব হয় তাহা তাহার থাকে না। উপায় থাকিলেই উপেয় সিদ্ধ হয়। উপায়ভূত (উপায়রূপ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকায় উপেয়ভূত তত্ত্বজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ফল নৈষ্কর্ম্ম্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ মুক্তি) পুরুষের প্রাপ্তি হয় না। অতএব মুমুক্ষুর ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য করা উচিত কারণ উহা দ্বারাই (চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া) তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষ সিদ্ধ (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। এখন শঙ্কা হইবে—'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' (না তো কর্ম্মদ্বারা আর না তো প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদিদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা কর্ম্ম মোক্ষের সাধন নয় ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে আবার 'সংন্যাসযোগাৎ' ইত্যাদি বচন দ্বারা সংন্যাসই সংন্যাসীদিগের মোক্ষের হেতু এইরূপ শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার পক্ষে তো চুপচাপ সুখে বসিয়া থাকাই উচিত; ক্লেশবহুল কর্ম্ম বিশেষ করিয়া হিংসাপ্রধান যুদ্ধরূপ কর্ম্ম তো কখনও করা উচিত হইবে না এইরূপ যদি বলি ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—

ন চ সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি—কেবল সংন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) দ্বারা অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ যদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিক ক্লেশ হইবে এইরূপ বুদ্ধিতে আলস্যবশতঃ অথবা আপাতবৈরাগ্য বশতঃ শিখা ও যজ্ঞোপবীত

ত্যাগমাত্র দ্বারা সংন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) করেন তাহা হইলে তিনি সিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (বিদেহ মুক্তি) সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারেন না কারণ বেদান্তশ্রবণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান বিনা যে মুক্তি হইতে পারে না তাহা শ্রুতি 'জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্' (জ্ঞান হইতেই কৈবল্য হয়) এইরূপ প্রসিদ্ধ বচন দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শঙ্কা—মুক্তির জন্য সংন্যাস গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি দহরোপাসনা, বৈশ্বানরী উপাসনা, শিবের পূজা অথবা শিবের নাম কীর্ত্তন করিব এইরূপ যদি বলি ?

সমাধান—মুক্তির জন্য প্রথম কল্প অর্থাৎ দহরোপাসনা যুক্ত নহে কারণ 'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে দহরোপাসনায় সত্যকামত্বাদিগুণবত্ত্ব ভাব থাকে। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট উপাসনা দ্বারা গুণভাবের প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। (গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা করিলে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত ব্রাহ্মী-স্থিতিরূপ মোক্ষ কি প্রকারে লাভ হইতে পারে ? ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।) আবার দ্বিতীয় কল্প অর্থাৎ বৈশ্বানরী উপাসনা ও যুক্ত নহে কারণ 'স সর্ব্বেষু ভূতেষ্বন্নমত্তি' (তিনি সর্ব্বভূতে অন্ন গ্রহণ করেন) ইত্যাদি অর্থবোধক শ্রুতি অনুসারে বৈশ্বানরের উপাসনা দ্বারা সর্ব্বভূতের আত্মারূপে মাত্র অন্নভক্ষণ করিবার সামর্থ্যরূপ ফল প্রাপ্তি হইবে। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ শিবের উপাসনা বা পূজা ও মোক্ষের উপযোগী নহে কারণ 'দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি' (দেব হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে দেবতা উপাসনা দ্বারা সেই সেই দেবলোক প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইবে। চতুর্থ পক্ষ অর্থাৎ শিবাদির নামকীর্ত্তনও মোক্ষের জন্য যুক্ত নহে কারণ 'নাঽস্তি পাতকমহো কলিকালে নামকীর্ত্তন পরেষু নরেষু' 'পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনম্' অর্থাৎ কলিকালে নামকীর্ত্তন পরায়ণ মনুষ্যের কোন পাতক (পাপ) থাকিতে পারে না—ইহাই নামকীর্ত্তনের আশ্চর্য্যজনক মহিমা', 'যাঁহার নামশ্রবণ ও কীর্ত্তন মাত্রই পুণ্য হয়' ইত্যাদি বচন হইতে

জানা যায় যে নামকীর্ত্তন দ্বারা পাপক্ষয়মাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'যদ্‌দৃশ্যং তদসৎ' (যাহা দৃশ্য তাহাই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা) ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্ট হয় যে অব্যাকৃত হইতে স্থূলপদার্থ পর্য্যন্ত সব সগুণ পদার্থ দৃশ্য হওয়াতে উহারা সবই অসৎ এবং সকল উপাস্য বস্তু সগুণ হওয়াতে উহাও অসৎ। অতএব অসতের উপাসনা দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহাও অসদ্‌ভাবই হইবে অর্থাৎ সগুণ উপাসনার দ্বারা কখনও সদ্‌ভাবরূপ (যাহা চিরকাল থাকিবে এইরূপ) ফল লাভ হইবে না কারণ উপাসনানুসারেই ফলের সিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও এইজন্য বলা হইয়াছে—'তং যথা যথা উপাসতে তথৈব ভবতি' (উহাঁকে যে যে প্রকারে উপাসনা করা হয় সেই সেই অনুসারে ফল লাভ হয়), 'অসনেব স ভবতি অসদ্‌-ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' (যে ব্রহ্মকে অসৎ জানে সে অসৎই হইয়া যায়)। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—'যে যথা মাম্' (গীতা ৪।১১) অর্থাৎ যিনি যেরূপ আমার উপাসনা করেন আমিও সেইরূপ তাঁহাকে ভজন (অনুগ্রহ) করিয়া থাকি। আবার 'অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ' 'ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ' (অসূর্যা অর্থাৎ আত্মাকে যাহারা জানে না তাহারা অন্ধকারাত্মক লোক প্রাপ্ত হয়; যদি এই লোকেই অর্থাৎ এই শরীর থাকিতেই আত্মাকে না জানো তাহা হইলে মহান্ ক্ষতি হইবে)। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মতত্ত্ব যাহারা জানে না তাহাদের অসুরলোক প্রাপ্তিরূপ মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা থাকে ইহা শ্রুত হয়। আবার 'অরূন্‌মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্' (অরুণমুখ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-শূন্য সংন্যাসীদিগকে ইন্দ্র কুকুরকে দিয়াছিল)—এই প্রকার বাক্য হইতে বেদান্তবিমুখ সংন্যাসীদিগের ইন্দ্র হইতে ভয় থাকে এইরূপ শোনা যায়। অতএব 'প্রত্যক্‌তত্ত্ববিবেকায় সংন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যা বিধীয়তে তস্মাৎতত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥' (প্রত্যক্ তত্ত্বের বিবেকের জন্য অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে অনাত্মবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া অনুভব করিবার জন্য সর্ব্বকর্ম্মের সংন্যাস শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এইজন্য তত্ত্ববিবেক না করিয়া যাহারা কেবল কর্ম্মত্যাগ করে তাহারা পতিত হয়),

এইরূপ বাক্য হইতে জানা যায় যে আত্মস্বরূপের বিবেকের অভাব থাকিলে সংন্যাসীরও পতন হয়। আবার সংন্যাসও (কর্ম্মত্যাগও) এক প্রকার কর্ম্মই, অতএব সংন্যাসমাত্র দ্বারা (অর্থাৎ কেবল কর্ম্মত্যাগ দ্বারা) মোক্ষপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং মুমুক্ষু সংন্যাসীর সর্ব্বপ্রকারে বেদান্তশ্রবণ দ্বারা প্রযত্নপূর্ব্বক জ্ঞান সম্পাদন করা উচিত (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য), ইহাই সূচিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন 'ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'। এখানে চ—তু [তত্ত্ববিবেকের জন্য কর্ম্মসংন্যাস করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল কর্ম্মসংন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, এই অর্থ বুঝাইবার জন্য 'চ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।] আর শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে 'সংন্যাস-যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ' এখানে সংন্যাস শব্দের অর্থ ব্রহ্মে আরোপিত নাম ও রূপের গ্রহণকে ত্যাগ করা—সংন্যাস শব্দ দ্বারা এখানে কর্ম্ম ত্যাগকে বুঝাইতেছে না কারণ 'যতয়ঃ' এইপদ দ্বারাই সংন্যাস সিদ্ধ হইয়া থাকে (অর্থাৎ সংন্যাস না হইলে যতি হয় না)। অতএব সংন্যাস শব্দের অর্থ যদি কর্ম্মত্যাগকে বুঝায় তাহা হইলে পুনরুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে যতির (সংন্যাসীর) সংন্যাসের ফল হইতেছে বেদান্তশ্রবণজনিত তত্ত্বজ্ঞান (যাহা হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়)।

(৬) **নারায়ণী টীকা**—শ্রুতি ও স্মৃতির শত সহস্র বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে যজ্ঞদানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় না। এই জন্য যে মুমুক্ষুর আত্মজ্ঞান হয় নাই তাঁহার চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে জ্ঞানলাভ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য (অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইয়া নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেই নিরন্তর স্থিতি) প্রাপ্ত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। এই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা (ব্রাহ্মী স্থিতি) প্রাপ্ত হওয়া আর ব্রহ্ম নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করা একই কথা। নিষ্কাম

কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা হয় এবং এই অবস্থাতে সংন্যাসের অধিকার হয়। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল জ্ঞান নিষ্ঠা বা জীবমুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে জ্ঞানহীন সংন্যাস হইতে (কর্ম্ম ত্যাগ হইতে) সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা বা মুক্তি লাভ করা যায় না। সংন্যাসীর পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা (অর্থাৎ নিরন্তর আত্ম স্বরূপ ব্রহ্মেতে অবস্থিতি ; ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম থাকে না। আর যদি বলা হয় যে সংন্যাস গ্রহণ করিয়া (সকল বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংন্যাসী কোন ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়াও তো সিদ্ধি মোক্ষ) লাভ করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বলা হইবে যে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির চিত্ত বাসনা কামনা থাকাতে বিক্ষিপ্ত থাকে। অতএব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন দেবতার ধ্যানে ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে চিত্তকে স্থির রাখা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া আত্মা ভিন্ন অন্য সর্ব উপাস্যবস্তু সগুণ হয়। সগুণ উপাসনাও সংন্যাসীর কর্ম্ম নয় কারণ জ্ঞানাতীত আত্ম স্বরূপা স্থিতিলাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়াই প্রকৃত সংন্যাসের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। শ্রুতিতেও আছে "তং যথা যথোপাসতে তথৈব ভবতি" অর্থাৎ পরমাত্মাকে যে ভাবে যিনি উপাসনা করেন তিনি তাহাই হইয়া যান। অতএব গুণযুক্ত কোন বস্তুর উপাসনা করিলে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা অসম্ভব। আবার শাস্ত্রে আছে "অরুন্মুখান্ যতীন্ শালা বৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" অর্থাৎ অরুন্মুখ (আত্মজ্ঞানশূন্য) সংন্যাসীদের ইন্দ্র কুকুরকে দিয়াছিল অর্থাৎ উহারা কুকুরের ভোজ্য হইয়াছিল।] এজন্য বেদান্ত শ্রবণ জনিত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানই, প্রকৃত সংন্যাসের ফল এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় তাহাই এখানে সিদ্ধি শব্দ দ্বারা অভিহিত (বলা) হইয়াছে। বলিবার অভিপ্রায় এই যে—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই এইরূপ মন্দবুদ্ধি রাগদ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তি আত্মানাত্ম বিবেকের অভাবে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার শূন্য হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠা (নিরন্তর আত্মস্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি) প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান

দ্বারা চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সংন্যাস গ্রহণ করিলে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে কখনও মোক্ষরূপ সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

টিপ্পনী (১) শ্রীধর—[অতএব সম্যক্ প্রকারে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি যে পর্য্যন্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম সকল করা কর্ত্তব্য। অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব হয় না। এইজন্য বলিতেছেন—] কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ—বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যং—জ্ঞান পুরুষঃ ন অশ্নুতে—কোন পুরুষ প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি বল যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'এতমেব প্রব্রজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' অর্থাৎ পরিব্রাজক লোক এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, অতএব সংন্যাসই মোক্ষের প্রধান অঙ্গ হওয়াতে কেবল সংন্যাস দ্বারাই যখন মোক্ষলাভ হইতে পারে তখন কর্ম্ম করিয়া আর কি ফল লাভ হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি—চিত্তশুদ্ধি বিনা অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে কেবল জ্ঞানশূন্য সংন্যাস হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ কেহ প্রাপ্ত হয় না।

[কি কারণে জ্ঞানরহিত হইয়া কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না তাহাই এখন বলা হইতেছে।]

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি। হি সর্ব্বঃ অবশঃ (সন্ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ কর্ম্ম কার্য্যতে।

অনুবাদ। কোনও লোক কোন কালে এক ক্ষণের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না কারণ (চিত্তশুদ্ধি বিহীন) সকল প্রাণীই প্রকৃতি বা স্বভাবজাত গুণদ্বারা অবশ হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়।

ভাষ্যদীপিকা—কশ্চিৎ—কোন ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি যাহার হয় নাই এইরূপ বহির্মুখ অজিতেন্দ্রিয় যে কোন ব্যক্তি জাতু কখনও ক্ষণমপি—একক্ষণ কালের জন্যও অকর্ম্মকৃৎ—কর্ম্মবিহীন হইয়া অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়া ন হি তিষ্ঠতি—অবস্থান করিতে অর্থাৎ থাকিতে পারেনা। [চিত্তের শুদ্ধি না হইলে কামনা বাসনা অথবা রাগ দ্বেষের জন্য চিত্তের চাঞ্চল্য থাকায় কোন ব্যক্তির পক্ষে অবিচলিত ভাবে বা শান্ত ভাবে থাকা অসম্ভব। সে লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন কর্ম্ম করিতে অবশ্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকিবে। সুষুপ্তি বিনা জাগ্রৎ অথবা স্বপ্ন অবস্থায় সর্ব্বদাই শরীর, মন অথবা বাণী অথবা চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সে কিছু না কিছু করিতে থাকিবেই—কখনও প্রশান্ত (চুপচাপ) থাকিতে পারে না। (ইহা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পারে ; এইজন্য এই প্রসিদ্ধি প্রকাশ করিবার জন্য শ্লোকের প্রথমপাদে 'হি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।) এইজন্য অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সংন্যাস সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।] হি – যেহেতু সর্ব্বঃ - চিত্তশুদ্ধি বিহীন অজ্ঞ সর্ব্ব প্রাণীই (মধুসূদন) অবশঃ (সন্)—অবশ অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বতন্ত্র হইয়াই প্রকৃতিজৈঃ—প্রকৃতি হইতে জাত গুণৈঃ—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা কর্ম্ম কার্য্যতে—লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। [অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি যখন প্রকৃতিজাত গুণের বশীভূত হইয়া অস্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় তখন তাহার কর্ম্ম সংন্যাস হইতে পারে না। অতএব বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও) ঐরূপ সংন্যাস দ্বারা সে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। (মধুসূদন)] ["প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ" এই বাক্যাংশের এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—(ক) প্রকৃতিজৈঃ (নিজ নিজ স্বভাব জাত) 'গুণৈঃ' অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দ্বারা (মধুসূদন অথবা (খ) প্রকৃতিজৈঃ (সত্ত্ব রজস্তমো গুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি হইতে জাত) 'গুণৈঃ' অর্থাৎ দ্রব্যবাসনা, গুণবাসনা, কর্ম্মবাসনা, জাতিবাসনা এবং রাগদ্বেষাদি দ্বারা (শঙ্করানন্দ)] "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ "সব অজ্ঞ

প্রাণী" এইজন্য করা হইয়াছে কারণ পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন "গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে" (গীতা ১৪।২৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুণের দ্বারা বিচলিত হন না, তিনিই জ্ঞানী। এইরূপ উক্তি দ্বারা অজ্ঞানী হইতে সাংখ্য বা জ্ঞানী দিগের পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাই বুঝিতে হইবে যাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই তাহারাই প্রকৃতির গুণের বশীভূত হইয়া (অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজাত রাগদ্বেষের দ্বারা চালিত হইয়া) সব সময়েই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য এইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্ঞানীর কার্য্য করিবার আবশ্যকতা নাই কারণ জ্ঞানী রাগদ্বেষহীন হওয়ায় গুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের) বশীভূত হইয়া পরিচালিত হন না এবং সদাই আত্মস্বরূপে স্থিতি থাকেন গীতা ১৪।২৩। অতএব জ্ঞানীতে স্বতঃ ক্রিয়ার অভাব থাকাতে জ্ঞানীর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বে বেদাবিনাশিনম্" (গীতা ২।২১) ইত্যাদি শ্লোকেও এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। [মোট কথা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না ততদিন অজ্ঞানীর কর্ম্মযোগেই অধিকার— কর্ম্ম সংন্যাসে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে নয়, কারণ কর্ম্ম না করিয়া সে ক্ষণকালও থাকিতে পারিবে না। কেবল হস্ত পদাদির ক্রিয়া বা ব্যাপার ত্যাগ করিলেই কর্ম্ম ত্যাগ হয় না উপরন্তু উহা মিথ্যাচার হয় (গীতা ৩।৬)। শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানীরই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ হইয়া থাকে (আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ অভিমান ত্যাগ হইয়া থাকে); উহাই প্রকৃত ত্যাগ বা সংন্যাস। অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বশে আপনাদিগকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্ম করে (গীতা ৩।২৭) কিন্তু জ্ঞানী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণই প্রকৃতিজাত গুণের কার্য্য করিতেছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া (গীতা ৩।২৮) প্রকৃতির গুণের দ্বারা চালিত হন না। এই কারণে কর্ম্মত্যাগ জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব।

টিপ্পনী (১) শ্রীধর—[শ্রীধর স্বামী ভাষ্যকার হইতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।] কর্ম্ম সকলের সংন্যাস অর্থ কর্ম্মে অনাসক্তি মাত্র স্বরূপতঃ

কর্ম্মত্যাগ নহে কারণ সেরূপ কর্ম্মত্যাগ করা অসাধ্য। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—**কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি**—কখনও কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যে কেহ হউক না কেন **অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি** - কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার কারণ **প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ**—স্বভাব হইতে জাত রাগদ্বেষাদি গুণ কর্ত্তৃক **অবশঃ**—অস্বতন্ত্র (পরাধীন) হইয়া **সর্ব্বঃ**—সকল লোকেই **কর্ম্ম কার্য্যতে**—কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ বাধ্য হয়। [জ্ঞানী জানেন যে আত্মা অকর্ত্তা এইজন্য তিনি আত্ম স্বরূপে স্থিত হইয়া মন দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। গীতাতেও বলা হইয়াছে "সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী (গীতা ৫।১৩) জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কোন কর্ম্মের তাহার আবশ্যক হয় না এবং তিনি কিছু করেন না। ভাষ্যকার এই জ্ঞানীর দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদিকে প্রারব্ধ বশে কার্য্যে রত থাকিতে দেখিয়া জ্ঞানী লোক জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে দেখিয়া থাকে। এই অজ্ঞানীর দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীধর স্বামী বলিলেন যে জ্ঞানী হউক আর অজ্ঞানী হউক কেহই ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইজন্য এই দুই প্রকার ব্যাখ্যাতে শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় নাই।]

(২) **শঙ্করানন্দ**—আর যে তুমি বলিলে যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি চুপচাপ সুখে বসিয়া থাকিব তাহাও যুক্ত (উচিত) নহে কারণ সংস্কার হইতে যে প্রবৃত্তি ক্রিয়ার উৎপন্ন হয় তাহা নিঃশেষে ত্যাগ করা অসম্ভব। যাঁহার চিত্তবৃত্তির আলম্বন (আশ্রয়) একমাত্র ব্রহ্মই। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ বিনা কাহারও পক্ষে চুপ হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব হয় না। ইহাই এখন শ্রীভগবান বলিতেছেন—

কশ্চিৎ—এইলোকে যে কোন প্রাণীই হউক **জাতু**—কখনও **ক্ষণম্ অপি** একক্ষণ অথবা আধাক্ষণও **অকর্ম্মকৃৎ**—কোন কর্ম্ম না করিয়া **ন হি তিষ্ঠতি**—বসিতে সমর্থ হয় না- কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা বিনা জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সর্ব্বদা শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বাণীদ্বারা অথবা নেত্র আদি দ্বারা

কিছু না কিছু কর্ম্ম করিতেই থাকে অর্থাৎ কোন সময়েই চুপচাপ বসিতে পারে না—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধি বুঝাইবার জন্য শ্লোকে 'হি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইবে কি কারণে চুপচাপ বসিতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হি যে কারণে সর্ব্বঃ সকল প্রাণিবর্গ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ – সত্ত্ব রজঃ তমো—গুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি তাহা হইতে জাত গুণ সকল দ্বারা অর্থাৎ দ্রব্যবাসনা, গুণবাসনা, কর্ম্মবাসনা, জাতিবাসনা, এবং রাগদ্বেষাদি—এইসকল দ্বারা (অন্তরে প্রেরিত হইয়া) অবশঃ (সন্)—অবশ অর্থাৎ পরাধীন হইয়া কার্য্যতে—বাহির ও ভিতর নানাব্যাপাররূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ বিনা অপর সকলে বাসনারূপ প্রবৃত্তির বশীভূত হয় অতএব তাহারা কেহই চুপচাপ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ অগ্নিদ্বারা প্রকৃতির গুণ এবং প্রকৃতির কার্য্য তুলারাশির ন্যায় নিঃশেষে ধ্বংস হইলে মেরু-পর্ব্বত যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত হয় না সেইরূপ তিনিও স্বয়ং গুণসকল দ্বারা বিচলিত হয়েন না কিন্তু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্মরূপে চুপচাপই অবস্থান করেন। গীতাতেও বলিবেন—'উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো' ন বিচাল্যতে' (গীতা ১৪।২৩) অর্থাৎ উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া গুণসকলের দ্বারা চলায়মান হয়েন না। সুতরাং একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ পুরুষই চুপচাপ থাকিতে পারেন - ব্রহ্মবিৎ বিনা অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ থাকা সম্ভব নয়। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

(৩) নারায়ণী টীকা—প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে 'তৃতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্য ৩।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। [যাহার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই এইরূপ ব্যক্তি অর্থাৎ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যদি আলস্য বা ক্লেশবুদ্ধি বশতঃ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহা হইলে তাহা অসৎই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার পক্ষে উহা কল্যাণকর হয় না কারণ তাহার সংন্যাসের ফল মোক্ষ) লাভ হয় না। উপরন্তু তাহার অকল্যাণই হইয়া থাকে, ইহাই এখন বলা হইতেছে –]

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬॥

অন্বয়। যঃ বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরণ্ আস্তে স মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।

অনুবাদ। যে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বিষয়ের উপভোগ হইতে বিরত করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহকে অনবরত স্মরণ করিয়া থাকে তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ পাপাচারী বলা হয়।

ভাষ্য দীপিকা। **যঃ**—যে **বিমূঢ়াত্মা** (বিমূঢ়ান্তঃকরণী) অর্থাৎ রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা যাহার চিত্ত দূষিত হওয়ায় বিশেষ ভাবে মোহগ্রস্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি **কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি**—বাক্, পাণি (হাত) পাদ পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটি কর্ম্ম করিবার উপযোগী ইন্দ্রিয় সকলকে **সংযম্য**—সংযত (নিয়মিত) করিয়া অর্থাৎ এই সব বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কর্ম্ম না করিয়া **মনসা**—মন দ্বারা [রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা বশীভূত এবং চালিত মনের দ্বারা] **ইন্দ্রিয়ার্থান্**—ইন্দ্রিয় সকলের (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য) অর্থ (বিষয়) সকল অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শরূপ (বিষয়) সকল **স্মরণ্ আস্তে**—চিন্তা করিতে থাকে অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয় আহরণ করিবার প্রযত্ন ছাড়িয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেও মনে মনে বিষয় সকলেরই চিন্তা করিতে থাকে [কিন্তু চিত্তের অশুদ্ধি বশতঃ আত্মতত্ত্ব ধ্যান বা স্মরণ করিতে পারে না অর্থাৎ 'আমি সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছি' এইরূপ অভিমান হেতু এবং লোকলজ্জার ভয়ে কেবল কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিলেও বিষয়ে আসক্তি বশতঃ বিষয় চিন্তা যে পরিত্যাগ করিতে পারে না (মধুসূদন)] **সঃ**—এইরূপ ব্যক্তি **মিথ্যাচারঃ উচ্যতে**—কপটাচার অর্থাৎ পাপাচার (আত্মবঞ্চক) বলিয়া শিষ্ট পুরুষ দ্বারা অভিহিত হয়।

[চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায় সে সন্ন্যাসের ফল যে যোগনিষ্ঠা তাহার যোগ্য হয় নাই অথচ কর্ম্মের অধিকারী হইয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে না। এইরূপ মিথ্যাচারী ব্যক্তি উভয় ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলা হইয়াছে –"ত্বং পদার্থ বিবেকায় সন্নাসঃ সর্ব্ব-কর্ম্মণাম্। শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ" অর্থাৎ 'ত্বং' পদের অর্থের বিবেকের (আত্মস্বরূপের বিশেষ জ্ঞানের) জন্যই শ্রুতি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণের বিধান দিয়াছেন। তাহার জন্য অধিকারী না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কর্ম্ম ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পতিত হয় (মধুসূদন)। অতএব শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের জন্য যাহারা সংন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণাদি না করিয়া কেবল বেশ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং "আমি যতি—আমি সংন্যাসী অতএব আমি কৃতার্থ হইয়াছি" এইরূপ মনে করে তাহারাও মিথ্যাচারী। মোটকথা, কর্ম্মের মূলে থাকে কাম ও সঙ্কল্প। এই কাম (বাসনা) ও সঙ্কল্প যতদিন থাকে ততদিন কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলেই "মিথ্যাচার" হইতে হইবে। কাজেই অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কোন বাহ্যিক সংন্যাস দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না তাহাই যুক্তিদ্বারা এইস্থানে সিদ্ধ হইল। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠে বলা আছে—

"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।
কর্ম্মণো মূলভূতস্য সংকল্প স্যৈব নাশতঃ॥"

অর্থাৎ বুদ্ধিমান যোগী স্বয়ং কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, যখন কর্ম্মের মূলীভূত (অর্থাৎ মূল কারণ) কাম ও সংকল্পের নাশ হয় তখন কর্ম্ম সেই বিরক্ত পুরুষকে আপনা আপনি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাই বিষয় বৈরাগ্য জনিত প্রকৃত সংন্যাস। এইরূপ কর্ম্মত্যাগের ফলে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং মোক্ষলাভ হয়: এইরূপ সংন্যাস স্বয়ং উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্ম ত্যাগ করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।]

টীপ্পণী—(১) শ্রীধর—[এইজন্য অজ্ঞ কর্ম্মত্যাগীকে নিন্দা করিতেছেন—] কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্, পাণি ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম্য—সংযত করিয়া মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্—ভগবদ্ ধ্যানের ছলে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া যঃ আস্তে—যে থাকে সঃ—সে মিথ্যাচারঃ উচ্যতে—কপটাচার দাম্ভিক বলিয়া কথিত হয় [মনে বিষয়াসক্তি রাখিয়া বাহিরে কর্ম্মত্যাগ দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মন অবিশুদ্ধ থাকাতে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেও আত্মাতে কর্ম্মত্যাগীর স্থিরতা লাভ সম্ভব হয় না আবার ঐ চিত্তশুদ্ধির অভাবের কারণই কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়াও মনে অনবরত তাহার বিষয় চিন্তা থাকে। অতএব এইরূপ কর্ম্মসংন্যাস মিথ্যাচার (কপটতা) ভিন্ন আর কিছুই নয়।]

(২) শঙ্করানন্দ—সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চুপচাপ হইয়া স্থাণুর ন্যায়, নিশ্চল হইয়াথাকিতে তো অন্য কোন পুরুষ সমর্থ হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, বন্ধ ও মোক্ষের-স্বরূপ এবং নিজের অধিকার না জানিয়া যে অজ্ঞানীব্যক্তি নিষ্ফল এবং অধিক কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়া কি হইবে এই প্রকার দুরহঙ্কার দ্বারা মুক্তির সাধনরূপ সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে সে দম্ভাচার অর্থাৎ দুরাচারীই হইয়া থাকে। ইহাই এখন শ্রীভগবান বলিতেছেন—

যঃ বিমূঢ়াত্মা কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় এই বিষয়ে বিবেক রহিত আত্মা অর্থাৎ মন যাহার, তাহাকে বিমূঢ়াত্মা বলা হয়। যে পুরুষ বিমূঢ়ান্তঃকরণ হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য—নিজের কর্ত্তব্য ও মুক্তির সাধনরূপ বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিয়া (রুদ্ধ করিয়া) অর্থাৎ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে ইন্দ্রিয়ার্থান্— ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় সকল (শব্দাদি বিষয় সকল) মনসা স্মরন্—মন দ্বারা স্মরণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে থাকিয়া আস্তে—বসিয়া থাকে অর্থাৎ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী কারণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি

কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ মনে করে **সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে**—সে মিথ্যাচারী (কপটী) এবং আত্ম প্রবঞ্চক বলিয়া শিষ্টপুরুষদ্বারা কথিত হয়। শ্রীভগবানের এই বাক্য দ্বারা ইহাও সূচিত করা হইল যে বেদান্ত বাক্য শ্রবণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে সংন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণাদি না করিয়া - যে যতি কেবল সংন্যাসের বেশ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সংন্যাস নিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ মনে করে সেই যতিও মিথ্যাচারী হইয়া থাকে।

৩ নারায়ণী টীকা—[৩।৭] শ্লোকের টীকা দেখ

[অতএব অজ্ঞানী পুরুষের বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করা উচিত।]

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অন্বয়। হে অর্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ (সন্) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে স বিশিষ্যতে।

অনুবাদ। হে অর্জ্জুন! পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া (অর্থাৎ বিষয় সকল হইতে সংযত করিয়া) এবং অসক্তঃ থাকিয়া (অর্থাৎ কোন ফলের অভিসন্ধি না রাখিয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুহের দ্বারা কর্ম্মযোগ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর বিহিত কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) করিতে থাকে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত হন।

ভাষ্য দীপিকা। হে অর্জ্জুন! তুমি তো শুদ্ধবুদ্ধি। [তোমার পক্ষে পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত মিথ্যাচার বা কপট মার্গ অবলম্বন করা (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বেই স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করা) কোন প্রকারেই লোভনীয় নহে ইহা সূচনা করিবার জন্য 'অর্জ্জুন' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।] **যঃ তু**—কিন্তু যাহার কর্ম্মেই

অধিকার এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি। 'তু' শব্দটী শুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসিগণ হইতে ব্যতিরেক (পার্থক্য) নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে অতএব "যস্তু" শব্দের অর্থ শুদ্ধান্তঃকরণ সন্যাসী হইতে ভিন্ন যে অজ্ঞ ব্যক্তি। অথবা "তু" শব্দ পূর্ব্বোশ্লোকোক্ত মিথ্যাচার কর্ম্মত্যাগী সংন্যাসী হইতে কর্ম্মযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয় সকলকে অর্থাৎ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে **মনসা নিয়ম্য**—মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া [অর্থাৎ যাহাতে ঐ সকল ইন্দ্রিয় পাপের-হেতু শব্দাদি বিষয়ে লিপ্ত হইয়া রাগদ্বেষাদিরূপ দোষে দোষযুক্ত না হয় তাহার জন্য ঐ সকল বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া বা নিবৃত করিয়া (মধুসূদন) **অসক্তঃ (সন্)** স্বয়ং ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া অর্থাৎ ফলের অভিলাষ না রাখিয়া **কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ** বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা **কর্ম্মযোগম্**—নিজ নিজ আশ্রমানুকুল যে সমস্ত শ্রৌত (বৈদিক) বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম। **আরভতে**—শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিতে থাকেন **সঃ**—সেই বিবেকী পুরুষ মিথ্যাচারী অজ্ঞানী কর্ম্মত্যাগী হইতে **বিশিষ্যতে**—বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। [মিথ্যাচারী ব্যক্তি এবং বিবেকী ব্যক্তির পরিশ্রম সমান হইলেও মিথ্যাচারীর মনের মধ্যে বিষয়াসক্তি থাকে কিন্তু বিহিত কর্ম্মত্যাগ করার জন্য তাহার কোন দিনও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা অর্থাৎ মিথ্যাচারী সর্ব্ব পুরুষার্থ শূন্য হয় কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তশুদ্ধি দ্বারা পরম-পুরুষার্থ (মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, এইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। বলিবার অভিপ্রায় এই – যতদিন অজ্ঞানাবস্থা থাকে ততদিন কর্ম্মত্যাগ না করিয়া আসক্তিহীন হইয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ভিতরে বিষয়াসক্তি (বিষয় বাসনা ও রাগদ্বেষ) রাখিয়া বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বন্ধ রাখিলে (অর্থাৎ বাহ্যিক কর্ম্ম না করিলে তাহা

মিথ্যাচার হয় আর অন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া বাহিরে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং অবশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই পার্থক্য।]

টিপ্পনী। (১) **শ্রীধর**—[পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মত্যাগী হইতে কর্ম্মকর্ত্তা শ্রেষ্ঠ। ইহাই এখন বলিতেছেন—] **যস্তু**—মিথ্যাচার হইতে বিপরীত কর্ম্মকর্ত্তা **জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসানিয়ম্য**—চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা নিয়মিত করিয়া। বশীভুত করিয়া ঈশ্বরপর (ঈশ্বর পরায়ণ) করিয়া [অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ হয় তাহা সকলেই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অথবা শব্দাদি বিষয় সকল রূপে একমাত্র ঈশ্বরই বিদ্যমান এইরূপ বুদ্ধিতে] **অসক্তঃ**—ফলাভিলাষ রহিত হইয়া, **কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে**—বাক্, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ কর্ম্মরূপ যোগ অর্থাৎ উপায়) আরম্ভ করেন (অনুষ্ঠান করেন) **সঃ বিশিষ্যতে**— সেই ব্যক্তি বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ) যোগী হইয়া থাকেন কারণ এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। [অনাসক্তি অথবা কর্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। উহাই সংন্যাসের প্রথমাবস্থা। যে সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠা লাভ করিয়া জ্ঞানী সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সেই প্রকৃত সংন্যাসের সাধন বা উপায় হইয়া থাকে। যোগ শব্দের অর্থ উপায়। যে কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বা সাধন হয় তাহাকে কর্ম্মযোগ বলা হয়।]

(২) **শঙ্করানন্দ**—অনাত্ম * মুমুক্ষুর জন্য কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ ইহা এখন বলা হইতেছে—

যঃ তু—যিনি কিন্তু। এখানে তু শব্দ ব্যাবৃতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মিথ্যাচরী হইতে এই শ্লোকে যাহার কথা বলা হই তেছে তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'তু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে কোন অনাত্মজ্ঞ বিচক্ষণ (চতুর) মুমুক্ষু কর্ম্মত্যাগ না করিয়াই

ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল যাহাতে রাগদ্বেষাদি দোষ সকলকে বিষয় না করিতে পারে সেইজন্য ইন্দ্রিয় সকলকে মন দ্বারা (অন্তরে) নিয়ত (সংযত) রাখিয়া **অসক্তঃ (সন্)**—স্বয়ং অসক্ত থাকিয়া—অর্থাৎ ফল লাভের (বিষয় ভোগের) সংকল্পরহিত হইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে **কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ**—বাণী প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা **কর্ম্মযোগম্**—শ্রৌত ও স্মার্ত্তরূপ কর্ম্মযোগ **আরভতে**—আরম্ভ করেন অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন **সঃ বিশিষ্যতে**—তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়েন অর্থাৎ মোক্ষের সাধনীভূত কর্ম্মযোগে তাঁহার নিষ্ঠা থাকাতে ঐ কর্ম্মযোগী পূর্ব্বোক্ত দাম্ভিক কর্ম্মসংন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—হস্ত পদাদি কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকলকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া—মনে মনে যে পুরুষ শব্দাদি বিষয় সকলকে চিন্তা করে অর্থাৎ বাহিরের লোকের নিকট আমি সংন্যাসী এইরূপ অভিমান করিয়া একান্তে ধ্যানের ভান করিয়া যে কর্ম্মশূন্য হইয়া বসিয়া থাকে অথচ মনে মনে আত্মার ধ্যান না করিয়া এই এই (ভোগ্যবস্তু ভক্তগণ আমার নিকট উপস্থিত করুক' এরূপ বিষয় ভোগের চিন্তন করে তাহাদের ঐরূপ কর্ম্মসংন্যাস দ্বারা কোন পারমার্থিক বস্তু লাভ তো হয়ই না বরং তাহারা মিথ্যাচারী অর্থাৎ কপটী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে। একদিকে কর্ম্মসংন্যাসের ভাণ করিয়া অন্যকে প্রবঞ্চনা করে অপরদিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হইতে চিরদিন বঞ্চিত থাকিয়া নিজেকেও এইরূপ কর্ম্মত্যাগী প্রতারিতই করিয়া থাকে। এই কারণে তাহারা কেবল যে মিথ্যাচারী তাহা নয়। বিশেষভাবে মূঢ়তা (বিবেকহীনতা) প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে বিমূঢ়াত্মাও বলা যায় কারণ কি করিলে তাহাদের যথাথ কল্যাণ হইতে পারে এবং যাহা করিতেছে তাহাতে যে তাহাদের অকল্যাণ হইবে এই বিষয়ে তাহাদের ববেকবুদ্ধি মোটেই থাকে না। এইরূপ মিথ্যাচারী কর্ম্মত্যাগী অথবা ভণ্ড সংন্যাসী অপেক্ষা যাহারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বিষয়ের প্রতি

আসক্ত হইতে না দিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ বিবেক-যুক্ত মন দ্বারা ঈশ্বর পরায়ণ করিয়া এবং কোনরূপ ফলাকাঙ্খা না করিয়া হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে তাহারা ঐ মিথ্যাচারী কর্ম্মত্যাগী হইতে শ্রেষ্ঠ [শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক রাগ (আসক্তি) দ্বেষ থাকে (গীতা ৩।৩৪) কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকলকে যদি নিজের অহংকারের তৃপ্তির জন্য গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় সকল ঈশ্বরে অর্পিত হয় এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়ের সকল কর্ম্মে ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সংযত হয় অর্থাৎ রাগদ্বেষ মুক্ত হয়। অতএব কর্ম্মযোগ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষের ভাগী হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্বশ্লোকোক্ত কর্ম্মত্যাগী হইতে বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ), ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণে যোগ-বাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে—যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত আর যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলেও তাঁহাকে বদ্ধ জানিবে। (যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি প্রকরণ ১৫ অধ্যায়)]

[পূর্ব্ব শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে সেই কারণে মুমুক্ষুর নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য) এবং মিথ্যাচারত্ব নিবারণ করিবার জন্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বলা হইতেছে।]

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু। হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ। অকর্ম্মণঃ তে শরীর যাত্রা অপি চ ন প্রসিদ্ধ্যেৎ।

অনুবাদ। তুমি নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেয়স্কর। আরও দেখ, তুমি যদি কর্ম্ম না কর তাহা হইলে (শুধু যে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবেনা তাহা নহে) তোমার শরীর যাত্রাও (জীবিকা নির্ব্বাহও) সিদ্ধ হইতে পারিবে না।

ভাষ্য দীপিকা। ত্বং—তুমি অর্জ্জুন অর্থাৎ যে তুমি এখনও কর্ম্মযোগ অললম্বন করিয়া সম্যক্‌প্রকারে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ করিতে পার নাই সেই তুমি নিয়তং কর্ম্ম কুরু—যে কর্ম্মের ফল বিশেষরূপে শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই অর্থাৎ দর্শপূর্ণ মাসাদি কাম্য কর্ম্মদ্বারা যেরূপ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ ফল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে সেইরূপ যে সকল কর্ম্মের বিশেষ কোন ফল শাস্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই অথচ যাহা সেই কর্ম্মের অধিকারীর জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্র দ্বারা বিহিত হইয়াছে সেই শ্রৌত বা স্মার্ত্ত নিত্য কর্ম্ম বা নৈমিত্তিক কর্ম্মই (সন্ধ্যাবন্দনাদি) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই) সেই ব্যক্তির পক্ষে নিয়ত কর্ম্ম। যে যুদ্ধাদিকর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজাদিগের জন্য শাস্ত্রদ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপে বিহিত আছে তাহা তুমি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্ম্মাদি না করিলে চিত্ত পাপ বা মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না এইজন্য 'নিয়ত' কর্ম্ম করিতে ভগবান উপদেশ দিতেছেন। অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে আরও কি কি কারণে নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই কর্ত্তব্য তাহা বলা হইতেছে—হি—যেহেতু অকর্ম্মণঃ—অকর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ্যাৎ বাহিরের কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ব্যাপারহীন

করিয়া কিছু না করার চেয়ে **কর্ম্মজ্যায়ঃ**—কর্ম্ম ই অধিকতর (শ্রেষ্ঠ) কারণ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অধিকতর ফল (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি) প্রাপ্ত হইবে। শুধু কেবল ইহাই নহে **শরীর যাত্রা অপি চ**- উপরন্তু তুমি কর্ম্মহীন হইলে অর্থাৎ যুদ্ধাদি কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর যাত্রাও অর্থাৎ শরীর স্থিতিও **ন প্রসিধ্যেৎ**—প্রসিদ্ধি লাভ করিবে না অর্থাৎ শরীরের নির্ব্বাহও হইবে না। [যুদ্ধাদি কর্ম্ম না করিলে ক্ষাত্র বৃত্তি ত্যাগ করাতে তোমার জীবন যাত্রা ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে নির্ব্বাহ হইবে না। অতএব স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়াতে তোমার শরীরের স্থিতি প্রসিদ্ধি লাভ না করিয়া (লোকচক্ষে অতি হেয়—প্রতিপন্ন হইবে। এই কারণে কর্ম্ম করা এবং কর্ম্ম না করার মধ্যে যে বিশেষতা (বৈলক্ষণ্য) আছে তাহা লোকে সংসারে) সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃষ্ট বৃত্তি কারণ যদি যুদ্ধভুমি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাও তাহা হইলে উহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় হইবে (মধুসূদন)। দ্বিতীয়তঃ যতদিন চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পার ততদিন শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারিবে না। অতএব পূর্ণ বৈরাগ্যের অভাব বশতঃ অন্তরে বিষয় চিন্তা চলিতে থাকিবে (গীতা ৩।৬) এবং বাহিরে শরীর রক্ষার জন্যও তোমার চেষ্টা রহিবে। যে দেহাত্মবুদ্ধি তোমার প্রকৃত আত্মাকে আবৃত করিয়া অনাদিকাল হইতে তোমাকে জন্মমৃত্যুর ক্লেশপূর্ণ চক্রে ভ্রমণ করাইতেছে সেই দেহকে রক্ষা করিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করিবে আর অন্যসব কর্ত্তব্য কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম) ত্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য কর্ম্ম করিবে না, ইহা হইতে মূঢ়তা আর কি হইতে পারে ? অতএব শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মানুকূল যুদ্ধাদি কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মাকে দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলে এই যে মহা মূল্যবান মনুষ্য শরীর তাহার যাত্রা অর্থাৎ মোক্ষাভিমুখে যাত্রা

(গমন বা গতি) প্রসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে। আবার বাহ্যিক শরীরের যাত্রাও (অর্থাৎ নির্ব্বাহ বা স্থিতি ও) ধর্ম্মশাস্ত্র ও শিষ্ট লোকের আচরণের অনুকূল হওয়ায় প্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। ইহাই "প্রসিদ্ধ্যেৎ" শব্দের তাৎপর্য্য] [শ্লোকে "অপিচ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মত্যাগ করিয়া তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করা তো সম্ভব হইবেই না। অধিকন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার চিত্ত-শুদ্ধিও হইবে না (মধুসূদন)।]

টিপ্পণী (১) শ্রীধর—[চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করাই ভাল এই কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছেন।] **নিয়তং কর্ম্ম কুরু**— [যখন কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই তখন] নিয়ত অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কর। **হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ**—যে হেতু সর্ব্ব কর্ম্মের অকরণ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই অধিকতর প্রশস্ত (শ্রেষ্ঠ, **অকর্ম্মণঃ তে শরীর-যাত্রাঽপি ন প্রসিধ্যেৎ**—সর্ব্ব কর্ম্ম শূন্য হইলে তোমার শরীর যাত্রা অর্থাৎ শরীরের নির্ব্বাহ ও হইবে না [প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইবে না।] [শ্রীধর স্বামী কর্ম্ম শব্দের 'সর্ব্বকর্ম্ম' অর্থ করিয়াছেন আর ভাষ্য দীপিকায় 'অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ' এই বাক্যে কর্ম্ম শব্দের অর্থ বিহিত কর্ম্ম বলা হইয়াছে কারণ সর্ব্বকর্ম্ম জীবিতাবস্থায় কেহই ত্যাগ করিতে পারে না ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম শ্লোকেই বলা হইয়াছে।]

(১) **শঙ্করানন্দ**—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির জন্য এবং মিথ্যাচারত্বাদির নিবৃত্তির জন্য মুমুক্ষুর—অবশ্য কর্ম্ম করা উচিত ইহা সূচিত করিবার জন্য বলিতেছেন—

হি—যে কারণে **অকর্ম্মণঃ**—যাহাতে পুরুষের কর্ম্মের বন্ধন না হয় উহাকে, অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মসংন্যাস বলা হয়। এই অকর্ম্ম হইতে **কর্ম্ম জ্যায়ঃ**—কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিদ্বারা কর্ম্মত্যাগ হইতে বিবেকী পুরুষ দ্বারা মোক্ষের সাধনরূপে অর্থাৎ মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অধিক শ্রেষ্ঠ। যদিও 'সংন্যাস এবাঽত্যরেচয়ৎ' (সংন্যাসই সর্ব্বোত্তম) ইত্যাদি

শ্রুতি সংন্যাসকেই সকল বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতম প্রতিপাদন করিয়াছেন তথাপি 'যোগ্যপ্রযুক্তং সাধনং কার্য্যসাধকম্' (যোগ্য ব্যক্তিদ্বারা প্রযুক্ত সাধন কার্য্যের সাধক হইয়া থাকে) এই ন্যায়ানুসারে 'আমি কর্ম্ম করি না' এইরূপ অভিমানকারী মূঢ়তম পুরুষদ্বারা কৃত সংন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) অপেক্ষা 'আমি পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইব' এই প্রকার নিরভিমানী মুমুক্ষু দ্বারা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহা উপচার করিয়া বলা হইল। এইরূপ বলাতে প্রকৃত সংন্যাস সম্বন্ধে কোন দোষ আরোপ করা হয় নাই কিন্তু বিদ্বৎসংন্যাস ও বিবিদিষা-সংন্যাস হইতে বিলক্ষণ কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সংন্যাস কোন স্বস্থ পুরুষের করা উচিত নয়, ইহাই এখানে বলা হইয়াছে কারণ এইরূপ সংন্যাসের কোন বিধি (শাস্ত্রে) নাই। যদি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া এবং আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা না করিয়া কোন নিতান্ত মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মসংন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার চারি প্রকার অনর্থ অবশ্যই হইবে—(১) বিহিতকর্ম্ম না করাতে প্রত্যবায় (পাপ); (২) ঐ পাপের ফলে নরকে পতন; (৩) পুনর্জন্মে (ভাবীজন্মে) দুষ্টযোনি প্রাপ্তি, (৪) মোক্ষাভাব। আর যদি বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে কোন প্রত্যবায় না হওয়াতে যথাক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদ, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান এবং অবশেষে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব যেহেতু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে অধিক ফল লাভ হয় সুতরাং তৎ নিয়তং কর্ম্ম কুরু—তুমি নিয়ত অর্থাৎ বিধিযুক্ত (শাস্ত্রবিহিত) অথবা নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য কর। কেবল পরলোকের জন্যই (স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্যই) কর্ম্ম করিতে হইবে এইরূপ কোন যুক্তি নাই। ইহলোকের জন্যও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য কারণ অকর্ম্মণঃ—দেহকে নিশ্চল করিয়া স্থাণুর ন্যায় চুপচাপ অবস্থান করাকে অকর্ম্ম বলা হয়। অতএব অকর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ম্মসংন্যাস। এইরূপ অকর্ম্ম হইলে অর্থাৎ নিঃশেষে কর্ম্মপরিত্যাগ হইলে তে—তোমার শরীর যাত্রা অপি—শরীর যাত্রা ও ন প্রসিদ্ধ্যেৎ - প্র (সুখপূর্ব্বক

অর্থাৎ অনায়াসে) সিদ্ধ হইবে না। বৃহৎ প্রস্তরের ন্যায় গুহা বা কন্দরে চুপচাপ যিনি বসিয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে শরীরের অনুকূল কোন না কোন ব্যাপার (ক্রিয়া) বিনা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং শরীর যাত্রার জন্যও কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। আর যদি বল যে যতটুকু কর্ম্মদ্বারা শরীর রক্ষা হয় ততটুকু কর্ম্মই করিব উহার অধিক নয়, তাহা হইলেও তুমি অত্যন্ত মূঢ় এবং সংন্যাসের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে কারণ আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্মা দেহেরই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু নিজ আত্মাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। তোমার এই আত্মা জন্মমরণ প্রবাহে পতিত হইয়া বারম্বার নিমগ্ন হইতেছে (সংসার সাগরে ডুবিতেছে) আবার উঠিতেছে এবং এইরূপে নিরন্তর দুঃখের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি এই আত্মাকে ত্রাণ না করিয়া শত্রুরূপী অনাত্মা দেহের রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছ। অতএব যেমন শরীর রক্ষার জন্য অত্যন্ত আস্থা সহকারে কর্ম্ম কর সেইরূপ দুরভিমান ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত আস্থা পূর্ব্বক (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) নিজ বর্ণাশ্রমানুকূল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্তি করিবার পর অপরোক্ষ—লক্ষণ আত্মজ্ঞান সম্পাদন করিয়া (আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া) নিজ আত্মাকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার কর। গীতাতে পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (গীতা ৬।৫) অর্থাৎ আত্মাকে আত্মাদ্বারা উদ্ধার কর। এই বাক্যদ্বারা ইহাই স্পষ্টীকৃত হয় যে আত্মার মোক্ষের জন্যই তোমার কর্ম্ম করা উচিত, অন্যকোন অর্থের জন্য (অর্থাৎ অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য) কখনও কর্ম্ম করা উচিত নয়।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—যেহেতু অজ্ঞানাবস্থায় একক্ষণও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারিবে না অতএব কর্ম্মত্যাগের প্রচেষ্টা না করিয়া নিয়ত কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম তোমার বর্ণাশ্রমানুসারে শাস্ত্র দ্বারা বিহিত হইয়াছে (যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনাদির জন্য যুদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম) তাহা কর। মনুষ্য জীবনের যাত্রা (জীবন ধারণ) তিন প্রকারে

প্রসিদ্ধ হইতে পারে (ক) যাহার যেরূপ নিয়ত কর্ম্ম (শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত বা বিহিত কর্ম্ম) তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া দেবযজ্ঞ অতিথি সেবা ইত্যাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাপন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে প্রসিদ্ধ হওয়া যায়। (গীতা ৪।৩১ দ্রষ্টব্য)। শাস্ত্রানুসারে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কর্ম্ম করা আবশ্যক। (খ) যদি শিষ্টলোকের আচরণের অনুকূল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহা হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি-লাভ হয় এবং সাধারণলোকে তাঁহাকে আদর্শরূপে অনুকরণ করে বলিয়া তাহার শরীর ধারণ সফল হয়। ক্ষত্রিয়ের সংন্যাসের অধিকার নাই অতএব ভিক্ষাদির দ্বারা শরীর যাত্রা (জীবিকা) নির্ব্বাহ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয় এবং এইরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত ভিক্ষান্নদ্বারা পুষ্ট জীবন কখনও লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না; (গ) দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের পরম পুরুষার্থ হইতেছে মোক্ষলাভ। এই মোক্ষ লাভের জন্যই অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্যই অনাদি কাল হইতে জীবের শরীরের যাত্রা (গতি) চলিতেছে। ব্রাহ্মীস্থিতি বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যিনি জীবিতাবস্থাতেই উহা লাভ করিতে পারেন তাঁহার শরীরের (জীবনের) যাত্রাই প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে (পূর্ণরূপে) সিদ্ধি (কৃতকৃত্যতা) লাভ করিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু অনাদিকাল হইতে কর্ম্মজনিত সংস্কারগুলি চিত্তকে অশুদ্ধ রাখিয়া (বিষয়াসক্ত করিয়া) তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যাহার পক্ষে যেরূপ কর্ম্মশাস্ত্রে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত আছে তাহাই যজ্ঞরূপে যজ্ঞপুরুষ ভগবানের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান করিলে অজ্ঞান জনিত বিষয়সংস্কার গুলি নষ্ট হইয়া ভগবৎ সংস্কার জাগ্রত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের শুদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভ হয় এবং অবশেষে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে শরীর যাত্রা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সংসিদ্ধ (সম্যক প্রকারে সিদ্ধ) হয়। কিন্তু

নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে উক্তক্রমে মোক্ষলাভ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে অকর্ম্ম (কর্ম্মত্যাগ) অপেক্ষা নিয়ত কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম) নিষ্কামভাবে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে করাই মোক্ষ।

[কিন্তু শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'কর্ম্মণাবধ্যতে ;জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে' অর্থাৎ জীব কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করে। মুমুক্ষু ব্যক্তি বন্ধন ত্যাগ করিতে চায় কিন্তু কর্ম্ম করিলেই যখন বন্ধন হইয়া থাকে তখন তাহার পক্ষে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। এই ভাব অর্জ্জুনের মনে উঠিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভগবান বলিতেছেন —যদি তুমি মনে কর যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হওয়াতে কর্ম্ম করা উচিত নয় তাহা হইলে এইরূপ ধারণাও অসৎ অর্থাৎ ভুলই—।]

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ ভবতি। হে কৌন্তেয়! (ত্বম্) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) তদর্থম্ কর্ম্ম সমাচর।

অনুবাদ। যজ্ঞের অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা ছাড়া যে কর্ম্ম (কামনা বশে) কৃত হয় সেই কর্ম্মের দ্বারাই লোক (অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী পুরুষ) সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন। তুমি সেই উদ্দেশ্যেই (অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য) নিঃসঙ্গ হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

ভাষ্য দীপিকা। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যজ্ঞই বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই যথার্থ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম (কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম) যদি করা হয় তাহা হইলে অয়ং লোকঃ—এই কর্ম্মাধিকারী কর্ত্তাপুরুষ কর্ম্মবন্ধনঃ—সেই

কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম যাহার বন্ধন হয় তাহাকে কর্ম্মবন্ধন বলা হয়। বিহিত কর্ম্মাকরণ অথবা কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ম্মকর্ত্তাকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে বদ্ধ করিয়া থাকে কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহাতে তাহার বন্ধন হয় না। **হে কৌন্তেয়!**—অতএব হে কৌন্তেয় (কুন্তীরপুত্র অর্জ্জুন)! **ত্বং**—তুমি অর্থাৎ যেহেতু তুমি কর্ম্মের অধিকারী সেইজন্য **মুক্ত সঙ্গঃ সন্**—কর্ম্মফলে আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া **তদর্থং**—সেই যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ পরমেশ্বরের তৃপ্তির জন্য **সমাচর**—কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ শ্রদ্ধাদির সহিত আচরণ কর (অনুষ্ঠান কর)। তাহা হইলে পরমেশ্বরের কৃপায় শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

টিপ্পনী। (১) **শ্রীধর**—সাংখ্যগণ বলেন যে সর্ব্বকর্ম্মই বন্ধনের হেতু অতএব তাঁহাদের মতে কর্ম্ম না করাই উচিত। এই মত নিরাকররণ করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—**যজ্ঞার্থং**—যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু (পরমেশ্বর)। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি। সেই যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় **অন্যত্র কর্ম্ম**—তাহা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম অর্থাৎ অন্য কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে **অয়ং লোকঃ**—এই মনুষ্য লোক **কর্ম্ম বন্ধনঃ**—ঐ কর্ম্ম সকল দ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম মনুষ্যকে বদ্ধ করিতে পারে না; কর্ম্মই সংসার বন্ধনের হেতু হয়—অতএব **মুক্ত সঙ্গঃ সন্**—নিষ্কাম হইয়া (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া) **তদর্থং কর্ম্ম সমাচর**—বিষ্ণু প্রীতির জন্য কর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান কর, [এইরূপ পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবে—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।]

(২) **শঙ্করানন্দ**—'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে' (প্রাণী কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয় আর বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়) এইরূপ স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু। অতএব

ঐ বন্ধনজনক কর্ম্ম কি প্রকারে করা সম্ভব? এইরূপ শঙ্কা যদি করা হয় তাহা হইলে বলা হইবে যে এই আশঙ্কা যুক্ত নহে কারণ কাম্যকর্ম্মই বন্ধক (বন্ধনের হেতু হয়, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধক হয় না। ইহাই এখন স্পষ্ট করা হইতেছে—

যজ্ঞার্থাৎ—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' এই শ্রুতি বাক্যানুসারে যজ্ঞ শব্দের অর্থ—বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বরের অর্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি নিমিত্ত বৈদিক যে কোন কর্ম্ম করা হয় তাহাকে 'যজ্ঞার্থ' বলা হয়। কর্ম্মণঃ—সেই পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি করা হয় তাহা হইতে অন্যত্র—বিলক্ষণ অন্য কাম্য আদি কর্ম্ম করিলে অয়ং লোকঃ—অধিকারী—ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মবন্ধনঃ—(কর্ম্মফল দ্বারা বদ্ধ হয়) কর্ম্মই বন্ধন (জন্ম-মরণাদির নিবন্ধন বা হেতু) যাঁহার তাঁহাকে কর্ম্মবন্ধন বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে বৈদিক কর্ম্মাদির অধিকারী ব্রাহ্মণাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিহিত কর্ম্মের অকরণ অথবা কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য বদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'তৎকর্ম্ম যন্নবন্ধায়' (যাহা বন্ধনের কারণ নহে তাহাই কর্ম্ম—)। অতএব ঈশ্বরের আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় উহা দ্বারা বন্ধন হয় না কিন্তু ঐ ঈশ্বরারাধনরূপ কর্ম্ম বিনা অন্য সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়। অতএব তদর্থম্ - সেই ঈশ্বরপ্রীতির জন্য মুক্তসঙ্গঃ—ফলকামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম অবশ্য তুমি বিহিত কর্ম্ম—সমাচর—সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান কর। কেননা ঐরূপভাবে কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর-প্রসাদ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি মোক্ষলাভ করিতে পারিবে।

(৩) নারায়ণী টীকা—['কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' (জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়) এইরূপ বলাতে কর্ম্মশব্দের দ্বারা আসক্তিযুক্ত কর্ম্মকে বুঝাইতেছে।

কর্তৃত্বাভিমান যুক্ত ক্রিয়া হইলে সেই কর্ম্মের ফলের জন্য আসক্তিও থাকিবে। এইজন্য কর্তৃত্বাভিমান যুক্ত ও আসক্তিযুক্ত ক্রিয়াকেই সাধারণতঃ কর্ম্ম বলা হয় এবং উহা দ্বারা সংসার বন্ধন হয়। কিন্তু "আমি প্রভুর দাস বা যন্ত্র মাত্র— তিনি যেরূপ শক্তি বা প্রেরণা দিতেছেন এবং তাঁহারই শাস্ত্ররূপ বাণীতে আমার জন্য যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাদ্বারা তাহারই তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করা এবং তাঁহার শ্রীচরণ কমলে ঐ সব কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণ করাই আমার কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান না থাকায় তাঁহার সকল ক্রিয়া অকর্ম্মই হইয়া যায়। অতএব এইরূপ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তিরই হেতু হয়। এইজন্য ভগবান বলিলেন—সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা যাঁহাকে বেদে বিষ্ণু বা যজ্ঞপুরুষ বলা হইয়াছে তাঁহারই তৃপ্তির জন্য ফলকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্ম কর এবং তাঁহাকেই সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর। তাহা হইলে কর্ম্ম করিয়াও তুমি কর্ম্মজনিত সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না।

[বক্ষ্যমান কারণের জন্যও কর্ম্মে অধিকৃত ব্যক্তির কর্ম্ম করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বের কয়েকটি শ্লোকে (ক) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির (জ্ঞাননিষ্ঠার) জন্য (খ) মিথ্যাচরত্ব নিবৃত্তির জন্য এবং (গ) শরীর যাত্রা সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বলিয়া এখন "ধর্ম্মজ্ঞ সময়ঃ প্রমাণম্" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষের সিদ্ধান্তই প্রমাণ, এই নিয়মানুসারে ধর্ম্মজ্ঞতম (অর্থাৎ যিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ) ব্রহ্মাজী যাহা বলিয়াছেন সেই প্রমাণিক ধর্ম্মকর্ম্মে মুমুক্ষুর ইন্দ্রাদি দেবতাদির প্রসন্নতার জন্য অবশ্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত ইহাই ভগবান্ এখন বলিতেছেন—]

সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্ ॥ ১০

অন্বয়। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ যজ্ঞঃ বঃ ইষ্টকাধুক্ অস্তু।

অনুবাদ। পূর্ব্বে (সৃষ্টির প্রথমে) প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণকে) সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের অভিলষিত ফল সকল প্রদান করিতে সমর্থ হউক্।

ভাষ্য দীপিকা। পুরা—পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে অথবা কল্পের আদিকালে প্রজাপতিঃ—প্রজাদিগের স্রষ্টা সহযজ্ঞাঃ—যজ্ঞের সহিত [অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্ম-সমূহের সহিত যাহারা বর্ত্তমান থাকে তাহাদিগকে 'সহযজ্ঞ' বলা হয়। সুতরাং 'সহযজ্ঞাঃ' শব্দদ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকৃত পুরুষ সকলকে বুঝায়। (মধুসূদন)] এইরূপ প্রজাঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ [কারণ তাঁহারাই বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন]।

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করিয়া। উবাচ—বলিয়াছিলেন। [তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন—]। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্—ইহার দ্বারা (এই যজ্ঞের দ্বারা) তোমরা প্রসব (উৎপত্তি) কর। [প্রসব শব্দের অর্থ বৃদ্ধি বা উৎপত্তি অতএব 'প্রসব কর' এই শব্দের অর্থ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর। (মধুসূদন)] এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন— এষঃযজ্ঞঃ—এই যজ্ঞ [নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম (মধুসূদন)] বঃ—তোমাদেরর ইষ্টকামধুক্ অস্তু—যাহা ইষ্ট (অর্থাৎ অভিলষিত) কাম অর্থাৎ (কাম্য ফল) দোহন করে অর্থাৎ প্রাপ্ত করাইয়া দেয় তাহাই ইষ্টকামধুক্। সেই যজ্ঞ ইষ্টকামধুক্ হউক অর্থাৎ এই যজ্ঞ তোমাদের

অভীষ্ট (আকাঙ্ক্ষিত) কাম্য ফল বিশেষ অথবা অভীষ্ট ভোগ সকল প্রদান করিতে সমর্থ হউক্।

[মধুসূদন স্বরস্বতী বলেন—এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দ আশ্রমোচিত সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপলক্ষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ 'যজ্ঞ' বলায় কেবল হবিপুরোডাশাদি সহ যজ্ঞ কর্ম্মকে বুঝাইতেছে না কিন্তু সকল আবশ্যক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকে বুঝাইতেছে কারণ এই সকল কর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহা পরে বলা হইবে। "ইষ্টকামধুক্" শব্দের দ্বারা যে কম্য কর্ম্মসকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাও নহে কারণ 'মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ' (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না ইত্যাদি বলাতে কাম্য কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা প্রথমেই নিরাকৃত হইয়াছে, তথাপি নিত্য কর্ম্ম সকলেরও আনুষঙ্গিক ফল হইতে পারে (অর্থাৎ ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম না করিলেও সেই সেই কর্ম্মের স্বভাব অনুসারে স্বতঃই ফল উৎপন্ন হইতে পারে) এইকারণে 'এষঃ বঃ অস্তু ইষ্টকামধুক্' অর্থাৎ ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক এই যে বলা হইয়াছে তাহা যুক্তি যুক্তই হইয়াছে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত) কর্ম্মের উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে যে কর্ম্মের ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত মনে হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে এ স্থলে ফলটী মুখ্য নহে কিন্তু উহা আনুষঙ্গিক অর্থাৎ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। আপস্তম্ভ স্মৃতিও এইরূপ বলেন—"তদ্ যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপাদ্যতে এবং (ধর্ম্মঞ্চর্য্যমানমর্থ অনুৎপদ্যন্তে নোচেদনূৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি 'অর্থাৎ যেমন আম্রবৃক্ষ ফলের জন্য নির্ম্মিত হইলেও তাহার ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক ভাবে (স্বতঃই) উৎপন্ন হয় সেরূপ ধর্ম্ম আচরিত হইতে থাকিলে (ফল কামনা না থাকিলেও) ভোগরূপ ফল আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর যদি তাহা উৎপন্ন না হয় তাহার জন্য ধর্ম্মের কোন হানি হয় না।' এ কই কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্ম হইতে পারে। কাম্য কর্ম্মে ফলের কামনা থাকে আর নিত্য কর্ম্মে তাহা থাকে না ইহাই পার্থক্য।

ফলের অভিসন্ধি না থাকিলেও যদি কর্ম্মের-স্বভাব বশতঃ স্বতঃই ফল উ পন্ন হয় তাহা হইলেও নিত্য কর্ম্মের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। (মধুসূদন)]

টিপ্পনী (১) শ্রীধর -- [প্রজাপতির বচনানুসারে ও কর্ম্মকর্ত্তা যে শ্রেষ্ঠ তাহা চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন।] সহযজ্ঞাঃ—যজ্ঞের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ যজ্ঞের অধিকারী প্রজাঃ—ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে পুরা—সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতি (ব্রহ্মা) ইহা বলিয়াছিলেন অনেন—এই যজ্ঞ দ্বারা প্রসবিষ্যধ্বম্—উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি লাভ কর (প্রসব শব্দের অর্থ বৃদ্ধি) এষঃ ইষ্টকামধুক্ বঃ অস্তু —এইযজ্ঞ তোমাদের যাহাতে ইষ্টান্ (অভিলষিত) কামান্ (ভোগ সকল দোগ্ধীতি (দুহন করে) সেইরূপ ইষ্টকামধুক হউক। এখানে আবশ্যক কর্ম্মের উপলক্ষণরূপে যজ্ঞ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে। ইহাতে কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা করা হইতেছে না। সামান্যতঃ অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে। এইজন্য [ইষ্টকামধুক্ ইত্যাদি বলায়] কোন দোষ হয় নাই।

(২) শঙ্করানন্দ—পূর্ব্বশ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির জন্য এবং মিথ্যাচারত্ব নিবৃত্তির জন্য এবং শরীর যাত্রা সিদ্ধির জন্যও অবশ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য এইরূপ বলিয়া যখন 'ধর্ম্মজ্ঞ সময়ঃ প্রমাণম্' (ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইয়া থাকে এই সূত্রোক্তরীতি অনুসারে ধর্ম্মজ্ঞতম ব্রহ্মাদ্বারা কথিত প্রামাণিক এই পরমধর্ম্ম ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য মুমুক্ষুদ্বারা অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য ইহা এখন শ্রীভগবান্ দুইশ্লোকে বলিতেছেন—

পুরা—পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সৃষ্টির-আদিতে প্রজাপতিঃ—ব্রহ্মা সহযজ্ঞাঃ—শ্রুতিতে উক্ত যজ্ঞাদি সহ প্রজাঃ-- ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলকে সৃষ্ট্বা উৎপন্ন করিয়া উবাচ—ঐ প্রজা সকলকে বলিয়াছিলেন অনেন— তোমরা এই শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞদ্বারা প্রসবিষ্যধ্বম্—চরুপুরোডাশাদি

দ্রব্যসকল দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি উৎপন্ন কর। এষঃ—দেবতাদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধাসহিত অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞ বঃ—তোমাদিগের ইষ্টকামধুক্ ভবেৎ—ইষ্ট (অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়ীভূত) কাম সকলকে (যাহা কামনা করা হয় উহা কাম অর্থাৎ ফলবিশেষ বা ভোগ সকল। তাহাদিগকে যাহা দোহন করে অর্থাৎ প্রদান করে তাহাকে ইষ্টকামধুক্ বলা হয়। দেবতাদিগের জন্য যজ্ঞ যাঁহারা নিষ্কামভাবে করেন তাঁহাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ সকলকে ক্ষয় করিয়া থাকে এবং যাঁহারা কামনার সহিত করেন তাঁহাদিগকে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত করায়। এইরূপে উভয় প্রকার কর্ম্মীদের কামনা (ইচ্ছা) পূরণ করে বলিয়া এইরূপ কর্ম্ম ইষ্টকামধুক্ ভবেৎ—হউক্, এইরূপ ব্রহ্মা বলিলেন।

(৩) নারায়ণী টীকা—ব্রহ্মজগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইলে (মায়া দ্বারা নিজেকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলে) তাঁহাকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এই বিরাট পুরুষই ব্রহ্মা। আবার তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে প্রজাপতিও বলা হয়। [ঋগ্‌বেদে পুরুষসূক্তে প্রজাসৃষ্টি কিরূপে করেন তাহা বলা হইয়াছে—'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখামাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥] ব্রহ্মা বা প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত অর্থাৎ প্রজাদিগকে নিজ নিজ আশ্রমোচিত বেদবিহিত কর্ম্মসমূহের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রজাই নিস্ত্রৈগুণ্য (আত্মজ্ঞ) না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী। এইরূপে প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি প্রজার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে যজ্ঞদ্বারা এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; তোমরা যাহা ইষ্ট (অভিলষিত) বলিয়া কামনা করিবে তাহাই তোমাদের এই যজ্ঞরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত করাইবে (ইষ্টকামধুক্ হইবে) অর্থাৎ যদি কামনা সহ কর তাহা হইলে সাংসারিক বৃদ্ধি অথবা স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। আর যদি নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানদ্বারা মোক্ষও প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এখানে যজ্ঞ শব্দদ্বারা শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম্মকেও

উপলক্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে। [যজ্ঞ হইতেই জগতের সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে—যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥ অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ ॥]

[যজ্ঞ কি প্রকারে ইষ্টফল প্রদান করে, তাহা বলা হইতেছে—]

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপস্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। অনেন দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু ; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ।

অনুবাদ। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণের বৃদ্ধি (তৃপ্তিসাধন) কর। পরিতৃপ্ত হইয়া সেই দেবগণও তোমাদের বর্দ্ধিত করুন অর্থাৎ তৃপ্ত করুন। এই প্রকারে পরস্পর পরস্পরের বৃদ্ধি করিয়া (তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া) তোমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে থাক।

ভাষ্যদীপিকা। অনেন—এই যজ্ঞের দ্বারা দেবান্—ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভাবয়ত—ভাবিত কর অর্থাৎ হবির্ভাগের (ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা) দ্বারা সম্যক প্রকারে বর্দ্ধিত কর অর্থাৎ তাঁহাদিগকে তৃপ্ত কর। তে দেবাঃ—সেই দেবগণ তোমাদের দ্বারা ভাবিত (তৃপ্ত) হইয়া বঃ ভাবয়ন্তু—তোমাদিগকে ভাবিত করুক অর্থাৎ উত্তম রূপে বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অন্নাদি উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে সম্যক প্রকারে বর্দ্ধিত করুক (তোমাদের পরিতৃপ্তি সাধন করুক)। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—এই প্রকার দেবতারা এবং তোমরা পরস্পরের বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া (তৃপ্তি

করিতে থাকিয়া) পরং শ্রেয়ঃ—যদি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর তাহা হইলে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ নির্ব্বাণ (মোক্ষ) আর যদি সকাম ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর তাহা হইলে স্বর্গাদিরূপ পরম শ্রেয়ঃ [অথ অবাপ্স্যথ—লাভ করিবে। [নিষ্কাম কর্ম্মী যে জ্ঞান প্রাপ্তি রূপ পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) লাভ করেন তাহার কারণ যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সাত্ত্বিক হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়া থাকে অতএব ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির (মোক্ষের) হেতু হইয়া থাকে। [মধুসূদন সরস্বতী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন— শ্রেয়ঃ পরম্ (অভিমত অর্থ-অর্থাৎ যে বিষয় কামনা কর তাহা) অবাপ্স্যথ লাভ কর)। দেবগণ তৃপ্তিলাভ করুক আর তোমারা স্বর্গ নামক পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হও।]

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—[যজ্ঞ কিরূপে 'ইষ্টকামদোগ্ধা' (অভীষ্ট ফলপ্রদ) হয় তাহা বলিতেছেন—] অনেন—এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবান্ ভাবয়ত—দেবতাদিগকে হবির্ভাগ (ঘৃতাহুতি) দ্বারা ভাবনা কর অর্থাৎ সংবর্দ্ধন কর তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু—সেই দেবতাসকলও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ—এইরূপে পরস্পরকে সংবর্দ্ধন দ্বারা দেবতাসকল এবং তোমরা পরস্পর শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভীষ্ট অর্থ (বিষয়) লাভ করিবে।

(২) শঙ্করানন্দ—এই যজ্ঞ আমাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য কিরূপে হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

অনেন—এই শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞদ্বারা দেবান্—ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে ভাবয়ত—চরুপুরোডাশাদি দ্বারা সন্তুষ্ট কর। এইরূপ সম্ভাবিত অর্থাৎ তুষ্ট হইয়া তে দেবাঃ—সেই সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ বঃ—তোমাদিগকে ভাবয়ন্তু—ইষ্ট বিষয় প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করুন্। এইরূপে পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—পরস্পর এক অপরকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিয়া দেবগণের

প্রসাদে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধ বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ নিঃশেষে প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরংশ্রেয়ঃ —নিরতিশয় আনন্দলক্ষণ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য অবাপ্স্যথ— প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি এখানে 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ' এইরূপ বলাতে উভয় পক্ষেরই পরম শ্রেয়ঃ (পরমানন্দরূপ মোক্ষ) প্রাপ্তির বিধি করা হইয়াছে এইরূপ মনে হয় তথাপি বিচার করিলে প্রজাই ধর্ম্মের উপদেশের বিষয় অর্থাৎ প্রজাকে উদ্দেশ্য করিয়াই ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে অতএব প্রজাদিগের জন্যই উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লভ্য পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির বিধি করা হইয়াছে (প্রজারাই উক্ত ধর্ম্ম পালন করিলে—পরমশ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে) কিন্তু প্রজাদিগের অনুগ্রহকারী দেবতাদিগের জন্য পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির বিধি করা হয় নাই। দেবতাগণ এই উপদেশের বিষয় নহেন কেননা দেবতাগণ স্বয়ং প্রভাত বিজ্ঞান (উহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) এবং উহারা জীবন্মুক্ত। অতএব উঁহাদিগের জন্য শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির বিধি উপযুক্ত হয় না। সুতরাং সম্ভাবনাতেই (সন্তুষ্ট করাতেই) 'পরস্পর' পদের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রজা ও দেবতাগণ পরস্পর এক অন্যকে ভাবনা (সন্তুষ্ট) করিবেন, ইহাই এখানে 'পরস্পর' পদের তাৎপর্য্য কিন্তু পরস্পর পরমশ্রেয়ঃ (মোক্ষ) ও প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ বিধি নির্ণয় করিবার জন্য 'পরস্পর'-পদ ব্যবহৃত হয় নাই। শ্লোকের অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।

(৩) নারায়নী টীকা—প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে—'তৃতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্যে' ৩।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[যজ্ঞ হইতে যে কেবল পারলৌকিক ফলেরই লাভ হয় তাহা নহে কিন্তু ঐহিক ফলও পাওয়া যায়। ইহাই এখন বলিতেছেন—]
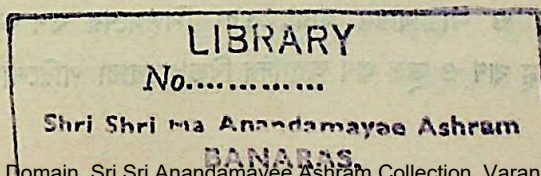
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

অন্বয়। দেবাঃ যজ্ঞ ভাবিতাঃ (সন্তঃ) ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে হি তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেনঃ এব।

অনুবাদ। দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইলে তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ সমূহ প্রদান করিবেন। সেই দেবগণ যাহা দিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ্যবস্তু সকল স্বয়ং ভোগ করিয়া থাকে সে ব্যক্তি চোরই অর্থাৎ চোর ছাড়া আর কিছু নহে।

ভাষ্য দীপিকা—দেবাঃ—দেবতাগণ যজ্ঞ ভাবিতাঃ—যজ্ঞের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অর্থাৎ পরিতোষিত হইয়া ইষ্টান্ ভোগান্—তোমাদের অভিলষিত পুত্র, স্ত্রী, পশু, অন্ন, সুবর্ণাদি ভোগ সকল বঃ—তোমাদিগকে দাস্যন্তে—প্রদান করিবে হি তৈঃদত্তান্—যেহেতু তাঁহারা বহু ভোগ দান করিয়া থাকেন এবং তোমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী সেই হেতু সেই দেবগণের দ্বারা প্রদত্ত ভোগ এভ্যঃ—ইহাদিগকে অর্থাৎ এই দেবগণকে অপ্রদায়—না প্রদান করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে চরু পুরোডাসাদি আহুতি না দিয়া অর্থাৎ দেবতাদিগের প্রতি যে ঋণ আছে তাহা হইতে যজ্ঞাদি দ্বারা আপনাদিগকে মুক্ত না করিয়া ভুঙ্‌ক্তে—যে ব্যক্তি ভোগ করে অর্থাৎ কেবল নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি সাধন করে সঃ—সেই দেবধন-অপহরণকারী ব্যক্তি স্তেনঃএব—চোর ছাড়া আর কিছু নয় অর্থাৎ সে শিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা অত্যন্ত নিন্দিত হয় এবং মৃত্যুর পর দেবতাগণের ঋণ শোধ না করিবার জন্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। [অপ্রদায় শব্দের অর্থ ঋণ হইতে মুক্ত না হইয়া এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে গৃহস্থ মাত্রেরই পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চ ঋণ নিত্য শোধ করা প্রয়োজন। দেবতার ঋণ যজ্ঞ দ্বারা, ঋষিগণের ঋণ ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা, এবং পিতৃগণের ঋণ তর্পণ ও প্রজাসৃষ্টি দ্বারা, নৃ ঋণ ও ভূত ঋণ অন্নাদির বিভাগ দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়।

এইসব ঋণ শোধ না করিয়া অর্থাৎ দেবতাদিগের সন্তোষ উৎপাদন না করিয়া যে মূঢ়ব্যক্তি কেবল নিজের দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতকেই পুষ্ট করিবার জন্য ভোজনাদি ব্যাপারে সদা ব্যস্ত থাকে সে চোর ভিন্ন আর কি হইতে পারে অর্থাৎ তাহাকে চোর বলিয়া জানিও।]

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—[এই যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল স্পষ্ট করিয়া বলিতে থাকিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিতেছেন—] **যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে হি**—যজ্ঞদ্বারা ভাবিত (সংবর্দ্ধিত) হইয়া দেবতাসকল বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ সকল নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন। ['হি' শব্দ অবধারণার্থে (নিশ্চয়ার্থে) ব্যবহৃত হইয়াছে।] অতএব **তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায়**—দেবতাদিগের দ্বারা দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে (দেবতা-দিগকে) পঞ্চ যজ্ঞাদি দ্বারা না দিয়া **ভুঙ্ক্তে**—যে ভোগ করে **স স্তেনঃ এব**—সে চোর অর্থাৎ তাহাকে চোর বলিয়া জানিও।

(২) **শঙ্করানন্দ**—যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট দেবতাসকল মুমুক্ষুর কেবল যে পরলোকের সুখই দিয়া থাকেন তাহা নহে কিন্তু জাগতিক সম্পত্তি ও সুখও প্রদান করেন এইজন্য উঁহাদের প্রসন্নতার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ এইরূপ না করিলে মনুষ্য প্রত্যবায়ী (পাপী) হইয়া থাকে, ইহা সূচিত করিবার জন্য বলিতেছেন—**যজ্ঞভাবিতাঃ**—শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞাদি দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ সন্তুষ্ট **দেবাঃ**—ইন্দ্রাদি দেবতাগণ **বঃ**—তোমাদিগের **ইষ্টান্**—ইচ্ছার বিষয়ীভূত **ভোগান্**—পশু, পুত্র, স্ত্রী, ধন, ধান্য আদি ভোগ সকলকে **হি**—নিশ্চয়ই **দাস্যন্তে**—প্রদান করিবেন অর্থাৎ বিতরণ করিবেন। এইরূপে **তৈঃ**—সেই সকল দেবতাগণ দ্বারা **দত্তান্**—প্রদত্ত পদার্থ সকলকে **এভ্যঃ**—এই সকল দেবতাদিগকে **অপ্রদায়**—চরুপুরোডাশাদিরূপে না প্রদান করিয়া অর্থাৎ দেবতা, ঋষি এবং পিতৃগণের ঋণ যথাক্রমে যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রজা (সন্তানোৎপত্তি) দ্বারা পরিশোধ না করিয়া **যঃ ভুঙ্ক্তে**—যে নিজের

শরীরের পুষ্টির জন্যই ভোগ করে (আহার করে) সঃ স্তেন এব—সে চোরই হইয়া থাকে অর্থাৎ দেবতাদিগের চোর হইয়া থাকে এবং শিষ্টপুরুষ দ্বারা নিন্দিত হয়। অতএব দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধনাপহারক চোরের যে গতি হয় তাহাই উহারা প্রাপ্ত হয়—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে 'তৃতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্যে' ১২ শ্লোকের কি অভিপ্রায় তাহা বলা হইয়াছে।

[অপর পক্ষে যাঁহারা পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।]

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে অঘং ভুঞ্জতে, পাপাঃ (চ ভবন্তি)।

অনুবাদ। যে সকল সাধু ব্যক্তি যজ্ঞের অবশিষ্ট (অমৃত রূপ) অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল নিজের পরিতৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করিয়া থাকে, তাহারা পাপই ভোজন করে এবং পাপীই হইয়া যায়।

ভাষ্যদীপিকা। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ—যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করা যাহাদের শীল বা স্বভাব তাঁহাদিগকে 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ' বলা হয়। এইরূপ হইয়া [দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ বা ব্রহ্ম যজ্ঞ, মনুষ্য যজ্ঞ এবং ভূত যজ্ঞ এই যে পঞ্চ মহা যজ্ঞ, যাহা গৃহস্থের পঞ্চ সূনাকৃত পাপ নাশের জন্য (অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জল কলস এবং সম্মার্জ্জনী এই পাঁচ দ্রব্য দ্বারা প্রমাদ (অসাবধানতা) বশতঃ প্রাণী হিংসা হওয়াতে যে পাপ হয় তাহা নাশের জন্য) প্রতিদিন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সেই পঞ্চযজ্ঞ। সম্পাদন করিবার পর যে অমৃত নামক অন্ন (ভক্ষ্য বস্তু) অবশিষ্ট থাকে তাহা যাঁহারা অশন বা

ভক্ষণ করেন তাঁহারা।] [মধুসূদন সরস্বতী 'সন্তঃ' শব্দের অর্থ সাধু বা শিষ্ট বলিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া দেবঋণ শোধ করিয়া থাকেন।] সর্ব্বকিল্বিষৈঃ—সর্ব্ব পাপ হইতে অর্থাৎ (ক) উপর্যুক্ত উদুখল ইত্যাদি পঞ্চসূনা জনিত পাপ এবং (খ) বিহিত কর্ম্ম না করার জন্য যে পাপ উৎপন্ন হয় তাহা এবং (গ) প্রমাদ বশতঃ হিংসাদি জনিত অন্যান্য অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত পাপ যাহা আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক রূপে বিদ্যমান ছিল সেই সকল পাপ হইতে মুচ্যন্তে—বিমুক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অতীত ও অনাগত পাতকের সংসর্গ তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না। বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় ইহা অন্বয় মুখে দেখান হইল। এখন তাহা না করিলে কি দোষ হয় তাহা ব্যতিরেক মুখে দেখান হইতেছে—যে তু যাহারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী হইয়াও শূদ্রের ন্যায় যাহারা দেবাদির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া [অথবা বৈশ্বদেবাদি নিত্য কর্ম্ম না করিয়া (মধুসূদন)]

[এখানে 'তু'শব্দটী যাহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অন্ন ভোজন করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন তাঁহাদিগ হইতে পাপভোজী দিগকে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্) করিয়া দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে 'তু' শব্দটী অবধারণার্থে (নিশ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা পঞ্চমহাযজ্ঞাদি না করিয়া কেবল নিজেদের জন্যই অন্নপাক করে তাহারা অবশ্যই পাপ ভোজন করে] আত্ম কারণাৎ পচন্তি—কেবল নিজেদের উদর পূরণের জন্য পাক করিয়া থাকে কিন্তু বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত পাক করে না তে—তাহারা অঘং ভুঞ্জতে—কেবল পাপই ভক্ষণ করে কারণ তাহারা পঞ্চ মহা যজ্ঞাদি জনিত নিত্য কর্ম্ম করে না বলিয়া পঞ্চ সূনাদি জনিত জন্য যে পাপ পূর্ব্বে তাহাদের সঞ্চিত আছে তাহা নষ্ট হইতে পারে না বরং দিন দিন পঞ্চমহাযজ্ঞ ও বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম না করার জন্য নূতন পাপ আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই জন্য তাহাদের যাহা কিছু ভোগ তাহা সবই পাপে পরিণত হইয়া যায় এবং (তে) পাপা চ ভবন্তি—এইরূপ পাপময় ভোগ করিতে করিতে তাহারা স্বয়ং পাপীই হইয়া যায়।

টিপ্পনী—(১) মধুসূদন—অঘং ভুঞ্জতে—গৃহস্থ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিলে তাহার পাঁচ প্রকার পাপ স্বতঃই হইয়া থাকে যথা—

কণ্ডণী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জণী।
পঞ্চস্থূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥

অর্থাৎ কণ্ডনী (ঢেঁকী, হামাল্‌দিস্তা প্রভৃতি) পেষণী (শিল), চুল্লী, জল কলস এবং মার্জ্জনী (ঝাঁটা) গৃহস্থের এই পঞ্চস্থূনা (পাঁচ প্রকার পাপ) অর্থাৎ এই পাঁচটীর দ্বারা ইচ্ছা না থাকিলেও অজ্ঞাতে পিপীলিকাদির বধের জন্য হিংসাদি অনুষ্ঠিত হয়। সেইগুলি হইতে পাপ সঞ্চয় হয় আর এই সকল পাপের জন্য সে স্বর্গলাভ করিতে পারে না। "পঞ্চস্থূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" অর্থাৎ পঞ্চস্থূনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা ক্ষালিত হইয়া থাকে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই—"অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, প্রাণীদিগের উদ্দেশ্যে বলি হইতেছে ভূত যজ্ঞ আর অতিথি পূজা হইতেছে নৃযজ্ঞ (গরুড় পুরাণ ১১৫ অধ্যায়)। শ্রুতিতেও এইরূপ বলা হইয়াছে—"ইদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্‌মানো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ (বৃহঃ উঃ ২।৪।১০) অর্থাৎ যাহা কিছু খাওয়া হয় তাহাই এই ভোক্তা সকলের (পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীজগতের) সাধারণ (সর্ব্বোপভোগ্য) অন্ন। যে ইহার উপাসনা করে অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের জন্য এই অন্নের ব্যবহার করে সে পাপ হইতে (অধর্ম্ম হইতে) নিবৃত্ত হইতে পারে না কারণ ইহা মিশ্র অর্থাৎ সেই অন্ন সর্ব্বপুরুষের সাধারণ অন্ন। বেদেও এইরূপ বলা হইয়াছে—"মোঘমন্নং বিন্দতে হ প্রচেতাঃ

সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি (ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।৫) অর্থাৎ এই অপ্রচেতা (হৃদয়হীন) ব্যক্তি বিফল অন্ন ভোজন করে ; সত্য বলিতেছি যে ইহা তাহার বধেরই (ধ্বংস বা অধঃপাতেরই) স্বরূপ। সেই ব্যক্তি অর্য্যমাকেও (সূর্য্যকেও) পুষ্ট করিতে পারেনা অর্থাৎ বৈশ্বদেব যজ্ঞ দ্বারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষেপ করেনা বলিয়া তাহা সূর্য্যে উপস্থিত হয় না এবং সে নিজ সখাকে অর্থাৎ অপরাপর উপজীবক জীবকেও পুষ্ট করে না। সে কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিতে নিরত। এইরূপ যে ব্যক্তি কেবল নিজেই ভোজন করে সে ব্যক্তি কেবলাঘ হয় অর্থাৎ কেবল পাপীই হইয়া থাকে। এখানে যে বৈশ্বদেব যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে উহা স্মৃতি বিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞের এবং শ্রুতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম সকলের উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মই উক্ত হইয়াছে। ১০ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত যে প্রজাপতির বচন বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির যতদিন চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) শ্রীধর -[অন্য কারণেও যাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ--যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না তাহারা নয়, ইহা এখন বলিতেছেন—] **যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ**—যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন **সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে**—তাঁহারা পঞ্চসূনাদিকৃত সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। স্মৃতিশাস্ত্রে পঞ্চসূনা এইরূপ উক্ত হইয়াছে —'কণ্ডনী পেষনী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি।' অর্থাৎ উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলের কলস ও মার্জ্জনী (ঝাঁটা), গৃহস্থের এই পাঁচটী সূনা (বধসাধনের স্থান অর্থাৎ এইসব স্থানে কীটাদির বধ হয়) ঐ বধজনিত পাপের জন্য গৃহীরা স্বর্গে যাইতে পারে না। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চপাপের নিবৃত্তি হয়। [পঞ্চযজ্ঞ—'ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং

চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ (মনু) ঋষিযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা উপাসনাদি ; দেবযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি ; ভূতযজ্ঞ—বলি বৈশ্বদেব ; নৃযজ্ঞ—অন্নাদিদ্বারা অতিথিসংকার ; পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি।] যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি—যাহারা কেবল নিজের ভোজনের জন্যই পাক করে অর্থাৎ বৈশ্বদেবাদির জন্য পাক করে না তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে—সে পাপগণ (দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে।

(৬) **শঙ্করানন্দ**— যাঁহারা পঞ্চ মহাযজ্ঞ (প্রতিদিন দেবযজ্ঞ, অর্থাৎ দেবপূজাদি, ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ ঋষিপ্রণিত শাস্ত্রাদি পাঠ, পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণের তর্পণাদি, নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবা অথবা মনুষ্যকে অন্নদানাদি, এবং ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণীদিগকে খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি) অনুষ্ঠান করিয়া অন্ন ভোজন করেন উহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। আর যাহারা দেবতা অতিথি প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্ন পক্ব না করিয়া কেবল নিজেদের জন্যই পক্ব করে তাহারা পাপই ভোজন করে। এইরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হয় এবং অনুষ্ঠান না করিলেকি ফল হয় উহা প্রতিপাদন করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রতিদিন অবশ্য করা কর্ত্তব্য ইহা দৃঢ় করিবার জন্য এখন বলিতেছেন—**যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ** —ব্রাহ্মণগণ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াতাহার শেষ যে অন্ন থাকে কেবল তাহা ভোজন করিয়া **সর্ব্বকিল্বিষৈঃ** সর্ব্ব পাপ হইতে অর্থাৎ 'কণ্ডনী, পেষনী চুল্লী, চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি' (উখল, চক্কী, চূল্লা, জলের কলস এবং ঝাড়ু এই পাঁচটী দ্বারা গৃহস্থের প্রাণিহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার পাপ পঞ্চমহাযজ্ঞদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।) এইরূপ স্মৃতিবাক্যে কথিত পাপসকল যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক করা হইয়া থাকে অথবা যদি হস্ত পদাদির সঞ্চালন হইতে উৎপন্ন হয় অথবা যদি অবশ হইয়া কৃত হয় তাহা হইলে সেই সকল পাপ হইতে পঞ্চমহাযজ্ঞদ্বারা মুক্ত হয়। ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞান ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। অপরপক্ষে যে তু পাপাঃ—পঞ্চমহাযজ্ঞ

অনুষ্ঠান করে না এইরূপ পাপী ব্রাহ্মণগণ যাহারা আত্মকারণাৎ— নিজের উদর পূর্ত্তির জন্যই অন্ন পক্ব করে অর্থাৎ শূদ্রের ন্যায় দেবতাদিগের জন্য এবং বৈশ্বদেবের জন্য অন্ন পক্ব করে না এবং এইরূপে যাহারা দেবতাদিগকে পিতৃগণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদান না করিয়া স্বয়ংই ভোজন করে তে তু অঘং ভুঞ্জতে—তাহারা কিন্তু পাপই অর্থাৎ অন্নরূপে স্থিত পাপই ভোগ করে— অন্ন ভোজন করে না। ঐ পাপী ব্যক্তির দৃষ্টিতে অন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও শাস্ত্রদৃষ্টিতে এবং দেবতার দৃষ্টিতে উহা (ঐ অন্ন) পাপই হইয়া যায়। অতএব এইরূপ অন্ন ভোজনকারী পাপীষ্ঠতম হয়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়া থাকেন, যথা—'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ' (যজ্ঞ যে অনুষ্ঠান করেনা সেই ব্যক্তি বৃথাই অন্নভোজন করে), 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' (একাকী যে ভোজন করে সে পাপী হইয়া যায়)। 'একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী বভূব' (এক ক্রিয়া দুই প্রকার অর্থকরী হয়) এই ন্যায়ানুসারে শ্রোত্রিয় মুমুক্ষুদ্বারা ঐরূপ কর্ম্ম অনুদিত হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া মুমুক্ষুর নিজের মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে আবার ঐ কর্ম্মই (দেবতাদিগের প্রসাদে) বৃষ্টিআদি দ্বারা জগতের স্থিতির হেতুও হইয়া থাকে। অতএব এই উভয়ের জন্যই যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৩) নারায়ণী টীকা—প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্ট 'তৃতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্য' ১৩ শ্লোকের অভিপ্রায় কি তাহা সূচিত করা হইয়াছে।

[কেবলমাত্র প্রজাপতির বচনানুসারেই যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা নহে কিন্তু কর্ম্ম সংসার চক্রের প্রবৃত্তির হেতু। সেই কারণেও কর্ম্ম কর্ত্তব্য। কর্ম্ম সংসার চক্রের প্রবৃত্তির হেতু কি প্রকারে হয় তাহাই বলা হইতেছে—]

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। অন্নাদ্ ভূতানি ভবন্তি ; পর্জ্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি ; যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।

অনুবাদ। অন্ন হইতে প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়, পর্জ্জন্য (মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি) হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য (বৃষ্টি) উৎপন্ন হয়, আর সেই অপূর্ব্বরূপ যজ্ঞ বৈধ কর্ম্ম হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা—অন্নাদ্ ভূতানি ভবন্তি—স্ত্রী পুরুষ দ্বারা ভুক্ত অন্ন শোণিত-শুক্র রূপে পরিণত হইলে তাহা হইতে ভূত সকল অর্থাৎ প্রাণি শরীর সকল জন্ম লাভ করে। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। **পর্জ্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ**—পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন্নের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ের কর্ম্মের কি উপযোগিতা আছে তাহাই এখন বলা হইতেছে **যজ্ঞাৎ**—যজ্ঞ হইতে [কারীরী আদি এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে অপূর্ব্ব নামক যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহা হইতে (মধুসূদন)] **পর্জ্জন্যঃ**—বৃষ্টি হইয়া থাকে। [অগ্নিহোত্রের আহুতি কিরূপে বৃষ্টির এবং পরম্পরাক্রমে প্রজা সৃষ্টির কারণ (জনক) হয় তাহা শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টাধ্যায়ী কাণ্ডে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদ নামক ষট্‌প্রশ্নী মধ্যে ব্যাখ্যাও হইয়াছে। (মধুসূদন)] মনু ও বলিয়াছেন—

অগ্নৌ প্রাস্থাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ (মনু ৩।৭৬)

অর্থাৎ অগ্নিতে সম্যক্ ভাবে (যথাবিধি দেবতা ধ্যানাদি পূর্ব্বক) প্রক্ষিপ্ত আহুতি রশ্মিদ্বারা সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বৃষ্টি হইতে ব্রীহিযবাদি অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রজা জন্মিয়া থাকে [অর্থাৎ অন্ন (মাতার) শোণিত (ও পিতার শুক্ররূপে পরিণত হইয়া প্রজাভাব প্রাপ্ত হয় (প্রাণিগণের শরীর

সৃষ্টি করে। (আনন্দগিরি)] যজ্ঞঃ চ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ—সেই অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্মের হেতু যে যজ্ঞ তাহা ঋত্বিক্ ও যজমানের ব্যাপাররূপ কর্ম্ম হইতেই (অর্থাৎ হোম মন্ত্রতন্ত্রাদি ক্রিয়া দ্বারা সাধিত যাগাদি কর্ম্ম হইতেই) উৎপন্ন হয়। [শ্লোকে "চ শব্দ দ্রব্য এবং দেবতার ও সংগ্রাহক অর্থাৎ (ক) হোমমন্ত্র-তন্ত্রাদি ক্রিয়া, (খ) হোমাদির জন্য উপযুক্ত দ্রব্যসকল এবং (গ) যে যে দেবতার উদ্দেশে হোমাদিক্রিয়া হয়, এই তিনের সংযোগ দ্বারা সাধিত যাগাদি কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞ উৎপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। (আনন্দগিরি)]

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—[কর্ম্ম জগচ্চক্রের প্রবৃত্তির হেতু। এইজন্যও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ইহাই এখন তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন—] অন্নাৎ—অন্ন হইতে অর্থাৎ অন্ন শুক্র শোণিতরূপে পরিণত হইলে ভূতানি ভবন্তি—ভূত সকল (প্রাণি সকল) উৎপন্ন হয়। পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ—বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি—সেই বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে হয়। যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ—আর ঐ যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ যজমানাদির ব্যাপার (ক্রিয়া) হইতে সম্যক্ প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে (অগ্নৌ) প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ (বৈদিক অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহা আদিত্যে যায়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়।)

(২) শঙ্করানন্দ—'মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ' (সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়—গীতা ৩।১৩), ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে' (পুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন না—গীতা ৩।৪) ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্ম্ম যে মোক্ষের হেতু তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন কর্ম্ম যে জগতের স্থিতির ও হেতু তাহা নিরূপণ করা হইতেছে—যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ—স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

(সম্যক্ প্রকারে অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়।) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে উক্ত স্মৃতিতে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রক্রিয়ানুসারে পর্জ্জন্য (বৃষ্টি) হইয়া থাকে। **পর্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ**—বৃষ্টি হইতে ব্রীহিযবাদি-রূপ অন্নের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। **অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি**—অন্ন হইতে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষদ্বারা ভুক্ত অন্ন রজঃ ও বীর্য্যে পরিণত হইলে ভূত অর্থাৎ প্রাণিসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার উৎপন্ন হইয়া ঐ অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। এইরূপে বৃষ্টি ও অন্নদ্বারা যে যজ্ঞ জগতের জীবনের হেতু হইয়া থাকে সেই **যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ**—যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ঋত্বিক, যজমানাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত হোম, মন্ত্র, তন্ত্রাদি বৈদিকী ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলা হয়। ঐরূপ কর্ম্ম হইতে সম্যক্ প্রকারে উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার হয় তাহাকে কর্ম্মসমুদ্ভব বলা হয়।

যজ্ঞকে কর্ম্মসমুদ্ভব বলাতে যজ্ঞ যে অপূর্ব্বলক্ষণ তাহাও বলা হইল অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে ইহা সূচিত করা হইল।

(৩) নারায়ণী টীকা—অক্ষর পরমাত্মা হইতে পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় স্বতঃই বেদ সকল আবির্ভূত হইয়াছে। বেদই মনুষ্যের কর্ত্তব্যত্ব ও অকর্ত্তব্যত্ব সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ অতএব কর্ম্মসকল বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ঋত্বিক্ ও যজমানের ব্যাপার সাধ্য যে যজ্ঞ তহো বেদ বিহিত কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যজ্ঞ হইতে অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে যজ্ঞে যে সকল আহুতি দেওয়া হয় তাহা আদিত্যে উপস্থিত হইয়া বৃষ্টি উৎপাদন করে। বৃষ্টি হইতে ব্রীহিযবাদি অন্ন উৎপন্ন হয় এবং সেই অন্ন ভুক্ত হইয়া পুরুষের শরীরে শুক্র এবং স্ত্রী-শরীরে শোণিত (রজঃ) রূপে পরিণত হইয়া তাহাদের সংযোগে প্রজার (প্রাণীর) সৃষ্টি হয়। এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে এইরূপ জগৎ চক্রের ক্রম বলা হইয়াছে। যেহেতু বেদবিহিত যাগাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে জগৎসৃষ্টি ও

স্থিতির কারণ হইয়া থাকে অতএব কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

[এখন কর্ম্ম (যাগাদি কর্ম্ম) কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা বলা হইতেছে।]

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্‌ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

অন্বয়। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

অনুবাদ। যজ্ঞাদির হেতু ভূত কর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে হইয়াছে অর্থাৎ বেদই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বেদ অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে সর্ব্বগত (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক) বেদ যজ্ঞাদি সর্ব্ব কর্ম্মে নিত্য (সদা নিয়মপূর্ব্বক) স্থিত আছেন অর্থাৎ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জন্য বেদই ঐ সকল কর্ম্মকে কর্ত্তব্য রূপে বিধান করিয়া থাকেন।

ভাষ্যদীপিকা। কর্ম্ম—পূর্ব্ব শ্লোকে অপূর্ব্ব নামক যজ্ঞের হেতু ভূত যে যাগাদি কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা **ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি**—ব্রহ্ম (বেদ) ঐ সকল কর্ম্মের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ (বা প্রমাণ) বলিয়া উহাদিগকে ব্রহ্মোদ্‌ভব বলিয়া জানিবে। অভিপ্রায় এই যে ঐ সলল কর্ম্ম বেদ হইতেই জানা যায়। বেদ বিহিত কর্ম্মই অপূর্ব্বের সাধন কিন্তু পাষণ্ড বা নাস্তিক দ্বারা প্রতিপাদিত বেদ-বহির্ভূত কর্ম্ম কখনও অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বেদের কি এমন বৈলক্ষণ্য আছে যাহার জন্য যাহা কিছু বেদ দ্বারা প্রতিপাদিত তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহা ভিন্ন অন্য কিছু ধর্ম্ম হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্ম—বেদ নামক ব্রহ্ম **অক্ষর-সমুদ্ভবং চ**—অক্ষর হইতে অর্থাৎ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে (আবির্ভূত

হইয়াছে) [অর্থাৎ বেদ পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা প্রযত্নে পরমাত্মা হইতে স্বতঃই আবির্ভূত হইয়াছে। পরমেশ্বর বেদকে বুদ্ধিপূর্ব্বক রচনা করেন নাই। এই জন্য বেদকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া জানিবে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যাউপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি (বৃঃ উঃ ২।৪।১০) অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্ শ্লোক, সূত্র, অনুবাখ্যান এবং ব্যাখ্যান এই সবই সেই মহৎ (অনবচ্ছিন্ন) ভূতের (পরমাত্মার) নিশ্বাসের ন্যায়। যে হেতু নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা প্রযত্নে পরমেশ্বর হইতে বেদাদি শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে (বুদ্ধি পূর্ব্বক নয়) অতএব অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলে একমাত্র বেদবাক্যই প্রমাণ কারণ বেদসকল অপৌরুষেয় এবং সকল প্রকার দোষ বর্জ্জিত হওয়ায় উহাই প্রমিতির (যথার্থ জ্ঞানের) জনক অর্থাৎ কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদকেই প্রমাণ মানিতে হইবে। কিন্তু পাষণ্ডবাক্য বুদ্ধিপূর্ব্বক ও প্রযত্ন সহিত হওয়াতে উহা প্রমিতির (যথার্থ জ্ঞানের) জনক হইতে পারে না, কেননা সেই সমস্ত (বেদবহির্ভূত) বাণী এমন সব ব্যক্তি দ্বারা প্রণীত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে ভ্রম প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা এবং বিপ্রলিপ্সা (প্রতারনার ইচ্ছা) স্বভাবতঃই বিদ্যমান থাকে। এইজন্য বেদই সর্ব্ব অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। (মধুসূদন) তস্মাৎ—যে হেতু বেদ পরমাত্মা হইতে পুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় স্বতঃই সমুদ্‌ভূত হয় সেই কারণে সর্ব্বগতং ব্রহ্ম—বেদ সর্ব্বার্থ প্রকাশক বলিয়া সর্ব্বগত এবং সর্ব্বগত বলিয়া নিত্যং—সদা নিয়মিত ভাবে যজ্ঞে—যাগাদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্ব নামক অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মে (মধুসূদন) প্রতিষ্ঠিতম্—তাৎপর্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাগাদি রূপ কর্ম্ম সকলের বিধির বিস্তৃতভাবে নিরুপণ বেদে আছে বলিয়া অর্থাৎ যজ্ঞবিধিতে বেদের প্রধানতা থাকে বলিয়া বেদ সদা যজ্ঞে

প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনকারী পুরুষের কর্ম্ম কিরূপ বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে সেই বিষয়ে একমাত্র বেদকেই যথার্থ প্রমাণ রূপে মানা উচিত। অতএব পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রচারিত উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যাপারে বেদ বিহিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই বলিবার অভিপ্রায় (মধুসূদন)।

টিপ্পনী (১) শ্রীধর কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—সেই যে যজমানাদি ব্যাপার রূপ কর্ম্ম তাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এইরূপ জানিও। ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্—সেই যে বেদাখ্য ব্রহ্ম তাহা অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে জানিও। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে --এই মহৎ ভূতের (পরম ব্রহ্মের) নিঃশ্বাস হইতে অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় স্বতঃ ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ নির্গত হইয়াছে। যেহেতু অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে যজ্ঞ সকল প্রবৃত্ত হয়, সেই জন্য যজ্ঞ পরমেশ্বরের অত্যন্ত অভিপ্রেত (প্রিয়)। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ —এই অক্ষর ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও নিত্য (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা প্রাপ্য হয়েন। [যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা ক্রমে অক্ষর ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপতা লাভ হয়। সেইজন্য বলা হয় যে ব্রহ্ম নিত্য (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যেমন বলা হয় লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্যমে স্থিত (অর্থাৎ লক্ষ্মী উদ্যম দ্বারা প্রাপ্ত হন)।] অথবা যে হেতু জগৎচক্রের মূলই কর্ম্ম। মন্ত্রমূলক যজ্ঞাদিকেই কর্ম্ম বলা হয়। যজ্ঞাদি দ্বারা জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। যজ্ঞাদি কর্ম্মে যেসব বিধি ও আখ্যান দ্বারা সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে সেই সকল বিধি এবং আখ্যানে বেদ মন্ত্র ও অর্থবাদ (প্রশংসা) দ্বারা সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদাগত অর্থাৎ স্থিত (বিদ্যমান) থাকে। অতএব বেদরূপী ব্রহ্ম তাৎপর্য্যরূপে সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য [কারণ বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা কেবল যে সংসারে অভ্যুদয়ই (বৃদ্ধিই) লাভ হয় তাহা নহে—নিষ্কামভাবে করিলে উহা চিত্তশুদ্ধি প্রদান করিয়া—মোক্ষলাভের সহায়ক হয়।]

(২) **শঙ্করানন্দ—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি**—যজ্ঞের কারণভূত যে কর্ম্ম তাহা কিন্তু ব্রহ্ম (ঋগাদি বেদ) হইতে উদ্ভব (উৎপন্ন) হইয়াছে, এইরূপ জানিও। **ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম্**—আর ঐ ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর (পরমাত্মা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌দৃগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ' (ঐ মহান্ পুরুষের অর্থাৎ সকল জগতের কারণভূত অক্ষর পরমাত্মার নিঃশ্বাসরূপে এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ইত্যাদি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে)। অতএব ব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া জানিও। **তস্মাৎ**—যেহেতু জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূল এক যজ্ঞই হইয়া থাকে অতএব **সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্**—স্বয়ং সর্ব্বগত (সকল অর্থের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই সকল পুরুষার্থের প্রকাশকরূপে এবং সর্ব্বলোকে তৎ তৎ ধর্ম্মের নিয়তির অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের স্থাপকরূপে সর্ব্বত্র স্থিত) থাকিয়াও ব্রহ্ম (বেদ) যজ্ঞে (ব্রাহ্মণাদি দ্বারা অনুষ্ঠান করার যোগ্য উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সকল যজ্ঞকর্ম্মে ঐ সকল কর্ম্মের বিধান করিবার জন্য) প্রতিষ্ঠিত থাকে (নিয়মপূর্ব্বক স্থিত থাকে)। সকল বর্ণ ও আশ্রমবাসীদিগের কর্ত্তব্যরূপে কর্ম্ম বেদই বিধান করিয়া থাকে—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—পূর্ব্বশ্লোকের টিপ্পণী (৩) দ্রষ্টব্য।

[আচ্ছা এইরূপই না হয় হইল, তাহাতে কি ফল হইল ? ইহার উত্তর দিতেছেন।]

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যঃ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি, স অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি।

অনুবাদ। এই প্রকার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সংসার চক্রের যে ব্যক্তি বেদ বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অনুবর্ত্তন করে না তাহার জীবন পাপময় হইয়া যায় কারণ সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ারাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনেই রত থাকে। অতএব তাহার বাঁচিয়া থাকা নিষ্ফল।

ভাষ্য দীপিকা। **হে পার্থ!**—হে পৃথাপুত্র অর্জ্জুন! পরমেশ্বররূপ আমা হইতে সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার মাতা কুন্তী আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করিয়া এই চক্র হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। তুমি সেই পৃথার পুত্র এবং স্বয়ং আমার পরম ভক্ত, অতএব তোমার জীবন কখনও বিফল হবেনা। এইরূপ আশ্বাসন দিবার জন্যই ভগবান্ এখানে 'পার্থ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। **এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং**—এইরূপে পরমেশ্বর বেদবিহিত যজ্ঞাদি দ্বারা যে সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাকে। [প্রথমতঃ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বাবভাসক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অর্থের প্রকাশক বা প্রতিপাদক নিত্য নির্দ্দোষ বেদের আবির্ভাব হয়। তাহার পর সেই বেদ হইতে যাগাদি কর্ম্মের জ্ঞান হয়। যাগাদি কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। উহা হইতে বৃষ্টি এবং ঐ বৃষ্টি হইতেই যথাক্রমে প্রাণী সমূহের জন্ম হয়। জন্ম গ্রহণ করিবার পর পুনরায় সংস্কার বশে জীবগণের যাগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং যাগাদি কর্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয়—এইরূপ জগৎ চক্রকে] **যঃ**—যে কর্ম্মাধিকারী পুরুষ **ইহ**—ইহলোকে **ন অনুবর্ত্তয়তি** অনুবর্ত্তন করে না [জগতের নির্ব্বাহের জন্য যে ক্রমে সংসার চক্রের ব্যবস্থা পরমেশ্বর করিয়াছেন সেই ক্রম বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অনুবর্ত্তন করেনা অর্থাৎ ঐ সকল বিহিত

কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না—(মধুসূদন) সঃ অঘায়ুঃ—সে পাপ জীবন হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার জীবন পাপ স্বরূপ হইয়া যায় ইন্দ্রিয়ারামঃ—সে ইন্দ্রিয়ারাম হয় কিন্তু ধর্ম্মারাম বা আত্মারাম হয় না। ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা যাহার কেবল বিষয়েই আরাম অর্থাৎ আরমণ বা আক্রীড়া (আ— সমন্তাৎ সর্ব্বদিকে রমণ বা ক্রীড়া) হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয় সুখের পিছনেই সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র যে ছুটিতে থাকে এবং বিষয় ভোগেই যে তৃপ্তিবোধ করে কিন্তু জগচ্চক্র রক্ষা করিয়া লোকের কল্যাণের জন্য অথবা আত্মচিন্তনের জন্য ক্ষণকালও যাহার ইন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সকল) ব্যাপৃত হয় না তাহাকে ইন্দ্রিয়ারাম বলা হয়। মোঘং জীবতি— অতএব সে কর্ম্মাধিকারী হইয়াও যদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করে তাহা হইলে অঘায়ু (পাপস্বরূপ) এবং ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া মশক, মক্ষির ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার জীবন নিষ্ফল হইয়া যায় কারণ মনুষ্য জীবনের পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহা সে কখনও লাভ করিতে পারে না। [হে পার্থ তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই ভাল (অঘায়ুঃ না হইয়া মৃত্যুই শ্রেয়ঃ) কারণ তাহা হইলে হয়ত জন্মান্তরে তাহার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইতে পারিবে। (এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।১৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য—মধুসূদন] পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম না করাতে তাহার পঞ্চসূনার (পাপ) নিবৃত্ত হইতে পারে না উপরন্ত ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে এবং বিহিত (নিত্য নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্ম না করার জন্য তাহার পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ইহ জন্মে জীবন বৃথাই যাপন করে আবার মৃত্যুর পরও অনেক কল্প পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস হইতে পারে। 'ইন্দ্রিয়ারাম' শব্দ দ্বারা কেবল অজ্ঞ কর্ম্মি-গণকেই বুঝাইতেছে—ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণকে নয় কারণ ব্রহ্মবিদ্‌গণ, সর্ব্বদাই 'আত্মারাম' থাকেন। এই কারণে অনাত্মজ্ঞ, অথচ কর্ম্মাধিকারী লোকের পক্ষে কর্ম্মই কর্ত্তব্য ইহাই তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বে অনাত্মজ্ঞ এবং কর্ম্মের অধিকারী পুরুষের (চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভের জন্য) কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। ইহা 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ'

ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ-কর্ম্মণঃ" এই শ্লোক (৩।৪ হইতে ৩।৮) পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" হইতে "মোঘং পার্থ স জীবতি" এই পর্য্যন্ত (৩।৯ হইতে ৩।১৬ শ্লোক পর্য্যন্ত) প্রসঙ্গ-ক্রমে অনাত্মজ্ঞ ও কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বহু কারণ (ঈশ্বর কৃপা লাভ, দেবতার প্রীতি সম্পাদন ইত্যাদি) শ্রীভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং 'তৈর্দত্তানপ্রদায়' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অকরণে যে বহু দোষ হয় তাহাও সম্যকপ্রকারে কীর্ত্তন করিলেন। [অতএব তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমো-চিত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়।]

টিপ্পণী। (১) শ্রীধর—[যেহেতু পরমেশ্বরই জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাদি চক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন অতএব সেই কর্ম্মচক্রের যে অনুবর্ত্তন করে না তাহার জীবন বৃথা ইহাই এখন বলিতেছেন—] পরমেশ্বরের বাক্য হইতে উৎপন্ন বেদাখ্যব্রহ্ম হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে কর্ম্মনিষ্পত্তি হয় এবং ঐ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে পর্জ্জন্য; পর্জ্জন্য (বৃষ্টি) হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতগণ (প্রাণিগণ) উৎপন্ন হয় হয় এবং ভূতগণের পুনরায় সেই সংস্কারানুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যঃ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি—এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্র যে এইলোকে অনুবর্ত্তন না করে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করে সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ—সে পাপায়ুঃ হয় কারণ সে ইন্দ্রিয়ারাম থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয় সকলেই (সদা) রমণ করে কিন্তু ঈশ্বরাধনার জন্য কোন কর্ম্মে রমণ করে না (অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কোন কর্ম্ম করে না) অতএব হে পার্থ ! মোঘং সঃ জীবতি হে অর্জ্জুন ! এইরূপ ব্যক্তি ব্যর্থ-ই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

(২) শঙ্করানন্দ—ঈশ্বর শ্রুতিদ্বারা (বেদ বিধি দ্বারা) যজ্ঞাদি বিধান করিয়া যজ্ঞ দ্বারা বৃষ্টি ও অন্ন উৎপত্তি করিয়া প্রাণিগণের সৃষ্টি ও তাহাদের স্থিতি নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া স্বয়ংই পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত চক্র প্রবর্ত্তিত

করিয়াছেন। **এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং**—ঈশ্বর দ্বারা প্রবর্ত্তিত (চালিত) ঐ চক্র নিয়মপূর্ব্বক **ইহ**—এইলোকে **যঃ**—যে ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মাধিকারী পুরুষ **ন অনুবর্ত্তয়তি**—অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বারা বেদ বিহিত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে না সে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা পালন না করিয়া স্বয়ং **ইন্দ্রিয়ারামঃ**—যাহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকলে সর্ব্বদা রমণ করে তাহাকে ইন্দ্রিয়ারাম বা বিষয়লম্পট বলা হয়। এইরূপ বিষয়লম্পট হইয়া **অঘায়ুঃ**—পাপায়ু হয়। যাহার আয়ুর (জীবনের) ফল অঘ বা পাপই হয় তাহাকে অঘায়ু বলা হয়। এইরূপ হইয়া **মোঘং স জীবতি**—ব্যর্থ জীবন সে ব্যতীত করিতে থাকে। কাক বা শাল্মলীবৃক্ষের ন্যায় মোঘ অর্থাৎ ব্যর্থ বা নিষ্ফলই তাহার জীবন হইয়া থাকে। কেবল এইটুকুমাত্রই হয় না, কিন্তু ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার দোষে এবং বিহিতকর্ম্মের অকরণ জনিত পাপের দোষে নিত্যকৃত পাপ পুঞ্জীভূত হয়। ইহার ফলে অনেক কল্প পর্য্যন্ত তাহাকে নরকভোগ করিতে হয়—ইহাই 'মোঘ' শব্দের তাৎপর্য্য। অতএব বিবেকী মুমুক্ষু অনাত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এবং লোকের হিতের জন্য বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য করা কর্ত্তব্য, ইহা সিদ্ধ হইল।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—যে অজ্ঞানী পুরুষ পরমেশ্বর প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করে না তাহার সম্বন্ধে শ্লোকে "অঘায়ু" ও "ইন্দ্রিয়ারামঃ" "মোঘং জীবতি" এই তিনটী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অঘের (অর্থাৎ পাপের) ফল দুঃখ আর পুণ্যের ফল সুখ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্য তাহাকেই বলে যাহার দ্বারা সর্ব্বোত্তম অর্থাৎ নিরতিশয় সুখ লাভ হয়। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "ভূমৈব সুখ" অর্থাৎ ভূমাই (ব্রহ্ম বা প্রত্যাগাত্মাই) সুখ স্বরূপ। উঁহা ভিন্ন আর যাহা কিছু সবই তুচ্ছ (অল্প)। অল্পেতে সুখ নাই (নাল্পে সুখমস্তি)। অতএব আত্মানন্দ লাভ যখন হইবে তখনই বুঝিতে হইবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্য সাধিত হইয়াছে। যাহা কিছু ঐ আত্মানন্দ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায় তাহাই পাপ বা অঘ কারণ

উহা জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে নিমজ্জিত করিয়া দেয় বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখের কারণ হয়। আবার বেদবিহিত সকল কর্ম্মই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহারা আত্মানন্দে পৌঁছাইয়া দেয় বলিয়া তাহারা সকলই পুণ্যের হেতু হয়। পরমেশ্বর দ্বারা প্রবর্ত্তিত যে সংসার চক্রের কথা ১৪-১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র হইতেছে নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা আত্মদান করিয়া অন্যকে বৃদ্ধি করা। যজ্ঞাদি কর্ম্ম (অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্ম) অপনাকে লয় করিয়া মেঘ বা বৃষ্টি উৎপাদন করে ; মেঘ বা বৃষ্টি আপনাকে লয় করিয়া অন্ন উৎপাদনের কারণ হয় ; অন্ন আত্মদান করিয়া (আপনাকে লয় করিয়া) প্রাণী সৃষ্টি করিয়া থাকে। জগতের অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং উহাদের কার্য্য পাথর বৃক্ষ প্রভৃতি) সকলই এই আত্মদানের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এইরূপে আত্মদানেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর সার্থকতা হইয়া থাকে। যাহারা জগৎচক্রের এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ইন্দ্রিয়ারাম হয় অর্থাৎ কেবল আপনার পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধি কখনও নষ্ট হয় না। অতএব তাহারা কখনও ভুমাতে (ব্রহ্মেতে) আত্মবুদ্ধি করিয়া ("অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই ভাবনা দ্বারা) পরমানন্দ প্রাপ্তি করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ারাম হওয়াতে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা বেদবিহিত কর্ম্ম করিয়া আপনার সঞ্চিত পাপ নষ্ট তো করিতেই পারে না, উপরন্তু বেদরূপী ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে উত্তরোত্তর পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে "অঘায়ু" অর্থাৎ পাপস্বরূপই হইয়া যায়। আবার বিহিত কর্ম্ম না করার জন্য তাহার চিত্তশুদ্ধি কখনও হইতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধির অভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে পৃথক্ করিয়া আত্ম-দর্শন করিয়া মনুষ্য জীবনের যে লক্ষ্য বস্তু মোক্ষ তাহাও লাভ করিতে পারে না অতএব এইরূপ ব্যক্তির মনুষ্যজীবন ব্যর্থ-ই হইয়া যায় (মোঘং পার্থ স জীবতি) মশক কীট পতঙ্গাদি যেমন জন্মিয়া কিছুদিন থাকিয়া মরিয়া যায় ইহাদের জীবনও সেইরূপ জগতের কোন কল্যাণের জন্য

অথবা আত্মকল্যাণের জন্য ব্যয় না হওয়ায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। উপরন্তু বিহিত কর্ম্মের অকরণ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপময় জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুর পর নরকে গমন করিয়া আরও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

[পূর্ব্বের কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ এই উভয়েরই কি পরমেশ্বর দ্বারা প্রবর্ত্তিত জগৎচক্রের অনুবর্ত্তনের জন্য তুল্যভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা ইহা কি বুঝিতে হইবে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ সাংখ্য যোগিগণ কেবল জ্ঞান যোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান রূপ উপায় দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য (সাধ্য) সেই জ্ঞাননিষ্ঠা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় নাই, এই প্রকার অনাত্মবিৎ ব্যক্তিরই ঐ জগচ্চক্রের অনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এই প্রকার প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে উদিত হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ তাহার উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন "যস্ত্বাত্মরতিরেব ইত্যাদি"। আমরা এই আত্মতত্ত্ব জানিয়া (অর্থাৎ পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ও জীবাত্মা অভিন্ন ইহা নিশ্চয় করিয়া) যাঁহাদের মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে এষণা (কামনা) সকল [পুত্রৈষণা (পুত্রের কামনা), বিত্তৈষণা (বিত্তের কামনা) এবং লোকৈষণা (লোক মান প্রতিষ্ঠার কামনা] মিথ্যা জ্ঞানবান্ পুরুষ অবশ্য করিয়া থাকে তাহা হইতে যে জ্ঞানিগণ নিবৃত্ত হইয়া কেবল শরীর যাত্রার জন্য ভিক্ষাচর্য্য করিয়া থাকেন সেই সকল পুরুষের আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ব্যতিরেকে, অন্য কোন কার্য্যই করণীয় নহে (বৃহঃ উঃ ৩।৫।১) এই প্রকার শ্রুতিবাক্যের অর্থ গীতাশাস্ত্রে স্বয়ংই প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহা স্পষ্ট করিয়া এখন বলিতেছেন 'যস্ত্বাত্মরতিরেব' ইত্যাদি]

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।

অনুবাদ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল আত্মাতে রমণ করেন এবং কেবল আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ করেন এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন সে ব্যক্তির পক্ষে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকিতে পারে না।

ভাষ্য দীপিকা। যঃ তু মানবঃ—অপর পক্ষে যিনি সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি হইতে আত্মজ্ঞ ব্যাক্তিকে ব্যবৃত্ত (পৃথক্) করিবার জন্য 'তু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।] [ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে "মানব" শব্দের অর্থ এখানে সন্ন্যাসী। শঙ্করানন্দ বলেন—"বহিরন্তশ্চ সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব মাপয়তি গ্রাহয়তি মানং প্রত্যগ্‌দর্শনং তদেব সর্ব্বদা বাতি ভজতীতি মানবো ব্রহ্মবিদ্ যতিঃ" অর্থাৎ বাহির ও ভিতর সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে যাহা মাপ করে বা গ্রহণ করায় তাহাকে মান বা প্রত্যগ্‌দর্শণ বলা হয়। ঐ প্রত্যগ্‌দর্শণকে যে সর্ব্বদা ভজন করে তাহাকে মানব বা ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী বলা হয়। মধুসূদন সরস্বতী বলেন—যে কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ হইবেন তাঁহারই এই প্রকার হইবে অর্থাৎ তিনিই কৃতকৃত্য হইবেন—কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যে জন্মের উৎকর্ষ বশতঃ এইরূপ হইবেন এমন নহে, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "মানবঃ" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।]

আত্মরতিঃ এব স্যাৎ - আত্মাতেই রতি আছে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত নিজের আত্মার ঐক্য অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্মই) এইরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া নিত্যানন্দ একরস পরমব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে যাহার রতি (অন্তঃকরণের রমণ ক্রীড়া বা সর্ব্বদা বিহার) থাকে কিন্তু শব্দাদি বিষয়ে অথবা মালা, চন্দন, স্ত্রী, প্রভৃতিতে কোন অনুরাগ থাকেনা সেই মহাত্মাকেই 'আত্মরতিঃ' বলা হয়। আত্মতৃপ্তঃ চ—আত্মা দ্বারাই

যাঁহার তৃপ্তি হয়, সুস্বাদু অন্ন ও রসাদিতে (পানাদিতে) যিনি তৃপ্তি অনুভব করেন না। [এখানে চ শব্দ 'এব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মতৃপ্তঃ এব (যে ব্যক্তি আত্মাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)]

"আত্মালাভান্ন পরং বিদ্যতে" অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। অতএব আত্মানন্দে পূর্ণ হইয়া আর কিছু যাঁহার প্রাপ্তব্য বা আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া থাকে না। অতএব যিনি আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন তিনিই আত্মতৃপ্ত।

আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ—সর্ব্ববিষয় হইতে তৃষ্ণাহীন হইয়া যে সন্ন্যাসী আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। সকল লোকের বাহ্যিক বিষয় লাভে সন্তোষ হয়। সেই বাহ্য বিষয়লাভের অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ সকল বিষয়ভোগে বীততৃষ্ণ (তৃষ্ণারহিত) হইয়া যাহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক চিত্তবৃত্তি (যেমন কামী পুরুষ ভোগ্য পদার্থের লাভে সন্তুষ্ট থাকে, সেইরূপ) আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকেন। ['আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ' এইস্থলে 'চ' কারটী সমুচ্চয়ার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি একই সঙ্গে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট এইরূপ তিনটী বিশেষণকে সমুচ্চয় (একত্র) করিবার জন্য 'চ' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।] **তস্য**—যিনি এইরূপ আত্মজ্ঞানী সেই মহাপুরুষের (আত্মবিদের) **কার্য্যং ন বিদ্যতে**—কোন কার্য্য বা করণীয় থাকে না।

টিপ্পনী। (১ **মধুসূদনী টীকার তাৎপর্য্য**—ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তি স্রক্ (মালা), চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি বস্তুতে **রতি**—অনুভব করে, মনোজ্ঞ অন্নপানাদিতে **তৃপ্তি**—অনুভব করে এবং পশু, পুত্র, বিত্ত ও সুবর্ণাদির লাভে এবং রোগাদির অভাবে **তুষ্টি**—অনুভব করে। রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি এইগুলি মনোবৃত্তি বিশেষ এবং ইহারা সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা অনুভূত হয়, যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট (ক) বুত্থানাবস্থায় দ্বৈত বস্তুর প্রতীতি হইলেও আত্মা ভিন্ন অপর বস্তু তুচ্ছ (মিথ্যা) নিশ্চয় হইয়া থাকে। অবএব বিষয়ের প্রতি

তৃষ্ণা তাঁহার থাকা সম্ভব নয়। অতএব তাঁহার আত্মাতেই রতি থাকে। (খ) সর্ব্বপ্রকার আনন্দের যে প্রতিষ্ঠা বা আধার সেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে অন্য সব আনন্দ স্বতঃই প্রাপ্ত হয় ইহা "যাবান্ অর্থ উদপানে" বলিয়া (গীতা ২।৪৬) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব তিনি আনন্দ-স্বরূপ আত্মাতেই তৃপ্ত থাকেন। (গ) তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" সবই বাসুদেব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা এইরূপ ভাবে সর্ব্বত্র একই আত্মার দর্শন হওয়াতে নিজ হইতে অপর কোন পৃথক বস্তু না থাকায় তাঁহার রমণ করিবার অথবা সন্তোষ লাভ করিবার জন্য আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। অতএব তিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। এইরূপ আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট ব্যক্তির কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর কোন বিষয়ের প্রয়োজন না থাকাতে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য লৌকিক অথবা বৈদিক কোন কর্ম্ম সম্বন্ধেই কর্ত্তব্যতা থাকা সম্ভব নয়।

(২) আনন্দগিরি আত্মরতিঃ, আত্মতৃপ্ত, আত্মনি সন্তুষ্টঃ—রতি, তৃপ্তি ও সন্তোষের মোদ, প্রমোদ ও আনন্দের ন্যায় অবান্তর ভেদ হইয়া থাকে। অথবা রতি—বিষয়াসক্তি (আত্মরতিঃ— বাহ্যিক বিষয়াসক্তি শূন্য হইয়া আত্মবিষয়েই যাঁহার আসক্তি তিনি আত্মরতি) তৃপ্তি—বিষয় বিশেষের সম্পর্ক হইতে জাত সুখ অতএব আত্মতৃপ্তঃ—আত্মার সহিত বিশেষ সম্পর্ক বশতঃ যাঁহার তৃপ্তি বা সুখলাভ হয় তিনি। সন্তোষ—অভীষ্ট বিষয়মাত্র লাভ করিয়া যে সাধারণ (অবিশেষ) সুখ প্রাপ্ত হয় তাহা। অতএব আত্মনি সন্তুষ্টঃ— অভীষ্ট আত্মাকে প্রাপ্ত করিয়া যাঁহার সামান্য (অবিশেষ) সুখ বা সন্তোষ প্রাপ্ত হয় তিনি]

(৩) শ্রীধর স্বামী—(কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কেহই নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি বা জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এইজন্য অজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম যোগানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া এখন (১৭-১৮) এই দুইটী শ্লোকে জ্ঞানীর কর্ম্মে যে কোন আবশ্যকতা থাকে না তাহা বলিতেছেন)। যঃ তু—যিনি কিন্তু আত্মরতিঃ—আত্মাতে রত থাকেন অর্থাৎ যাঁহার

আত্মাতেই প্রীতি - আত্মতৃপ্তঃ নিজের স্বরূপানন্দের অনুভবে মগ্ন অতএব **আত্মান চ সন্তুষ্টঃ**—আত্মাতেই সন্তুষ্ট [সন্তোষ লাভ করিবার জন্য আত্মার বাহিরে (আত্মাতিরিক্ত) কোন বস্তুর যাঁহার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ বাহ্যিক কোন প্রকার ভোগের অপেক্ষা যাঁহার নাই।] **তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে**—তাঁহার আর কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কর্ম্ম থাকে না।

(৪) **শঙ্করানন্দ**—গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্' (সাংখ্যদিগের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং যোগিগণের অর্থাৎ গৃহীদিগের কর্ম্মযোগ দ্বারা) এই প্রকার উত্তর দক্ষিণ মার্গের সমান দুই ভিন্ন ভিন্ন নিষ্ঠা বিভাগ করিয়া 'তদেকং বদ নিশ্চিত্য' (উহাদের মধ্যে নিশ্চয় করিয়া একটে বল) এইপ্রকার আপনার কর্ত্তব্য কি তাহা যখন কর্ম্মাধিকারী অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন অর্জ্জুনের সমস্যাই সামনে উপস্থিত থাকায় অর্জ্জুনের হিত যাহাতে হয় সেইজন্য উপদেশ করিবার সময়ে 'ন কর্ম্মাণামনারম্ভাৎ' (কর্ম্মারম্ভ বিনা) ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়া 'নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বম্' (তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর) এই পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের জন্য কর্ম্মযোগেরই উপদেশ করিয়া 'যজ্ঞার্থাৎ' গীতা (৩।৯) হইতে আরম্ভ করিয়া 'মোঘং পার্থ স জীবতি (গীতা ৩।১৬) এই পর্য্যন্ত শ্লোকে অনাত্মজ্ঞ মুমুক্ষুর অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য অবশ্যই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য কারণ বিহিত কর্ম্ম করিলে দেবতাদিগের প্রসাদ এবং ঈশ্বর প্রসাদ লাভ হয় ইহা সূচিত করিবার জন্য বহু প্রক্রিয়া দ্বারা কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া ভগবান্ সাংখ্য যতির (জ্ঞানযোগে অধিকারী সন্ন্যাসীর) জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা বিনা অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই ইহা সূচিত করিবার উদ্দেশ্যে এখন বলিতেছেন—

যঃ তু মানবঃ—'তু' শব্দ অনাত্ম বস্তুতে যাহার রতি আছে তাহা হইতে আত্মরতি মানবকে ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য (পৃথক্ করিয়া দেখাইবার জন্য) প্রযুক্ত হইয়াছে। বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকেই মাপয়তি গ্রাহয়তি' অর্থাৎ মাপ করে অথবা গ্রহণ করায় উহাকে

মান অর্থাৎ প্রত্যগাত্ম দর্শন বলা হয়। ঐ প্রত্যগদর্শনকে 'বাতি ভজতীতি' অর্থাৎ সর্ব্বদা যিনি ভজন করেন তাঁহাকে মানব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী যতি বলা হয়, এইরূপ যে মানব আত্মরতিঃ—'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ শ্রুতিতে কথিত রীতি অনুসারে নিজ আত্মরূপে সাক্ষাৎকৃত নিত্যানন্দৈকরস অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেই রতি (অন্তঃকরণের রমণ) অর্থাৎ ক্রীড়া (সর্ব্বদা বিহার) যাঁহার হয় তিনি আত্মরতিঃ। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে 'আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন, আত্মানন্দঃ' অর্থাৎ যে ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা আত্মাতেই বিহার করেন, অনাত্মাতে (দেহাদিতে বা বাহ্যিক বিষয়ে যাঁহার বিহার বা রতি নাই ইত্যাদি) আত্মতৃপ্তঃ চ—এবং যিনি আত্মতৃপ্ত অর্থাৎ আনন্দৈকরসপূর্ণ আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া যিনি তৃপ্ত থাকেন কারণ স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে' (আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন লাভ নাই), অতএব অন্য কোন বস্তু প্রাপ্তব্য না থাকায় আত্মপ্রাপ্তিতেই সকল জাগতিক বস্তুতে যাঁহার অলং বুদ্ধি (পর্য্যাপ্তবুদ্ধি) হইয়াছে তিনি আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ—যেমন চক্ষু রূপ দর্শনে সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ বাহির ও ভিতর সর্ব্বত্র একমাত্র চিদানন্দৈকরস ব্রহ্মরূপ আত্মাই চিত্তবৃত্তির বিষয়ভূত থাকাতে যিনি সন্তুষ্ট থাকেন অথবা যেমন কামীপুরুষ ইষ্টার্থে (অভিলষিত বিষয়ে) সন্তুষ্ট থাকে সেইরূপ যখন ঐ আত্মাতেই মানব সন্তুষ্ট থাকে তখন তস্য—সেই মহাত্মা আত্মারাম সংন্যাসীর কার্য্যং—কর্ত্তব্য কর্ম্ম ন বিদ্যতে—থাকে না কারণ পূর্ণকাম হওয়াতে তাঁহার প্রাপ্তব্য বলিয়া আর কোন বস্তু থাকিতে পারে না।

শঙ্কা—বিদ্বান্ ব্যক্তিরও কর্ম্মে সমান অধিকার আছে। অতএব বিদ্বানেরও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত কারণ কর্ম্মবিধি সকলের জন্যই সমান। বিদ্বান্ কর্ম্মশাস্ত্র, উহার অর্থ এবং নিয়ম জানেন এবং শাস্ত্রেও 'বিদ্বান্ যজতে' (বিদ্বান্ যজন করেন) এই বিশেষ বিধান থাকায় বিধিবলানুসারে বিদ্বানের কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ যদি বলি? সমাধান—না, এইরূপ শঙ্কা যুক্ত নহে। এই বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন

করিব—যিনি পর ও অবরের (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের) একত্ববিজ্ঞানরূপ বহ্নিদ্বারা দ্বৈতভ্রমকে মূলসহ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এইরূপ জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি সবকিছু ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন তাঁহার কর্ম্ম কি নিজের জন্য হইবে, না অপরের জন্য হইবে? যদি নিজের জন্য হয় তাহা হইলে ইহলোকের ফলের জন্য হইবে কি পরলোকের ফলের জন্য হইবে? যদি ইহলোকের ফলের জন্য হয় তবে কি ঐ কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য হইবে, না পরিগ্রহের রক্ষার জন্য হইবে, অথবা বিলাসের জন্য হইবে?

উত্তর প্রথম পক্ষ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর রক্ষার জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না কারণ 'সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হওয়াতে বিদ্বান্ ব্যক্তি মিথ্যা বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মে কেবল পরিশ্রমই দেখেন বলিয়া উহার জন্য প্রযত্ন করেন না আবার শরীর স্থিতি প্রারব্ধের অধীন হওয়াতে দেহরক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্বান পুরুষের কর্ম্ম করা যুক্ত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ পরিগ্রহ রক্ষা করিবার জন্যও বিদ্বানের কর্ম্মযুক্ত হয় না কারণ 'এবং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা' (এইপ্রকারে ঐ আত্মাকে জানিয়া) ইত্যর্থক শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে যাঁহাদের মিথ্যাজ্ঞান নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়াছে সেই ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের পুত্রাদি এষণাসকল হইতে বুত্থান হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহাদের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা সকল নষ্ট হইয়া যায়)। অতএব বিরক্ত বিদ্বান্ পুরুষের কোন প্রকার পরিগ্রহ না থাকাতে পরিগ্রহের রক্ষার জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিলাসের জন্য কর্ম্ম করাও বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে যুক্ত হয় না কারণ যিনি সকলবস্তুকে একমাত্র আত্মারূপেই দর্শন করেন, যাঁহার আত্মাতেই রতি নিরন্তর থাকে সেই বিদ্বান্ পুরুষের আত্মভিন্ন অন্য বস্তুতে রতি হওয়া অসম্ভব, অতএব তাঁহার নিকট বিলাস বলিয়া কিছু থাকে না এবং বিলাসের জন্য তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করাও সম্ভব হয় না। আর যদি বল যে আমুষ্মিক (পরলোকের) ফলের জন্য বিদ্বান্ কর্ম্ম করুক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব—(ক) পরলোকে কি স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বিদ্বান্ কর্ম্ম করিবেন, না, (খ) মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য

কর্ম্ম করিবেন' না, (গ) আত্ম শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবেন ? ইহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষ যুক্ত হয় না কারণ 'পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ' (পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মপুরুষের সকল কামনা এইখানেই অর্থাৎ এই শরীরেই লয় হইয়া যায়) এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে বিদ্বানের সর্ব্বকামনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিদ্বানের স্বর্গের জন্য কামনা না থাকায় স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্যও কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে হয় না কারণ 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' (না কর্ম্মদ্বারা আর না তো প্রজা অর্থাৎ সন্তানাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়) এইরূপ শ্রুতিবাক্য কর্ম্মের মোক্ষসাধনত্ব নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় না তাহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিলেন। ইহা ছাড়া বিদ্বান্ পুরুষ স্বয়ং জীবন্মুক্ত অতএব বিদ্বান্ব্যক্তির মোক্ষের জন্য কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। তৃতীয় পক্ষও যুক্ত হয় না কারণ যদি বল যে আত্ম শুদ্ধির অর্থ শরীর শুদ্ধি তাহা হইলে বলিব যে 'কলেবরম্ মুত্রপুরীষভাজনম্' (এই শরীর মুত্র ও বিষ্ঠার পাত্র) এইরূপ স্মৃতিবচন থাকাতে আর উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়াতে মলমাংসাস্থিবিশিষ্ট শরীরের শুদ্ধি কোন কর্ম্মদ্বারা সম্ভব নয়। আর যদি বল যে আত্মশুদ্ধির অর্থ চিত্তশুদ্ধি তাহা হইলে বলিব যে 'যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বচন হইতে প্রমাণিত হয় যে শুদ্ধচিত্ত হইলেই সম্যগ্জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যে বিদ্বানের সম্যগ্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার পুনরায় চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না বলিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা যুক্ত হয় না। আর যদি বলি আত্মশুদ্ধির অর্থ আত্মার শুদ্ধি তাহা হইলে বলিব যে 'অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (আত্মা নাড়ীরহিত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ) এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে আত্মা নিত্যশুদ্ধ। তাহা ছাড়া আত্মা নিরবয়ব অতএব কর্ম্মের অবিষয়। অতএব কর্ম্মদ্বারা আত্মার শুদ্ধি হইবে এইরূপ কল্পনা করা যুক্ত নহে। যে আত্মজ্ঞানের বলে, বিষ্ণু, রুদ্র আদি দেবতাগণ শত শত কোটি অকার্য্য করিয়াও স্বয়ং

শুদ্ধ হয় এবং অন্যকেও শুদ্ধ করায় সেই আত্মাকে কে এবং কিসের দ্বারা শুদ্ধ করিবে? শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'স্বত এব সতঃ শুদ্ধির্নাঽসতা যেন কেনচিৎ' (সৎবস্তুর শুদ্ধি স্বতঃই হইয়া থাকে, কোন অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুর দ্বারা সৎবস্তুর শুদ্ধি হইতে পারে না)। অতএব আত্মা স্বতঃই শুদ্ধ থাকেন। আর যদি বল যে বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠান তাহা হইলে পরের জন্যই হউক ; তাহা হইলে প্রশ্ন করিব—পরের অর্থাৎ লোকের হিতের জন্য যিনি কর্ম্ম করেন তিনি কি অপরোক্ষজ্ঞানী অথবা পরোক্ষজ্ঞানী ? আর যদি অপরোক্ষ জ্ঞানী হয় তাহা হইলে তিনি কি সংন্যাসী অথবা গৃহস্থ ? প্রথমপক্ষ যুক্ত নহে অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞানী সংন্যাসীর পক্ষে পরের হিতের জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব নয় কারণ তিনি নিরভিমান হওয়াতে এবং সর্ব্বকর্ম্ম ও কর্ম্মের সাধন সকল ত্যাগ করাতে তাঁহাতে কর্ম্মশব্দ যুক্ত হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। দেহ, বর্ণ ও আশ্রমাদিতে আমি ও আমার এইরূপ অভিমান, প্রপঞ্চে সত্যত্ববুদ্ধি, বিষয়েচ্ছা, কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি, কর্ত্তব্যাকরণে প্রত্যবায়ের (পাপের) ভয়, এবং শাস্ত্রের ভয়—এই সকল (কর্ম্মে) প্রবৃত্তির বীজ। এই সকলকেই পর ও অবরের (ব্রহ্ম ও জীবাত্মার) একত্ববিজ্ঞানরূপ মহাগ্নি দ্বারা মূল সহিত দগ্ধ করিয়া স্বয়ং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত থাকিয়া পূর্ব্বে অনাত্মবস্তুর (দেহান্দ্রিয়াদির) সহিত তাদাত্ম্য (একত্ববোধ) থাকাতে যে অজ্ঞান গ্রন্থি বিদ্যমান ছিল তাহা যিনি দগ্ধ করিয়াছেন এবং সর্ব্ববস্তুতে আত্মভাব (আমিই এইসব এইভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ স্বাত্মারাম যতির যখন অতিবদনই (আত্মা ভিন্ন অন্যকিছুর বিষয়ে বলাই) সম্ভব নয় তখন তাঁহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়, ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? শ্রুতিতে এইজন্য বলা হইয়াছে 'প্রাণো হ্যেষ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদি' (এই প্রাণই অর্থাৎ ব্রহ্মই সর্ব্বভূত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন, এইরূপ যে বিদ্বান্ জানেন তিনি অতিবাদী হয়েন না অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত অন্যকোন বিষয় সম্বন্ধে কথা বলেন না)। এইজন্য যিনি

ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং আত্মরতি হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে নিজের জন্য এবং অপরের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্ত নয়—অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানী গৃহস্থের পক্ষেও অপরের হিতের জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। অনেক হাজার জন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মরাশির পরিপাকে এবং ঈশ্বরের প্রসাদে সর্ব্বদৃশ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া "আমি ব্রহ্মই" এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত একত্ববিজ্ঞান যখন অপ্রতিবদ্ধভাবে সমুৎপন্ন হয় তখন গৃহস্থও যাজ্ঞবল্ক্য আদির ন্যায় এষণাসকল (বাসনা সকল) হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং অজ্ঞানরূপ কারণ না থাকাতে উহার পক্ষে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। দেহাদিতে অহংভাব এবং দেহাদি হইতে ভিন্ন পদার্থে মমত্ব বোধই সংসারের কারণ। 'আমি ব্রহ্ম' এই একত্ববিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার ঐ দুইটিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাঁহার আর (জন্মমরণরূপ) সংসার গতি হইতে পারে না। 'আমি ব্রহ্মই' এই বিজ্ঞান আর 'আমি ব্রাহ্মণ', 'ইহা আমার' এইরূপ বুদ্ধি প্রকাশ ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ ! অতএব একপুরুষে উভয়ের থাকা সম্ভব হয় না। এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা যিনি হৃদয়গ্রন্থি (অজ্ঞানগ্রন্থি) ছেদন করিয়া দিয়াছেন ঐ বিদ্বানের পক্ষে পুনরায় সংসরণে (সংসার চক্রে ভ্রমণ) সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞানলাভ করিবার পর গৃহস্থ বিদ্বান্‌ও সংসারগতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যদি ঐরূপ গৃহস্থ বিদ্বান্ মুক্ত না হয়েন তাহা হইলে (সংন্যাসী) বিদ্বান্ পুরুষেরও অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তি হইলেও মুক্তি হয় না, ইহা বলিতে হইবে। আর যদি বল যে মুক্তির জন্য প্রারব্ধ না থাকাতেই ব্রহ্ম ভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থও গৃহত্যাগ করিতে পারেন না তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব যে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত নহে। ঐ বিদ্বান গৃহস্থ জড়ভরতের ন্যায় গৃহে থাকেন—'আমি' ও 'আমার' ভাব তাঁহার থাকেনা এইজন্য সংসারগতি তাঁহার প্রাপ্ত হয় না কারণ জগৎ-মিথ্যাত্বজ্ঞান এবং সংসার গতি পরস্পর বিরুদ্ধ। যেমন নির্জল মরুকে দেখিয়া অর্থাৎ মরুভূমিতে জল নাই এইরূপ জানিয়া দূর হইতে জল প্রতীত হইলেও ঐ জল গ্রহণ

করিবার জন্য অথবা জল পান করিবার জন্য বিবেকী ব্যক্তি গমন করেন না, বলবান্ ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াও স্বয়ং বেগপূর্ব্বক অথবা হর্ষসহিত কখনও যান না কিন্তু 'হা কষ্ট' এইরূপ রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে থাকেন এবং অন্য কাহাকেও ঐ কার্য্যে প্রেরিত করেন না, সেইরূপ প্রতিকূল প্রারব্ধবান্ হইয়াও সর্ব্বমিথ্যাত্বদর্শী বিদ্বান্ কর্ম্ম করিবার সময়ে হর্ষ করেন না এবং অপরকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না কিন্তু ভগ্নকটি (যাহার কোমর ভগ্ন হইয়াছে এইরূপ) সর্পের ন্যায় মন্দগতি হইয়া থাকেন কারণ সকল প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে যে অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংভাব (আমিত্ববোধ) তাহা তাঁহার থাকেনা। যেরূপ ব্রাহ্মণের চণ্ডালকে স্পর্শ করিবার রুচি থাকে না সেইরূপ 'আমি ব্রহ্মই' এইপ্রকার ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ দ্বারা ব্রহ্মেতে স্থিত বিদ্বানের নিজ শরীর স্পর্শ করিবার রুচি (অর্থাৎ শরীরে—'আমি' এই বোধ করা) সম্ভব হয় না। দেহের সহিত তাদাত্ম্যবোধ না থাকিলে 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেহাদিতে তাদাত্ম্যবুদ্ধি অতীব দুঃখকর হইয়া থাকে এবং ঐ তাদাত্ম্যদ্বারা 'আমি ও আমার' এইরূপ প্রবৃত্তি উহা হইতেও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে এবং ঐরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা কর্ম্ম করা আরও দুঃখের কারণ হয় জানিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি গৃহাস্থাশ্রমে বাস করিলেও (অর্থাৎ গৃহস্থ হইলেও) সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগই করিয়া থাকেন, তিনি নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব চতুর্থাধ্যায়ে এবং এই তৃতীয়াধ্যায়ে যে লোকসংগ্রহের কথা শ্রীভগবান্ বলিবেন তাহা পরোক্ষজ্ঞানীর পক্ষেই করা সম্ভব, অপরোক্ষজ্ঞানী উহা কখনও করিতে পারিবেন না কারণ অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে উহাঁর অহংভাব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। শঙ্কা হইতে পারে যে 'যোগযুক্তবিশুদ্ধাত্মা বিদিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।' (যোগযুক্ত, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতে যিনি আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকেন এইরূপ বিদ্বান্ কর্ম্ম করিয়াও

লিপ্ত হয়েন না। যুক্ত পুরুষ এইরূপ মনে করেন যে তিনি কিছুই করেন না (গীতা ৫।৭।৮) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বিচার করিলে যখন অপরোক্ষ জ্ঞানীরও লোকসংগ্রহের জন্য নিত্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয় তখন পরোক্ষজ্ঞানীই লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিবেন এইরূপ নিয়ম কিরূপে করা যাইতে পারে ? আর বিশুদ্ধাত্মত্বাদি বিশেষণ সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বিনা পরোক্ষজ্ঞানীতে কিরূপে থাকিতে পারে ? আবার উক্তবাক্যে 'মুনি' ও 'তত্ত্ববিৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্মবিৎএর লক্ষণই দেখা যায় অতএব অপরোক্ষজ্ঞানীরও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এইরূপ যদি বলি ? ইহার উত্তরে বলা হইবে—এই কথা সত্য যে বিশুদ্ধাত্মত্বাদি বিশেষণ অজ্ঞানীব্যক্তি হইতে ব্রহ্মবিৎকে পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছে কারণ এই প্রকার মুক্তির লক্ষণ শতকোটি জন্মেও অপরের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না। তথাপি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—অপরোক্ষজ্ঞানী তো দুই প্রকার হয় (১) সিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানী এবং (২) সাধকঅপরোক্ষজ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে সিদ্ধাপরোক্ষজ্ঞানীর লোক সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য না সাধক অপরোক্ষ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য ? সিদ্ধাপরোক্ষজ্ঞানী মুক্তপুরুষ হওয়াতে উহাঁর দ্বারা লোকসংগ্রহ হইতে পারে না। 'আমি আর এই সব ব্রহ্মই' এইপ্রকার নিত্যনিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জীবও ব্রহ্মের একত্ববিজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা দ্বৈত ভ্রমবন্ধকে কাটিয়া ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর সহিত আপনাকে মুক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞানী যতি দেখিয়া থাকেন উহাঁর দৃষ্টিতে বদ্ধ লোকের অভাব হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে কোন বদ্ধ প্রাণী থাকে না কারণ তাহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত সকল প্রাণীও ব্রহ্মরূপেই অনুভূত হয় বলিয়া সকলেই মুক্ত হইয়া থাকে।) অতএব এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে লোকসংগ্রহের কোন প্রশ্নই উঠে না। যেমন দেবদত্ত সকলের প্রথমে স্বয়ং ভোজন করিয়া নিজেকেই ভুক্তবান্ দেখে, অন্যকে সেইরূপ দেখে না অথবা যেমন যজ্ঞদত্ত স্বয়ং প্রথমে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া নিজেকে জাগ্রত দেখে সেইরূপ বিদ্বান্ কেবল নিজেকেই মুক্ত দেখেন না কিন্তু স্বরূপ বিজ্ঞান দ্বারা নিজেকে এবং সকল প্রাণীকে মুক্তই

দেখেন। যেরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের চেতনত্ববৈশিষ্ট্য বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত প্রাণী সকলকে চেতনত্বধর্ম্মবিশিষ্টই জানেন অথবা যেরূপ পাচক স্থালীর (পাত্রের) একটী চাউলের পাকজ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ একটী চাউল কে সিদ্ধ দেখিয়া) অন্য সকল চাউল পক্ক হইয়াছে এইরূপ জানিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যতি নিজেরমুক্তি দ্বারা সকলকে মুক্ত বলিয়াই জানিয়া থাকেন—কেবল অপনাকেই মুক্ত বলিয়া জানেন না। যদি কেহ কেবল আপনাকেই মুক্ত দেখেন, অন্যকে মুক্ত দেখেন না তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মবিৎ নন এবং মুক্তও নন অর্থাৎ তিনি বানীদ্বারাই মুক্ত কিন্তু অবিদ্যাবন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। যেরূপ বিবেকী পুরুষ সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদিকে জলময় অর্থাৎ জলমাত্র বলিয়া দেখেন, অথবা যেরূপ স্বর্ণকার হার, কটক, মুকুট আদি স্বর্ণালংকারকে স্বর্ণমাত্র বলিয়া জানেন অথবা যিনি রজ্জুর স্বরূপ জানিয়াছেন তিনি —যেরূপ রজ্জুতে প্রতিভাসিত সর্পকে রজ্জুমাত্র দেখেন সেইরূপ যিনি প্রত্যক্‌দৃষ্টিদ্বারা নিজেকে এবং সকল জগৎকে ব্রহ্মমাত্র বলিয়া জানেন সেই ব্রহ্মবিৎই অদ্বৈতদর্শী হওয়াতে অবিদ্যাবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় আপনা হইতে (আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু দেখেন না এইরূপ অদ্বৈতদর্শী পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, সিদ্ধ মহাত্মার দৃষ্টিতে লৌকিক বিধি, বিধান আর বিধেয়আদির অভাব হওয়াতে বিধি, বিধান অথবা বিধেয়ের উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় না। যদি বল যে গীতাতে 'কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে' (কর্ম্ম করিতে থাকিয়া তিনি লিপ্ত হয়েন না) এইরূপ প্রবৃত্তিদ্যোতক বচন বিদ্যমান থাকাতে ব্রহ্মবিৎ মহাত্মার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না এইরূপ কথা কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর গীতার ৫।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইবে। 'বিদ্বান্ যজতে' (বিদ্বান যজন করেন) এইবাক্যে বিদ্বান্ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিৎ যতি নয় পরন্তু যে ব্রাহ্মণ বেদের অর্থ জানেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে বিদ্বান শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে কারণ ব্রহ্মবিৎ সংন্যাসীর

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস (ত্যাগ) হওয়াতে এবং লৌকিক সকল বিষয়ের ন্যায় কর্ম্মবিধিরও মিথ্যাকোটির ভিতর প্রবেশ হওয়াতে (অর্থাৎ জগৎ-মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হওয়াতে বিধি প্রভৃতিও মিথ্যাই এইরূপ নিশ্চয় থাকে বলিয়া) ঐরূপ বিদ্বানের জন্য কোনপ্রকার কর্ম্মবিধি প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষও (অর্থাৎ 'সাধক' অপরোক্ষজ্ঞানী লোকসংগ্রহ করিবেন এইরূপ বলাও) সঙ্গত হয় না কারণ মুমুক্ষু সাধক সংন্যাসীর জন্য কোন বিধি (শাস্ত্রে) দেখা যায় না অর্থাৎ মুমুক্ষু সংন্যাসী যিনি নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতেই তৎপর তাঁহার জন্য সমাধি বিনা অন্য কোন কর্ম্ম লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে করা কর্ত্তব্য এইরূপ বিধিশাস্ত্রে নাই। 'তমেব' ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' (আত্মাকেই জানিয়া ধীর প্রজ্ঞা করে অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মই এইরূপ বুদ্ধি করে), 'পরং ব্রহ্মানুসন্দধ্যাৎ' (পর-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করে 'যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ' (বিদ্বান্ বানীকে মনে লয় করে), 'ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' (ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যকে ত্যাগ করিয়া বাল্যরূপে অবস্থান করিবে) এইপ্রকার জ্ঞান-নিষ্ঠাই মুমুক্ষু-সাধকের জন্য কর্ত্তব্যরূপে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ' (মন সংযত করিয়া আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট কর—গীতা (৬।১৪), 'ধ্যানযোগ পরো নিত্যম্' (নিত্য ধ্যানযোগ পরায়ণ হও (গীতা ১৮।৫২), 'বাচং যচ্ছ মনঃ যচ্ছ' (বাণীকে সংবরণ কর মনকে সংবরণ কর)। এইসব বাক্য হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে সংন্যাসী 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিয়াছেন এবং নিরন্তর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিবার জন্য সমাধি-অভ্যাস করিতেছেন অতএব যিনি এখনও সাধকাবস্থাতেই আছেন অর্থাৎ যিনি সাধক অপরোক্ষজ্ঞানী) তাঁহার পক্ষে সমাধিই কর্ত্তব্য—অন্য কোন শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম স্বার্থ ও পরমার্থের জন্য করার কোন বিধি তাঁহার জন্য শাস্ত্রে বিহিত নাই। শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ' (শৌচ, আচমন অথবা স্নান বিধির বশীভূত হইয়া না করে) এইরূপ স্মৃতিবাক্য জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের জন্য বিধির অভাবই সূচিত করিতেছে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—

'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' (সংন্যাসী এই আত্ম-লোককে প্রাপ্তি করিবার ইচ্ছা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইবেন) অর্থাৎ জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হওয়াতে যিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ বিবিদিষু (জিজ্ঞাসু) যতির জন্য বলা হইয়াছে 'জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ (জিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মবিধিকে আদর না করে)। অতএব জিজ্ঞাসু সংন্যাসীরও যখন শ্রবণাদিজ্ঞান সাধন সকল বিনা অন্য কর্ত্তব্য থাকে না এবং তাহাকেও কর্ম্মবিধির উপেক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তখন সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠ অপরোক্ষজ্ঞানী অথবা আত্মতত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন অথচ যিনি সমাধির জন্য সাধনরত এইরূপ পুরুষের জন্য যে কর্ম্মের তন্ত্র অর্থাৎ বিধান হইতে পারে না, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অতএব বহুবার বেদান্তাদি শ্রবণ করিয়া, আভাস—আত্মজ্ঞানী হইয়াছেন অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি বাহ্য বাসনা সকল দ্বারা বদ্ধ আছেন এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানীই লোকসংগ্রহ বচনের বিষয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ ঐরূপ পরোক্ষজ্ঞানীর পক্ষেই লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব। অথবা লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট মহানুভব ব্যাস, অগস্ত্য, পরাশর, বশিষ্ঠাদি এবং উহাঁদের সমান অন্য 'অধিকারী' পুরুষগণ যাঁহারা নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ তাঁহারাই লোকসংগ্রহ বচনের বিষয় হইয়া থাকেন (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও তাঁহাদের পক্ষেই লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব। কারণ তাঁহারা অধিকারী পুরুষ)। সিদ্ধ বা সাধক মুমুক্ষু যতি উক্ত লোকসংগ্রহ বচনের বিষয় নহে। এইকারণে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলিলেন—'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' (উহাঁর কোন কর্ত্তব্য থাকে না)।

(৩ নারায়ণী টীকা – প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে 'তৃতীয়াধ্যায়ের তাৎ-পর্য্যে' ৩।১৭-১৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য (গীতা ১খণ্ড, পৃ ১৮১-১৮২)। দ্রষ্টব্য।

[আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কেন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে না তাহা বিশেষ করিয়া এখন বলিতেছেন—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। তস্য ইহ কৃতেন কশ্চিৎ অর্থঃ ন এব (অস্তি) অকৃতেন চ কশ্চন। অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন।

অনুবাদ। এই আত্মবিৎ ব্যক্তির কোনপ্রকার কার্য্যের দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; কোন বিহিত কর্ম্মের অকরণেও (অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম না করিলেও) কোন অনর্থ হয় না। যেহেতু এই জগতে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে কাহারও নিকটে তাঁহার কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই।

ভাষ্য দীপিকা। ইহ—ইহলোকে কৃতেন—অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা তস্য—পরমাত্মাতে যাহার রতি হইয়াছে এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের অর্থঃ—কোন প্রয়োজন ন এব—হইতেই পারে না। ['এব' শব্দ নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না কারণ তিনি স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয় (সমৃদ্ধি) প্রার্থনা করেন না আর নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ কর্ম্মসাধ্য নয়। অর্থাৎ কেবল কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যেহেতু জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। অতএব তাঁহার কোন প্রকার কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ উঃ ১।২।১২) অর্থাৎ অকৃত (নিত্য মোক্ষ) কৃত কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষ যে জ্ঞানসাধ্যও নয় অর্থাৎ উহা যে জ্ঞান হইতেও উৎপন্ন হয়না তাহাই 'নৈব' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে কারণ নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) আত্মারই স্বরূপ অতএব তাহা নিত্য প্রাপ্ত। অজ্ঞানই উহাকে (আত্মস্বরূপকে) আবৃত করিয়া অপ্রাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে সেই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আত্মার স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। অতএব সেই আত্মবিদের আর কর্ম্মসাধ্য বা জ্ঞান সাধ্য কোন প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ তাঁহার এমন কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না যাহা কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। (মধুসূদন)]

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়সের জন্য তত্ত্বজ্ঞানীর কোন প্রকার কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকিলেও বিহিত কর্ম্মের অকরণে তো প্রত্যবায় (পাপ) হইবেই। অতএব প্রত্যবায় (পাপ) পরিহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**অকৃতেন কশ্চন ন**—বিহিত কর্ম্মের (নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের) অকরণ দ্বারা এই সংসারে তাঁহার কোন প্রকার প্রত্যবায়-প্রাপ্তিরূপ বা আত্মহানিলক্ষণরূপ অনর্থ হয় না [বিহিত কর্ম্মের অকরণ হইতে প্রত্যবায় (পাপ) হইলে তাহার পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি করা অসম্ভব হইত অথবা বিহিত কর্ম্মের অকরণে যদি পূর্ব্বলব্ধ চিত্তশুদ্ধির অভাব হইত তাহা হইলে জ্ঞান দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব হইত না—। এইরূপ হইলে জ্ঞানীর আত্মহানি-লক্ষণরূপ অনর্থ প্রাপ্তি হইত। কিন্তু জ্ঞানীর কর্ম্ম পরিত্যাগে ঐরূপ কোন অনর্থই হয় না, [কারণ জ্ঞানী পূর্ব্বেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর চিত্ত আর অশুদ্ধ হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। মোক্ষ, স্বর্গ হইতে নিত্য নিরতিশয় এবং অনন্ত সুখদায়ক। অতএব জ্ঞানীর কোনপ্রকার হানির সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই এখানে বলিবার তাৎপর্য্য।] **ন চ**—এস্থলে চ শব্দটী হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'যেহেতু না' এই অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে (মধুসূদন । **অস্য**—এই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির **সর্ব্বভূতেষু**—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণীগণের মধ্যে কাহারও নিকটে **কশ্চিৎ**—কোনপ্রকার **অর্থব্যপাশ্রয়ঃ**—ব্যপাশ্রয় আছে ব্যপাশ্রয় শব্দের অর্থ অবলম্বন (আনন্দগিরি) আর 'অর্থ' শব্দের অর্থ প্রয়োজন। অতএব অর্থ-ব্যপাশ্রয়—অর্থের (প্রয়োজনের) জন্য ব্যপাশ্রয় (অবলম্বন বা আশ্রয়) অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি কোন প্রাণীবিশেষকে অবলম্বন করিবার (আশ্রয় করিবার) আবশ্যকতা হয় না ইহাই "অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন" পদের তাৎপর্য্য। বলিবার অভিপ্রায় এই যে জ্ঞানীর প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কোন ক্রিয়াসাধ্য বস্তুও নাই অর্থাৎ কোন প্রাণীবিশেষকে অথবা

দেবতা বিশেষকে অবলম্বন (আশ্রয়) করিয়া কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে এমন কোনও বস্তুর প্রয়োজন জ্ঞানীর থাকে না যাহার জন্য তাঁহার কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা হইতে পারে। [জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই নিষ্প্রয়োজন এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন— 'নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীকে কৃত অথবা অকৃত (কোন কর্ম্ম) তাপিত করিতে পারে না। যাগাদি কর্ম্ম না করিলে যে দেবতাদিগের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তাহা জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকে কিন্তু আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইলে দেবতারাও তাঁহার কোন প্রতিবন্ধক বা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে না। এইজন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তস্য হন দেবশ্চনাভূত্যৈ ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" (বৃহঃ উঃ) অর্থাৎ দেবগণও তাঁহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না কারণ তিনি সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকেন। অতএব মোক্ষের পথে বিঘ্নের নিবারণের জন্যও জ্ঞানীর দেবতাগণের আরাধনা করার আবশ্যকতা থাকে না। (মধুসূদন)]

হে অর্জ্জুন তুমি কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এই 'সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয় সম্যগ্‌দর্শনে স্থিত হইতে পার নাই। অতএব তোমার পক্ষে বিহিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই এখানে ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়।

টিপ্পণী। (১) **মধুসূদন—(ক) ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ**- বশিষ্ঠদেব জ্ঞানের সাতটি ভূমিকা নিরূপণ করিয়াছেন— (১) **শুভেচ্ছা**—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকাদিপূর্ব্বক মোক্ষলাভের ইচ্ছা যাহার ফলে প্রব্রজ্যা (সংন্যাস) গ্রহণ করিতে হয়। (২) **বিচারণা**— সংন্যাসের পর গুরূপসদন পূর্ব্বক শ্রবণ মননরূপ বেদান্ত বাক্য বিচার (৩) **তনুমনসা**—বিচারের পর নিদিধ্যাসন অভ্যাস দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিলে মনের সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা। এই তিনটি মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই সাধনাবস্থা থাকে ততদিন ইহাকে যোগিগণের 'জাগ্রদবস্থা' বলা হয় কারণ মুমুক্ষুর

নিকট এই অবস্থায় জগদ্‌বিষয়ক ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। (৪) সত্ত্বাপত্তি—বেদান্ত বাক্য শ্রবণ হইতে নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য সাক্ষাৎকার। ইহা যোগিগণের স্বপ্নাবস্থা অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় সেইরূপ সত্ত্বাপত্তি অবস্থায় সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যারূপে প্রতীত হইতে থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীকে ব্রহ্মবিৎ বলা হয় (৫) অসংসক্তি—সবিকল্প সমাধির অভ্যাসবশতঃ মন নিরুদ্ধ হইলে যে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয় উহাকে অসংসক্তি বলা হয়। ইহা যোগীর সুষুপ্তি অবস্থা কারণ এই অবস্থাতে জাগতিক বিষয়সম্বন্ধে কোন ভেদবুদ্ধি জ্ঞানীর থাকে না। আবার সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় এই অবস্থায় যোগী অন্যের প্রযত্ন বিনা স্বয়ংই উত্থিত হইয়া থাকেন এইরূপ যোগী ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে উৎকৃষ্ট। (৬) পদার্থাভাবিনী—অসংসক্তির অভ্যাস পরিপক্ক হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত যে অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধি থাকে তাহাকে পদার্থাভাবিনী অবস্থা বলা হয়। ইহাকে যোগীর 'গাঢ়সুষুপ্তি' অবস্থা বলা হয় কারণ এই অবস্থায় যোগী স্বয়ং সমাধি হইতে উত্থিত হন না কিন্তু পরের প্রযত্নে তাঁহার ব্যুত্থান হয়। এইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্ গণের মধ্যে উৎকৃষ্টতর বলা হয়। (৭) তুরীয়—এই অবস্থায় যোগী স্বতঃ বা পরতঃ ব্যুত্থান লাভ করেন না কারণ সকল প্রকার ভেদ দর্শন তাঁহার তখন রহিত হইয়া যায়। তিনি তখন সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতেই তন্ময় হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজের কোন প্রযত্ন বিনাই তাঁহার প্রাণবায়ু পরমেশ্বর দ্বারাই প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে এবং তাঁহার জীবন যাত্রাও অন্যের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এইরূপ যোগীকে ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ (উৎকৃষ্টতম) বলা হয়। এই ভূমিকে যোগের বিদেহ মুক্তি অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থা বাক্যের অগম্য—ইহা শান্ত স্বরূপ এবং যোগ ভূমি সকলের মধ্যে ইহাই শেষ সীমা বা চরম স্থান, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতে বলা হইয়াছে—"দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন

পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরা মদান্ধঃ” দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ। তং সপ্রপঞ্চ মধিরূঢ় সমাধিযোগঃ স্বপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধ বস্তুঃ॥” (ভাগবত ১১ স্কন্ধ) অর্থাৎ মদিরা পান করিয়া মত্ততাবশতঃ বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির যেমন কটিদেশে বস্ত্র রহিল কি বিচ্যুত হইল তাহার বোধ থাকে না সেইরূপ সিদ্ধ (তত্ত্বজ্ঞানী) মহাপুরুষও দৈববশে প্রাপ্ত অথবা দৈবক্রমে পরিত্যক্ত এই নশ্বর দেহ উঠিল কি পড়িয়া রহিল তাহা লক্ষ্য করেন না। কারণ তিনি সদাই স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। আবার দৈবাধীন তাঁহার এই দেহটীও ততক্ষণ প্রাণযুক্ত থাকে যতক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম্ম বলবৎ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পর জাগ্রত ব্যক্তি যেমন আর স্বপ্ন দৃশ্য অনুসরণ করে না সেইরূপ সমাধিযোগে অধিরূঢ় ব্যক্তিও দ্বৈত প্রপঞ্চ সহিত দেহ পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন না। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—“তদ্‌যথাহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেহথায়মশরীরো মৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব” ইতি অর্থাৎ যেমন সর্পনির্মোক (সাপের খোলস) বল্মীকের (উইর ঢিপির) উপর প্রাণশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে ঠিক সেইরূপেই জ্ঞানীর এই শরীর পড়িয়া থাকে, আর এই যে অশরীর অমৃত প্রাণ (আত্মা) তাহা তেজঃ স্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়।

“চতুর্থী ভূমিকা জ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা। জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরা তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।” অর্থাৎ উক্ত সাতটী ভূমিকার মধ্যে চতুর্থী ভূমিকাটী (সত্তাপত্তি) জ্ঞানের অবস্থা, উহার পূর্ব্বের তিনটী (শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমনসা) সত্তাপত্তির সাধন স্বরূপ আর উহার (সত্তাপত্তির) পরবর্ত্তী তিনটী ভূমিকা (অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুরীয় ভূমিকা) জীবন্মুক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া কথিত হয়। এই সাতটীর মধ্যে প্রথম তিনটীর ভূমিকায় যদি অজ্ঞ ব্যক্তিও আরূঢ় থাকে তাহা হইলে সে কর্ম্মের অধিকারী হয় না অতএব যিনি সত্তাপত্তি

অবস্থা লাভ করিয়া জ্ঞান ভুমিতে আরূঢ় হইয়াছেন অথবা পরের তিনটীর জীবন্মুক্তের অবস্থার মধ্যে কোন একটী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি কি করিয়া কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারেন? অতএব জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাহারও আশ্রয় বা কোন কর্ম্মের অপেক্ষা থাকিতে পারে না।

(১) শ্রীধর—[আত্মারাম পুরুষের কার্য্য কেন থাকে না সেই বিষয়ে হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন ইহ কৃতেন—ইহ জগতের কর্ম্ম দ্বারা তস্য অর্থঃ ন এব অস্তি—তাঁহার পুণ্যও হয় না, ন অকৃতেন কশ্চন—কর্ম্মের অকরণেও কোন প্রত্যবায় (দোষ বা পাপ) হয় না, কারণ তাঁহার অহঙ্কার না থাকাতে তিনি বিধি নিষেধের অতীত হইয়া থাকেন। তথাপি শ্রুতি বলেন 'তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুরিতি' (মনুষ্য ব্রহ্মকে জানুক ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে)। সুতরাং মোক্ষ লাভে দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সেই সকল বিঘ্ন পরিহার করিবার জন্য কর্ম্ম দ্বারা দেবতাদের সেবা করা উচিত এইরূপ যদি আশঙ্কা হয় তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অস্য সর্ব্বভুতেষু—এই আত্মারাম পুরুষের সর্ব্বভূতে অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীতে কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ ন—অর্থের (মোক্ষের) জন্য কোনও ব্যপাশ্রয় (আশ্রয় অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় বা আশ্রয় করিবার যোগ্য কেহই) নাই। এইরূপ পুরুষের যে দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই তাহাও শ্রুতিই বলিয়াছেন—'তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি' আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের প্রতিবন্ধক করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না কারণ এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাদেরও (দেবতাদিগেরও) আত্মাই হইয়া থাকেন (নিজের আত্মার অনিষ্ট কেহই করে না)। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই দেবকৃত বিঘ্নাদি হইতে পারে। [শ্রুতি বচনে 'চ ন' অব্যয় শব্দের অর্থ অপি অর্থাৎ দেবতারা] সুতরাং 'যদেতদ্ ব্রহ্ম মনুষ্যাবিদ্যুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি ইহা দ্বারা (মনুষ্য দেবতাদিগের নিকট অপ্রিয়)

এইরূপ বলিয়া শ্রুতি অজ্ঞানীদিগেরই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ ইহা সূচিত করিতেছেন।

টিপ্পনী (২) শঙ্করানন্দ—ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সকলেই কর্ম্মজন্য অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সুকৃতিলাভ করিয়াছেন তাহারই ফল হইতেছে ব্রহ্মা ইন্দ্রাদির পদ। সর্ব্বত্র সুখ কর্ম্মদ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীও যখন সুখই ইচ্ছা করেন তখন নিরন্তর সুখসিদ্ধির জন্য (অর্থাৎ যাহাতে সুখপ্রাপ্তি হয় সেইজন্য) কোন না কোন কর্ম্ম তাঁহার করাই উচিত, এইরূপ যদি বলি ? সমাধান —না এইরূপ বলা যুক্ত হইবে না কারণ 'আনন্দং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানম নন্দং' ব্রহ্ম (আনন্দব্রহ্ম, বিজ্ঞান ও আনন্দব্রহ্ম') এইপ্রকার ব্রহ্মের আনন্দৈক-রূপত্ব শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। অতএব নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডানন্দস্বরূপে স্থিত হইয়াছেন এইরূপ যতির নিরন্তর অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দরসের অনুভব (স্বতঃই) হওয়াতে তাহার অনিত্য ক্রিয়াজন্য (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন) সুখের অপেক্ষা থাকে না। অতএব কর্ম্মের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে এমন কোন বিষয়ের দ্বারা ব্রহ্মবিদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না অথবা ঐ বিষয় প্রাপ্ত না হইলে (ঐ বিষয়ের অভাবে) কোন অনর্থ বা হানি হয় না। ইহাই এখন বলিতেছেন—**তস্য কৃতেন অর্থ ন এব**—'আমিই এইসব এইপ্রকার সকল বস্তুতে অদ্বিতীয় আত্মাকে যিনি দেখেন সেই আত্মারাম এবং আত্মানন্দ-সিদ্ধ (আত্মানন্দে নিরন্তর স্থিত) সন্ন্যাসীর কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য কোন অর্থ (প্রয়োজন সিদ্ধি) থাকিতেই পারে না কারণ তিনি আত্মাতেই তৃপ্ত থাকেন এবং আত্মাভিন্ন অন্য সব কিছুকে মিথ্যা বলিয়া দর্শন করেন। যোগক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তব্য আকাশ গমনাদি এবং অনিমাদি সিদ্ধির অপেক্ষা তিনি করেন না এবং সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তপস্যারূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রাপ্তব্য ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদি পদের অপেক্ষা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না আত্মার জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে

বৈদিকক্রিয়াদ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া—যে মোক্ষলাভ করা যায় সেই মোক্ষের অপেক্ষাও (প্রয়োজন) তাঁহার থাকে না। এইজন্য ব্রহ্মবিত্তম পুরুষের কর্ম্মদ্বারা সাধনীয় কোন অর্থ ই (বিষয় বা প্রয়োজন) থাকিতে পারে না। প্রশ্ন হইবে—আচ্ছা, কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থের (বিষয়ের) অপেক্ষা না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানীরও বিধি উলঙ্ঘন করিবার দোষ আর বিহিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) তো হইবেই। অতএব এই দোষ দ্বারা জ্ঞানহানি বা স্বরূপের হানির প্রসঙ্গ তো হইবেই? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ন ইহ অকৃতেন কশ্চন (অনর্থঃ সম্ভবতি)—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অকৃতেন (অর্থাৎ তিনি বিহিত কর্ম্মের আচরণ না করিলেও) এইলোকে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-হানি বা স্বরূপহানি (স্বরূপ হইতে চ্যুতি) রূপ কোন অনর্থ তাঁহার হইতে পারে না। "মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতম্" (এই দ্বৈত মায়া মাত্র) এই ন্যায়ানুসার বিধিও অবিদ্যারূপ হওয়াতে মিথ্যাই। অতএব বিদ্বানের পক্ষে বিধি উলঙ্ঘন করিলে কোন দোষ হয় না। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে' (পাপ ও পুণ্য এই উভয়কেই ইনি আপনা আত্মারূপে জানেন)। এই বাক্যানুসার সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মদর্শন হইলে অকর্ম্মেরও ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন পৃথক্ সত্তা না থাকাতে অকর্ম্ম হইতে কোন দোষ হইতে পারে না। অতএব যিনি নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠাতে স্থিত সেইরূপ বিদ্বান্ কর্ম্ম না করিলে তাহারদ্বারা জ্ঞানহানি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 'এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য'—(ব্রাহ্মণের ইহা নিত্য মহিমা) এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে কর্ম্ম ও অকর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মবিৎ পুরুষের স্বরূপের কোন বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় না। অতএব অকর্ম্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপের হানিও হইতে পারে না। সুতরাং 'অকৃতেন' অর্থাৎ কর্ম্ম না করাতে উঁহার কোনই অনর্থ হয় না।

পরন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরও মুক্তির প্রতিবন্ধের নিবৃত্তির জন্য অথবা আধ্যাত্মিকাদি উপদ্রব সকলের নিবৃত্তির জন্য উপাস্তি ক্রিয়া (উপাসনা)

দ্বারা শিব, বিষ্ণু অথবা অন্যের (বিশেষভাবে) আশ্রয়ণ করা (আশ্রয় লওয়া) উচিত হয় ; অথবা শরীর যাত্রার জন্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ণ করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিদ্বানের পক্ষে সর্ব্বদা কর্ম্মত্যাগ যুক্ত হয় না, এইরূপ আশঙ্কা যদি কেহ করেন তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন —**অস্য**—উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিত্তমের **সর্ব্বভূতেষু**—শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাবিশেষে অথবা ব্রাহ্মণ বা অন্য সকল প্রাণীতে **কশ্চিৎ অপি**—পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার কার্য্যকে উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ মুক্তির প্রতিবন্ধের নিবৃত্তির জন্য অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য) কোন কিছুরই **অর্থব্যপাশ্রয়ঃ নচ**—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আশ্রণীয় হয় না। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ' (গীতা ৫।১৯) অর্থাৎ তাঁহারাই সংসারকে জয় করিয়া থাকেন যাঁহাদের মন সমতাতে স্থিত থাকে, এই বচনানুসার 'ইহৈব' অর্থাৎ এই শরীরেই নিত্যনিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠাদ্বারা ভাবীশরীর প্রাপ্তির হেতু অজ্ঞান এবং তাঁহার কার্য্য সঞ্চিতাদি কর্ম্মসমূহকে নির্ম্মূল করিয়া নিজের শরীরের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়য়া (সদা সম ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে) স্থিত থাকেন বলিয়া ব্রহ্মবিৎপুরুষ এই শরীর ধারণ করিয়াই মুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার মুক্তির জন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকা সম্ভব না হওয়াতে এবং শিব, বিষ্ণু আদি দেবাদি মিথ্যাকোটিতে প্রবিষ্ট হওয়াতে (অর্থাৎ উহাঁরাও মায়ারই কার্য্য অতএব মিথ্যা এইরূপ নিশ্চিত হওয়াতে) তাঁহারা বিদ্বান্ পুরুষের আরাধ্য হইতে পারেন না। আর আধ্যাত্মিকাদি উপদ্রব এবং শরীরের রক্ষা প্রারব্ধাধীন হওয়াতে এবং এই বিষয়ে পুরুষের প্রযত্নের ব্যর্থতা সর্ব্বত্র দেখা যায় বলিয়া ব্রাহ্মণাদি কোন ব্যক্তিই বিদ্বানের আশ্রণীয় হয় না অর্থাৎ আশ্রয় করিবার যোগ্য হয় না। এইজন্য ব্রহ্মবিৎবর্য্য মুক্তপুরুষের কখনও কিছুমাত্র কর্ত্তব্য থাকে না। যদি কোন কর্ত্তব্য থাকে, তাহা হইলে তিনি তো ব্রহ্মবিৎ-ই নহেন। স্মৃতিও ইহাই বলেন—'জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ' (জ্ঞানরূপী অমৃতদ্বারা তৃপ্ত কৃতকৃত্য যোগীর কোনও কর্ত্তব্য থাকে

না যদি কৰ্ত্তব্য থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন।

(৩) নারায়ণী টীকা—ইহজগতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানীর পুণ্য হয় না আবার কর্ম্মের অকরণেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় (পাপ) হয় না কারণ তিনি নিরহঙ্কার ও নিষেধের অতীত হইয়া আত্মাতেই সর্ব্বদা স্থিত থাকেন। তাঁহার কোন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই এবং কর্ম্মের ফলের আকাঙ্ক্ষাও নাই। অতএব বিহিত কর্ম্ম অথবা অবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না বলিয়া তিনি বিহিত কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার বৃদ্ধি অথবা হানির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বৈতবস্তুর সত্তা নাই অতএব তাহার কোন বস্তুর জন্য প্রয়োজন বোধ থাকিতে পারে না অথবা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাহারও আশ্রয় লইবার আবশ্যকতা নাই এবং কোন কর্ম্মের অপেক্ষাও থাকিতে পারে না। এই কারণেই আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ পুরুষের কোন কার্য্য (কর্ত্তব্য) থাকে না।

———

[যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন তাহার কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি মুমুক্ষু—তোমার এখনও কর্ম্মে অধিকার আছে অতএব যতদিন জ্ঞানোদয় না হয় ততদিন ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে থাক। ইহাই এখন ভগবান্ বলিতেছেন—]

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। তস্মাৎ অসক্তঃ (সন্) সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর; হি পুরুষঃ অসক্তঃ (সন্) কর্ম্ম আচরন্ পরম্ আপ্নোতি।

অনুবাদ। এইজন্য তুমি অসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলাসক্তি বিহীন হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক, যে হেতু পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে (যথাকালে) পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে।

তত্ত্বদীপিকা। তস্মাৎ-যেহেতু তুমি পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ জ্ঞানী নও কিন্তু এখনও কর্ম্মাধিকৃত মুমুক্ষু সেই হেতু অসক্তঃ সন্—সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মের ফলের জন্য অভিসন্ধি না রাখিয়া সততং—সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ম্ম—কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহুয়াৎ ইত্যাদি শ্রুতি বিহিত 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে বেদানুবচন দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনশন পূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, এই প্রকার শ্রুতি বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের উপায়রূপে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বেদপাঠ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম সকল অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে সেই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম (মধুসূদন)] সমাচর—সম্যক্ রূপে (অর্থাৎ শাস্ত্রে যেরূপ বিহিত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে) আচরণ

কর অর্থাৎ অনুষ্ঠান কর। হি—যেহেতু পূরুষঃ—মুমুক্ষু ব্যক্তি অসক্তঃ—ফলাভিসন্ধি রহিত অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কুর্ব্বন্—শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করিয়া (এবং উহার ফলে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া) পরম্—মোক্ষ আপ্নোতি—প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অতএব তুমিও নিষ্কাম হইয়া (অর্থাৎ কর্ম্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া) ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। তথাপি যতক্ষণ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধি উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না এবং জ্ঞান (আত্মসাক্ষাৎকার জনিত জ্ঞান) লাভ না হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মোক্ষই চরম ফল। এই জন্য মোক্ষকে "পরং" বলা হইয়াছে। [শ্লোকে 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত করিতেছেন যে যিনি ইহজীবনেই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ সৎপুরুষ। অন্য সকলের জীবন সফল নয়। (মধুসূদন)] হে অর্জ্জুন! তোমার এখনও কর্ম্মেরই অধিকার আছে অতএব চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে থাক, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(১) শ্রীধর—[যেহেতু সম্যক জ্ঞানীর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই কিন্তু অন্যের (অজ্ঞানীর) কর্ম্মের আবশ্যকতা (চিত্তশুদ্ধির জন্য) আছে অতএব তুমি কর্ম্ম কর (কারণ তোমার এখনও তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই)। ইহাই এখন স্পষ্ট করিতেছেন] তস্মাৎ- যেহেতু তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় নাই সেইজন্য অসক্তঃ—ফলসঙ্গ (ফলকামনা) রহিত হইয়া সততং —সর্ব্বদা কার্য্যংকর্ম্ম—অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাচর—সম্যক্‌ভাবে আচরণ (অনুষ্ঠান) কর। হি—যেহেতু অসক্তঃ (সন্)—আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মআচরন্—কর্ম্ম করিলে পুরুষঃ পরম্ আপ্নোতি—পুরুষ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানদ্বারা পরম্ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২) শঙ্করানন্দ—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত যোগারূঢ় মুক্ত আত্মারাম যতির কর্ত্তব্য থাকে না, কিন্তু তুমি আরুরুক্ষু মোক্ষার্থী অতএব তোমার কর্ম্মই কর্ত্তব্য ইহা অর্জ্জুনের নিকট স্পষ্ট করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

হি—যেহেতু অসক্ত পুরুষঃ—মুমুক্ষু পুরুষ স্বয়ং অসক্ত (ফলাভিলাষা রহিত) হইয়া কর্ম্ম আচরণ হি—(বর্ণাশ্রমানুকূল) বেদবিহিত কর্ম্মের আচরণ অর্থাৎ সম্যক্প্রকারে (ঠিকঠিক) অনুষ্ঠান করিয়াই পরম—পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ আপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়েন যেমন এই আত্মরতি পুরুষ এই জন্মে অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বেদবিহিত কর্ম্ম করিয়াই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইরূপ কর্ম্মভূমিতে স্থিত অন্য কোন ব্যক্তিও কর্ম্ম করিয়াই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন—মোক্ষ প্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই। এই কারণ তুমিও অসক্তঃ—নিষ্কাম হইয়া কার্য্যং কর্ম্ম—কার্য্যকর্ম্ম অর্থাৎ বেদ বিধিদ্বারা বিহিত নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সততং—সর্ব্বদা সমাচর—সম্যক্প্রকারে (অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ঠিকঠিক) কর। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞান এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। 'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি' (ধর্ম্মদ্বারা পাপকে নষ্ট করে), 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ' (পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুরুষের জ্ঞান উৎপন্ন হয়), 'জ্ঞানদেব তু কৈবল্যম্') (জ্ঞান হইতেই কৈবল্য প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি বচনদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পাপের ক্ষয়, পাপের ক্ষয় হইতে জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয়।

(৩) নারায়ণী টীকা—তুমি মুমুক্ষু হইলেও এখনও কর্ম্মেরই অধিকারী। অতএব যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয় ততদিন তোমার

বর্ণাশ্রমানুকূল অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে "সম্যকপ্রকারে অনুষ্ঠান করা উচিত কারণ ফলকামনা রহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম্ম যে সৎপুরুষ অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তিনি চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়া পরং অর্থাৎ পরম পুরুষকে (পরমাত্মাকে অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য-সত্য পরমানন্দরূপ আত্মাকে) প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ আত্মার যথার্থস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। আত্ম-সাক্ষাৎকার আর মোক্ষ একই কথা।

———

[আচ্ছা, কেবলমাত্র জ্ঞানীরই কর্ম্মে অনধিকার তাহা নহে বিবিদিষু ব্যক্তিরও অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া জ্ঞানের অভিলাষী তাহারও সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার বিধি আছে। অতএব তাহারও যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং আমিও যখন বিরক্ত হইয়া জ্ঞানের অভিলাষী হইয়াছি তখন আমারও তো নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য ত্যাগ করা উচিত ? ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার নাই ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করিয়া ভগবান্ অজ্ঞানের এই আশঙ্কা দূর করিতেছেন (মধুসূদন) এবং জনকাদির দৃষ্টান্তানুসারেও যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম করা উচিত ইহা এখন বলিতেছেন—]

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়। হি জনকাদয়ঃ কর্ম্মনা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ। লোক সংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন কর্ত্তুম্ অর্হসি।

অনুবাদ। জনকাদি মহাপুরুষগণ (নিষ্কাম ভাবে . শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অধিকন্তু (কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা) লোক সংগ্রহ হইতে পারে ইহা দেখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

ভাষ্যদীপিকা। হি—যেহেতু জনকাদয়ঃ—পূর্ব্বকালে জনক অশ্বপতি-অজাতশত্রু প্রভৃতি বিদ্বান ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মণা এব (কর্ম্মসংন্যাস বিনা) শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়া সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ —সংসিদ্ধি (মোক্ষ ; প্রাপ্তির জন্য আস্থিত অর্থাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। [অথবা সংসিদ্ধিতে অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা সাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠাতে আস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্থিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (মধুসূদন)] যদি ইহা স্বীকার করা হয় যে জনকাদি সম্যক দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী

ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা তো প্রারব্ধ কর্ম্ম হওয়াতে অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে থাকিলেও (সংন্যাস গ্রহণ বিনাই) পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জীবন্মুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। আর যদি এইরূপ বলা হয় যে প্রাচীন জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ প্রথমেই সম্যকদর্শী (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) ছিলেন না পরে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে জনক অশ্বপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে সংসিদ্ধিতে (জ্ঞান নিষ্ঠাতে) আস্থিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [অথবা শ্লোকের অন্বয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে **হি জনকাদয়ঃ**—যেহেতু পূর্ব্বকালে জনক অশ্বপতি প্রভৃতি বিদ্বান ক্ষত্রিয়গণ **সংসিদ্ধিম্ প্রাপ্য অপি**—সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানযোগ নিষ্ঠায় আরূঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও (জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াও) **কর্ম্মণা এব**—কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মের সহিতই **আস্থিতাঃ**—স্থিত অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং কৃতার্থী হওয়াও সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন না করিয়া মূঢ় লোককে ত্রাণ করিবার জন্য (অর্থাৎ তাহাদের শিক্ষার জন্য) জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসার শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যদি যোগারূঢ় জনকাদি এইরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা হইলে তোমার ন্যায় অনাত্মজ্ঞ আরুরুক্ষু জনের যে মোক্ষের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর বলিবার কি আছে? এইরূপে মুমুক্ষু অনাত্মজ্ঞ এবং আরুরুক্ষুর মোক্ষের জন্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া এখন যাহাদের সংন্যাসে অধিকার নাই এইরূপ ব্রাহ্মণ ভিন্ন জীবন্মুক্ত পুরুষেরও নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোক হিতের জন্য নিজ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্য অর্জ্জুনকে বলিতেছেন]—**লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যান্ কর্ত্তুম্ অর্হসি**—[যদি তুমি নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া মনে কর এবং এইরূপ বিচার কর যে প্রাচীন জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হওয়াতে

তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন কিন্তু যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনি কি প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ? উত্তরে বলা হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোক সংগ্রহরূপ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রারব্ধ সংস্কারানুসারে কর্ম্ম করিতে পারেন।] তুমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার সংন্যাসে অধিকার নাই এবং রজঃগুণের সংস্কার তোমার মধ্যে প্রবল থাকা স্বাভাবিক। অতএব ক্ষত্রিয় স্বভাবানুসারে লোক সংগ্রহের জন্য তোমার কর্ম্ম করা উচিত। অসন্মার্গ হইতে লোক সকলের প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা (অর্থাৎ সৎ কর্ম্ম মার্গ দেখাইয়া লোক সকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা) এবং উন্মার্গ হইতে (শাস্ত্র বিগর্হিত মার্গ হইতে) নিবৃত্ত করার নাম লোক-সংগ্রহ। ['লোকসংগ্রহম্ এব সংপশ্যন্' পদের অর্থ এই যে লোক সংগ্রহরূপ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও। আর 'অপি' শব্দের অর্থ মহাপুরুষগণের শিষ্টাচার অবলোকন করিয়াও অর্থাৎ জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজারা যেমন লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতেন সেই সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াও তুমি বিবিদিষু হও অথবা বিদ্বান্ হও তোমার কর্ম্ম করা উচিত, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। মধুসূদন)]

টিপ্পনী (১) মধুসূদন—শ্রুতিতে আছে "ব্রাহ্মণা পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাঞ্চরতি" (বৃহঃ উঃ ৪।৪।১২) অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ পুত্রৈষণা (পুত্রেচ্ছা) হইতে, বিত্তৈষণা হইতে, এবং লোকৈষণা হইতে (বৈরাগ্যবান্) ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচরণ করেন। এই শ্রুতি বাক্য হইতে ব্রাহ্মণেরই বিধিপূর্ব্বক সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে বলা হইল অন্যের নহে। স্মৃতি শাস্ত্রে আছে "চত্বারো আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য এয়ো রাজন্যস্য দ্বৌ বৈশ্যস্য" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সংন্যাস এই চারি আশ্রম বিহিত, ক্ষত্রিয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ এই তিন আশ্রম এবং বৈশ্যের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম বিহিত আছে। অতএব ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল ক্ষত্রিয়ের সংন্যাসে অধিকার নাই। পুরাণেও আছে—

'মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্‌বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মঃ প্রশাস্যতে ॥'

অর্থাৎ মুখজাত ব্যক্তিগণের (ব্রাহ্মণগণের) ইহাই ধর্ম্ম যে তাঁহারা বিষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিবেন অর্থাৎ সংন্যাস গ্রহণ করিয়া দণ্ড ধারণ করিবেন কিন্তু বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণের এবং উরুজাত বৈশ্যগণের পক্ষে এই ধর্ম্ম প্রশস্ত নহে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংন্যাসে অধিকার নাই। এই কথাই এখানেও বলা হইতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও গীতা ভাষ্যে এইজন্যই বলিয়াছেন—সংন্যাসে অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণে কেবল ব্রাহ্মণেই অধিকার আছে, অন্যের নহে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে সকলেরই অধিকার আছে ইহা তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন। [বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সামর্থ্য হয় তাহা হইলে, তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন ইহা বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যার অধিকার তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অত্যাশ্রমী হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অযাচিত বৃত্তি (আজগর বৃত্তি) অবলম্বন করেন তাহা হইলে শাস্ত্রের সহিত কোন বিরোধ হয় না ইহাই সুরেশ্বরাচার্য্যের বলিবার অভিপ্রায়। সংন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।] এইজন্যই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিলেন "যদি তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া থাকে তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কর্ম্ম করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য আর যদি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাক তাহা হইলেও কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংন্যাসে তোমার অধিকার নাই। সেইরূপ অবস্থায় জনকাদির ন্যায় লোক সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করা উচিত।"

(২) শ্রীধর—[এই বিষয়ে সাধুদের সমাচার প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন—] "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিং আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ"—জনকাদি জ্ঞানীগণ কর্ম্মদ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হইয়া সংসিদ্ধি অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। **লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি**—যদি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানীও মনে কর তথাপি কর্ম্মাচরণ তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে কারণ লোক সংগ্রহের জন্যও (অর্থাৎ লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের জন্যও) কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য। এই কথা মনে করিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত যে 'আমি কর্ম্ম করিলে সকল লোক কর্ম্ম করিবে'। অন্যথা জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমানুকূল শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে। এইপ্রকার লোকরক্ষার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান তোমার কর্ত্তব্য—কর্ম্মত্যাগ তোমার উচিত নয়।

(৩) **শঙ্করানন্দ**—অতএব যিনি আত্মতত্ত্বকে জানেন নাই অথচ যিনি মুমুক্ষু এইরূপ ব্যক্তির অবশ্যই কর্ম্ম করা উচিত এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বশ্লোকে প্রদান করিয়া এই বিষয়ে বৃদ্ধাচারকে প্রমাণরূপে শ্রীভগবান্ উল্লেখ করিতেছেন—

জনকাদয়ঃ—জনক (বৈদেহ) যাঁহাদের আদি তাঁহাদিগকে জনকাদি বলা হয় অর্থাৎ অশ্বপতি, ভগীরথ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজাগণ **কর্ম্মণা এব**—কর্ম্মদ্বারাই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্তরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই **সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ**—চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা সংসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব তুমিও কর্ম্ম করিয়াই উহাদ্বারা উৎপন্ন চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া সুখে অবস্থান কর, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। অথবা **জনকাদয়ঃ সংসিদ্ধিম্ প্রাপ্য অপি কর্ম্মণা এব আস্থিতাঃ**—জনকাদি জ্ঞানযোগের নিষ্ঠাতে নিরূঢ় (পরিপক্ক) হইয়া সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও লোকহিতের জন্য কর্ম্মের সহিতই স্থিত ছিলেন অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়েন নাই। কৃতার্থ হইয়াও মূঢ়লোককে উদ্ধার কবিবার জন্য কর্ম্ম করিয়াই স্থিত ছিলেন অর্থাৎ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। যোগারূঢ় হইয়াও যখন এইরূপ জনকাদি রাজাগণ কর্ম্ম করিয়াছেন তখন অনাত্মজ্ঞ আরুরুক্ষু তোমার মোক্ষের নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এই

বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? এই প্রকারে মুমুক্ষু অনাত্মজ্ঞ আরুরুক্ষুর মোক্ষের জন্য অবশ্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া এখন মুক্ত হইলেও যিনি আধিকারিক পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার ও লোকের হিতের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা বলিবার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ জনকাদির প্রবৃত্তিকে দৃষ্টান্তরূপে উদাহারণ দিয়া (শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিতেছেন যে) তোমারও যদি ঐরূপ আধিকারিক পুরুষের অধিকার আছে এইরূপ মনে কর তাহা হইলে সেই ভাবেই থাক কিন্তু তথাপি জনকাদির ন্যায় লোকের হিতের জন্য তোমার কর্ম্ম অবশ্য করা কর্ত্তব্য। মহাপুরুষের প্রবৃত্তি দ্বারা অবশ্যই শাস্ত্রের প্রামাণ্য, কর্ম্মের প্রাশস্ত্য (উৎকৃষ্টতা) এবং অজ্ঞানীর তরণ এবং পরম্পরাক্রমে সদাচারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য মহান্ মুক্তপুরুষের ও (আধিকারিক পুরুষের) কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এই আশয়ে এখন বলিতেছেন—**লোকসংগ্রহ এব অপি সংপশ্যন্**— লোক শব্দের অর্থ পামর জন। লোক সংগ্রহ শব্দের অর্থ সৎ কর্ম্মের মার্গ-দেখাইয়া পামর ব্যক্তিদিগকে সংসার হইতে তারণ অর্থাৎ মুক্ত করা অথবা কুমার্গ হইতে উহাদিগকে নিবৃত্ত করা। কেবলমাত্র লোকসংগ্রহের আবশ্যকতা বিচার করিয়াও অর্থাৎ আমার দ্বারা ক্রিয়মান কর্ম্ম লোকের উপকারের জন্যই হইবে' এইরূপ দর্শন করিয়া (জানিয়া) **কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি**—তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও অর্থাৎ তোমার কর্ম্ম করা উচিত। [তুমি যদি অনাত্মজ্ঞ আরুরুক্ষু যোগী হও তাহা হইলে মোক্ষের জন্য কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য হইবে। আর যদি নিজেকে আত্মজ্ঞ ও মুক্ত মনে কর এবং আধিকারিক পুরুষ হও তাহা হইলেও জনকাদির ন্যায়, লোকসংগ্রহের জন্য (লোক হিতার্থে) তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য হইবে—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।]

(৪) **নারায়ণী টীকা**—যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম পিতামহ, জনক, অশ্বপতি, ভগীরথ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন। তথাপি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কামনা-শূন্য হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন কারণ তাঁহারা (ক) ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং (খ) রাজাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেক

দেহই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশে উৎপন্ন হয় এবং সেই সেই সংস্কারানুসারে প্রতি দেহের প্রবৃত্তি থাকে। ক্ষত্রিয় দেহ আপন স্বভাব বশে (অর্থাৎ রজঃগুণের সংস্কারের প্রাবল্য বশতঃ) ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত পরায়ণ হয়—জ্ঞানলাভ হইলেও দেহের ঐরূপ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক এইজন্য ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার নাই—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য কর্ম্মেরই ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, 'তুমি জ্ঞানি হও কি জিজ্ঞাসু হও, উভয়াবস্থাতেই তোমার লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা উচিত। [অবশ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হইয়াছেন তাহার জন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস স্বতঃই হইয়া যায় এবং তিনি গুণাতীত হওয়াতে গুণের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণ, আশ্রম কর্ম্ম, লোক এবং লোকসংগ্রহ ইত্যাদি সবই তাঁহার দৃষ্টিতে বিলয় হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানী হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠার জন্য যতক্ষণ অভ্যাস চলিতে থাকে ততক্ষণই লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা সম্ভব হয়। নিরন্তর ব্রাহ্মী স্থিতিতে কোন কর্ম্মই সম্ভব নয়।] আবার রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াও লোকসংগ্রহের জন্য তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কারণ শাস্ত্রে বলা আছে—'সর্ব্বে রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ' (সমস্ত ধর্ম্ম রাজাকে অর্পণ করিয়া থাকে এবং রাজাই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন।) রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই প্রজাসকল অনুকরণ করে। লোকে যাহাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া উন্মার্গগামী না হয়, তাহার জন্য রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজ নিজ আচরণ দ্বারা লোক সকলকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবেন। তুমিও (অর্জ্জুনও) ক্ষত্রিয়, রাজা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তোমার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও এবং তোমার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্য (লোক সকলকে আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎপথে চালিত করিবার জন্য) তোমার নিজ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করা উচিত। ইহাই এখানে বলিবার অভিপ্রায়। [আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ক্ষত্রিয় কে এবং কেনই বা তাহার কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয় তাহা

প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্যে ২।৩১—৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিস্তৃতভাবে বিচার করা হইয়াছে।

[আচ্ছা, আমি কর্ম্ম করিলেও লোকে কেন আমার অনুকরণ করিবে ? এইরূপ শঙ্কার উদয় অর্জ্জুনের মনে হইতে পারে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কি প্রকারে লোক সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা শ্রীভগবান্ এখন বলিতেছেন—]

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব আচরতি। সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন সাধারণ লোক সকলও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোকেও (তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া) তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা। শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি—যে যে লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন তিনি যে যে বিহিত বা নিষিদ্ধ অর্থাৎ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের আচরণ করেন (অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব (আচরতি)—সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রাকৃত জন অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিওঐরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুগত হইয়া ঠিক ঠিক সেই সেই কর্ম্মের সেই প্রকারেই আচরণ করিয়া থাকে [অর্থাৎ তাহাদের স্বাধীন ভাবে অন্য প্রকার কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য নাই। এখন প্রশ্ন হইবে—সাধারণ লোক শাস্ত্র দেখিয়া বৈধ অবৈধ কর্ম্ম জানিয়া লইয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় (শাস্ত্র-বিরুদ্ধ) আচরণ সেগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় কর্ম্মই করে না কেন ?

ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে শাস্ত্রের প্রতিপত্তি (তাৎপর্য্য) বিষয়েও সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ জনের বুদ্ধিরই অনুসরণ করে (মধুসূদন)।] সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে— সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা অর্থাৎ লৌকিক হউক অথবা বৈদিকই হউক যে বিষয়কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে—সাধারণ লোক তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয় কিন্তু স্বাধীনভাবে শাস্ত্রানুসারে কোনটী বৈধ এবং কোনটী অবৈধ সেই বিষয়ে প্রমাণ নির্ণয় করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। [সুতরাং তুমি যখন রাজা বলিয়া প্রধান হইতেছ তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও লোক সংরক্ষণের নিমিত্ত [অর্থাৎ লোক মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য (আনন্দগিরি)] তোমার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ তুমি যেরূপ করিবে তোমার অনুগত লোকও সেই অনুসারে কর্ম্ম করিবে।

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—[কর্ম্ম করিলে লোকসংগ্রহ কিরূপে হয় তাহা বলিতেছেন—] যদ্ যদ্ শ্রেষ্ঠঃ আচরতি—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব (করোতি)—ইতর (প্রাকৃত বা সাধারণ) লোকও তাহাই করে। সঃ—সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যৎ প্রমাণম্ কুরুতে—কর্ম্মশাস্ত্র অথবা নিবৃত্তিশাস্ত্রের মধ্যে যাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে—সাধারণ লোকেরা তাহাই অনুসরণ করে অর্থাৎ সেই অনুসারে কাজ করে।

(২) শঙ্করানন্দ—আমার কৃতকর্ম্ম দ্বারা লোকের উপকার কিরূপে হইবে এইরূপ শঙ্কা যদি অর্জ্জুন করেন তাহা হইলে তাহার উপরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যঃ শ্রেষ্ঠঃ— বেদশাস্ত্র সকল পড়িতে এবং পড়াইতে, উহাদের অর্থ বুঝিতে এবং বুঝাইতে এবং উহাতে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ও করাইতে এবং যিনি কুল, শীলাদি মহত্ত্ব সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ যৎ যৎ আচরতি--যাহা যাহা আচরণ করেন অর্থাৎ যে যে শ্রোত অথবা স্মার্ত অথবা অন্যপ্রকার কর্ম্ম করেন নিয়মপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ জনঃ—অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ পামর মুমুক্ষুও তৎ তৎ আচরতি

—সেই সেই কর্ম্ম আচরণ (অনুষ্ঠান) করিয়া থাকে—নিজে কিন্তু অন্য কিছু করে না কারণ শাস্ত্র, শাস্ত্রজন্যজ্ঞান এবং শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্মের পরিজ্ঞান উহার নাই। আবার সঃ—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যৎ—যে যে শাস্ত্রকে প্রমাণং কুরুতে—'ইহাই প্রমাণ' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করেন লোকঃ—মূঢ় ব্যক্তি তৎ—উহাই অর্থাৎ ঐ শ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্বারা প্রমাণীকৃত শাস্ত্রের অনুসারই আচরণ করে অর্থাৎ ঐ শাস্ত্রকেই স্বয়ং প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। পামর পুরুষ শ্রেষ্ঠব্যক্তির অনুকরণ করিয়া থাকে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। এই কারণ শ্রেষ্ঠ কৃতার্থ পুরুষের লোকের হিতের জন্য কর্ম্ম করা উচিত, ইহা সিদ্ধ হইল।

(৩) নারায়ণী টীকা—অর্জ্জুন! তুমি রাজা এবং শৌর্য্য, তেজ বিদ্যা এবং পৌরুষের জন্য তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে সাধারণ লোক ও শুভই হউক কি অশুভই হউক তাঁহারই অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে ঐ শ্রেষ্ঠব্যক্তি লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন সাধারণ লোকও স্বতন্ত্রভাবে কোন বিচার না করিয়া তাঁহারই দ্বারা স্বীকৃত প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া তদনুসারে আচরণ করে। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তির নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লোকমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিহিত কর্ম্ম করা উচিত।

[এই জগতে লোক সংগ্রহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি তোমার কোন সংশয় থাকে তবে আমাকেই কেন দেখিতেছ না? এই বিষয়েতে তো আমিই দৃষ্টান্ত—ইহাই এখন বলিতেছেন]

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নান বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যং ন অস্তি। অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ কিঞ্চন ন (অস্তি)। (তথাপি) অহং কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ।

অনুবাদ। হে পার্থ! ত্রিভুবনে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। আমার ইদানীং অপ্রাপ্ত বস্তু বা ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য (কাম্য) বলিয়াও কিছু নাই। তথাপি আমি কর্ম্মেতে বর্ত্তমান (অর্থাৎ কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইয়াই) আছি।

ভাষ্য দীপিকা। হে পার্থ!—তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন হইয়াছ আবার এদিকে পিতৃস্বসা পৃথার (কুন্তীর) পুত্র হওয়ায় আমার মধ্যে যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহা তোমার মধ্যেও বিদ্যমান। অতএব আমি যেরূপ ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকি সেইরূপ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য তোমার মধ্যেও আছে, ইহা স্মরণ করাইবার জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে এখানে 'পার্থ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ত্রিষু লোকেষু—তিন লোকে মে—আমার অর্থাৎ সত্যকাম, সত্যসংকল্প ষড়ৈশ্বর্য্যগুণ সম্পন্ন সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মার কিঞ্চন—কোন প্রকার কর্ত্তব্যং করণীয় কর্ম্ম ন অস্তি—নাই। অনবাপ্তম্- কারণ এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমার অপ্রাপ্ত, অতএব অবাপ্তব্যম্ ন অস্তি- আমার প্রাপ্তব্য অর্থাৎ অভিলাষ (আকাঙ্ক্ষা) করিবার যোগ্য বস্তু কিছুই নাই। [যেহেতু ভগবান্ সত্যকাম সত্য সংকল্প সেই হেতু সকল বস্তুই তাঁহার স'কল্পমাত্রেই প্রাপ্ত হয়। অতএব অপ্রাপ্ত বলিয়া কিছুই নাই আবার যেহেতু তিনি নিজে আপ্তকাম বা পূর্ণকাম সেইজন্য তাঁহার কামনা করিবার যোগ্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। অতএব ভগবানের কোন বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া কর্ম্ম করিবার কোন প্রয়োজন না থাকাতে তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়াও কিছু থাকিতেপারে না—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

[প্রশ্ন হইবে, যদি তোমার কোন কিছু প্রয়োজনই নাই তাহা হইলে তুমিই বা কর্ম্ম করিবে কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—)

(তথাপি) অহং কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ—তবুও অর্থাৎ আমার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আমি (ভগবান্) লোক সকলকে উন্মার্গ হইতে রক্ষা করিয়া সৎমার্গে চালিত করিবার জন্য লোক সংগ্রহরূপ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকি অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া থাকি। বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি আছে তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এই প্রসিদ্ধি প্রকাশ করিবার জন্য 'চ' শব্দ 'হি' শব্দের অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বর্ত্তে এব চ' ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই আমি যখন ক্ষত্রিয় বংশে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন সংন্যাসে আমার অধিকার নাই। অতএব আমার জাগতিক কোন বিষয়ের প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল শাস্ত্র মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্য এবং লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি যাহাতে আমাকে অনুসরণ করিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতে পারে। তুমি ও ক্ষত্রিয় এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তি অতএব তুমিও আমার ন্যায় পরধর্ম্ম (সংন্যাস) গ্রহণ না করিয়া (প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লোকসংগ্রহের জন্য) স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাক।]

টিপ্পনী –(১) শ্রীধর—[এই বিষয়ে আমিই (ভগবান্‌ই) দৃষ্টান্ত ইহা এখন তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন—] হে পার্থ !—হে অর্জ্জুন ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি—আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই যেহেতু ত্রিষু লোকেষু—তিন লোকে নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং (অস্তি)—আমার অপ্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্য নাই [অর্থাৎ আমি আপ্তকাম হওয়াতে সকলবস্তুই বিনা প্রযত্নে আমার প্রাপ্ত আছে অতএব প্রাপ্য (প্রাপ্তি করার যোগ্য কোন বস্তু) আমার নাই।] তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ—কর্ম্মেতে আমি বর্ত্তমান আছি অর্থাৎ কর্ম্ম আমি করিতেছি।

(২) শঙ্করানন্দ—কৃতার্থ মহাত্মার কর্ম্মদ্বারা সাধ্য (প্রাপ্তব্য) কোন

কিছু থাকে না অতএব তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান কোথায়ও দেখা যায় না এইরূপ শঙ্কা অর্জ্জুনের মনে উদয় হইতে পারে। এইশঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ এখন বলিতেছেন যে বিষয়ে আমিই প্রমাণ—হে পার্থ! হে অর্জুন! মে—আমার অর্থাৎ ষড়্গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রাপ্ত সর্ব্বকাম সর্ব্বেশ্বরের কিঞ্চন কর্ত্তব্যম্ নাস্তি—কোন বিষয় প্রাপ্তি করিতে হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্রও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। কেন নাই? কারণ আমার অনবাপ্তম্—অপ্রাপ্ত অথবা অবাপ্তব্যং—ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্তব্য বস্তু ত্রিষু লোকেষু নাস্তি—তিনলোকে কিছুই নাই। যেমন গৃহে স্থিত সব বস্তু গৃহস্বামীরই হইয়া থাকে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত সকল বস্তু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী আমারই প্রাপ্ত আছে অতএব আমার প্রাপ্তব্য বলিয়া কিছুই নাই। তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ—এই প্রকার মহাভাগ্য বৈরাগ্য ও জ্ঞানদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াও আমি লোকসংগ্রহরূপ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকি অর্থাৎ নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিয়াই থাকি। চ—হি অর্থাৎ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি তোমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপে 'চ' শব্দ 'হি' অর্থে প্রসিদ্ধি বোধ করাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) নারায়ণী টীকা—আরও দেখ আমার কোন অপ্রাপ্ত বস্তু নাই কারণ আমি সত্যসংকল্প ও সত্যকাম অতএব আমার কোন বস্তুর অভাব নাই। আবার আমার প্রাপ্তব্য ও কোন কিছু নাই। কারণ আমি আপ্তকাম হওয়াতে আমার কোন বস্তু বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই তখন আমার কোন বিষয়ের প্রয়োজনও নাই অতএব আমার কর্ত্তব্য ও কিছু নাই। তথাপি যাহাতে আমার অনুসরণ করিয়া লোক সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মার্গগামী না হয় এবং নিজ নিজ স্বধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত থাকে সেই জন্য এই অবতার দেহে (ক্ষত্রিয় শরীরে) বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম সকল স্বয়ং আমি তাহাদের শিক্ষার জন্য অনুষ্ঠান করিতেছি।

[ভগবানের কর্ম্ম করিবার কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও কেন লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করেন তাহার কারণ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।]

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ সন্ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম্, মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে হি।

অনুবাদ। যদি আমি কখনও আলস্যশূন্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই (অর্থাৎ কর্ম্ম না করি) তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিবে অর্থাৎ আমাকে কর্ম্মহীন দেখিয়া তাঁহারাও কর্ম্ম করিবে না।

ভাষ্য দীপিকা। **হে পার্থ**—হে অর্জ্জুন! [এইরূপ সম্বোধনের তাৎপর্য্য পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।] **যদি অহং**—যদি আমি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব **জাতু**—কদাচিৎ অর্থাৎ কখনও **অতন্দ্রিতঃ সন্**— অনলস হইয়া অর্থাৎ 'আমিপূর্ণ' আমি কৃতার্থ, আমার কর্ম্মের কি প্রয়োজন ?' ইত্যাদি ভাবিয়া কর্ম্ম করিতে যে আলস্য স্বভাবতঃই হওয়া সম্ভব সেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া **কর্ম্মণি**—কর্ম্মে **ন বর্ত্তেয়ম্** - বর্ত্তমান না থাকি অর্থাৎ কখনও যদি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে **মনুষ্যাঃ** - কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ **সর্ব্বশঃ**—সকল প্রকারে **মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে**—আমার পথ অনুসরণ করিবে [আর্থাৎ আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। "অশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠানুসারী" অর্থাৎ (সাধারণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে) এই নিয়মানুসারে আমি যে অথ অবলম্বন করিব সেই পথই অন্যসকলে অবলম্বন করিবে। আমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহ'রাও কর্ম্মত্যাগ করিবে এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাতে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ

হইয়া মনুষ্য জীবনের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে।

টিপ্পনী (১) শ্রীধর—[কর্ম্ম না করিলে লোকের নাশ হইবে ইহা দেখাইতেছেন--] হি- যেহেতু জাতু—কদাচিৎ (কখনও) যদি অহং কর্ম্মণি অতন্দ্রিতঃ ন বর্ত্তেয়ং—যদি আমি অতন্দ্রিত (আলস্যরহিত) হইয়া কর্ম্মে বর্ত্তমান না থাকি অর্থাৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করি তাহা হইলে মম বর্ত্ম—আমারই আর্গ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে—মনুষ্য সকল সর্ব্বপ্রকারে অনুবর্ত্তন (অনুসরণ) করিবে।

(২) শঙ্করানন্দ - যদি বল যে 'তুমি সর্ব্বেশ্বর অতএব লোকসংগ্রহের জন্যও তোমার কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না কারণ তোমার কোন অনর্থ হইতে পারে না।' ইহার উত্তরে বলিব না, এইরূপ বলা যুক্ত নহে। 'অশ্রেষ্ঠ (সাধারণ ব্যক্তি) শ্রেষ্ঠকে অনুসরণ করিয়া থাকে' এই ন্যায়ানুসার 'এই কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ' এইরূপ জানিয়া সকলে আমার অনুসারী হইয়া থাকে। আমি কর্ম্ম না করিলে সকল লোক অকর্ম্ম (কর্ম্মহীন) হইয়া যাবে এবং উহা দ্বারা লোকের ক্ষতি হইবে। অতএব আমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—

অহং—'আমি কৃতার্থ' অথবা 'কর্ম্মদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই' এইরূপ মানিয়া যদি আমি অতন্দ্রিতঃ সন্—আলস্যরহিত হইয়া অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগাদিতে অপ্রমত্ত (সাবধান) হইয়া যদি কর্ম্মণি জাতু ন বর্ত্তেয়ম্—কোন স্থানে এবং কোন সময়েও বিহিত কর্ম্ম না করি অর্থাৎ যদি আমি বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা না হই তাহা হইলে আমাকে অকর্ম্মা (কর্ম্মহীন) দেখিয়া সকল মনুষ্য ও অকর্ম্ম (কর্ম্মরহিত) হইয়া যাবে হি—যেহেতু সর্ব্বশঃ - সকল মনুষ্যাঃ - মনুষ্য মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে —আমারই মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে। 'এই ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ' এইরূপে আমাতে সর্ব্বজ্ঞত্ববুদ্ধি রাখিয়া 'অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকে' এই নিয়মানুসারে আমারই প্রদর্শিত পথে চলিতে থাকে। অতএব আমি কর্ম্মত্যাগ করিলে উহারা স্বয়ং কর্ম্মত্যাগ করিবে।

(৬) নারায়ণী টীকা—ভগবানের কোন কর্ম্ম ফলের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন অথবা কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি তিনি যখন জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ তখন তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে মনুষ্য সকল তাঁহারই মার্গানুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। অতএব চিত্ত শুদ্ধির অভাবে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া মনুষ্য জীবনের পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহা হইতে চিরদিন বঞ্চিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সাধারণ লোকের পাপ হয়। এই কারণে মনুষ্যদিগকে পাপ হইতে বাঁচাইয়া মোক্ষের অধিকারী করিবার জন্য অবতার শরীরে ভগবান্ নিজেই অনলস ভাবে বৈদিক ও লৌকিক সব কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করিয়া লোককে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের এখানে বলিবার অভিপ্রায় এই যে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যে যে সম্প্রদায়ে (অথবা বর্ণ বা আশ্রমে) যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহারও মনুষ্যদিগের কল্যাণের জন্য স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে সাধারণ মনুষ্য সকল ঐ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিরা উৎপথগামী না হয় এবং নিজ নিজ ধর্ম্মপালনে তৎপর থাকিয়া অবশেষে জীবনের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) প্রাপ্তি করিতে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

[আচ্ছা তুমি যদি কর্ম্মত্যাগ কর এবং মনুষ্যগণ যদি তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে কি দোষ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—]

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাং ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ, অহং সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্।

অনুবাদ। আমি যদি কার্য্য না করি তাহা হইলে এই সকল লোক (কর্ম্মলোপবশতঃ) বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কারণ হইব এবং (তদ্দ্বারা) এই সকল প্রজাদিগের বিনাশের হেতু হইব।

ভাষ্য দীপিকা—অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাং— আমি (সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর) যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যাং—কর্ম্ম না করি তাহা হইলে ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ —[মনু প্রভৃতি যাঁহারা আমার অনুবর্ত্তী তাঁহাদের আর কর্ম্ম থাকিবে না এবং এইরূপ হইলে "অন্নাদ্—ভবন্তি ভূতানি" (গীতা ৩।১৪-১৬) এই জগচ্চক্রের নিয়মানুসারে যাগাদি কর্ম্ম না হইলে হবির্ভাগের অভাবের জন্য দেবতা সকল ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং সেই নিমিত্ত বৃষ্টি এবং অন্ন প্রভৃতির অভাবে মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের উৎপত্তি হইবে না এবং যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদেরও রক্ষা হইতে পারিবে না। (শঙ্করানন্দ)] অতএব লোকের স্থিতির (রক্ষার) হেতুস্বরূপ বিহিত কর্ম্মের অভাবে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাবে অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কেবল এইরূপ অনর্থ-ই হইবে তাহা নহে কিন্তু—অহং সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ —বেদাদিশাস্ত্রে জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে সেই সেই ব্যবস্থাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না হওয়াতে সব জাতি ও বর্ণ এক হইয়া যাইবে। অতএব বর্ণের সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হইবে। যে হেতু আমি কর্ম্ম না করিলে মনু প্রভৃতি প্রজাপতি, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অপর সকল মনুষ্যই আমার অনুকরণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে এইরূপ বর্ণের সঙ্করতা হইবে অতএব মূলতঃ আমিই এই বর্ণ

সঙ্করে ও কর্ত্তা হইব। সেই কারণে অহং ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্— জাগতিক ব্যাপারে আমি প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি যাহাতে ইহারা বেদ বিহিত কর্ম্মাদির দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করিয়া আমার স্বরূপে (পরমানন্দে) ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু যদি আমি কর্ম্ম না করি তাহা হইলে সকল প্রজা আমার অনুকরণ করিয়া স্বধর্ম্মপালন ত্যাগ করিবে এবং এই প্রকারে ধর্ম্মলোপের হেতু হইয়া আমি ইহাদিগকে উপহনন (বিনাশ) করিব অর্থাৎ আমি ইহাদের বিনাশের (দুর্গতি প্রাপ্তির) কারণ হইব। [অভিপ্রায় এই যে সদ্গতির হেতু যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান তাহার অভাবে সকল প্রজা নরক গতি প্রাপ্ত হইবে। (শঙ্করানন্দ)]। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের অননুরূপ কার্য্য (যাহা হওয়া উচিত নয় এইরূপ কার্য্য) প্রসক্ত হইবে অর্থাৎ আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। [উপহনন— উপহতি—দুর্গতি প্রাপ্তি। অতএব 'উপহন্যাম্' শব্দের অর্থ দুর্গতি (নরক গতি) প্রাপ্ত করাইব। দুর্গতি প্রাপ্ত করান আর নাশ করা একই কথা।] এইরূপ পরম্পরা ক্রমে অনর্থ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া যেরূপ আমাকে সেই অনর্থ নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ প্রজাসকলের অধোগতি নিবারণের জন্য কর্ম্ম করিতে হইতেছে সেইরূপ অবিদ্বানের [এবং বিদ্বানেরও যতদিন ষষ্ঠ ও সপ্তম সাধন ভূমিকা প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ যতদিন সমাধির অন্তরালে স্বেচ্ছায় ব্যুত্থান হইতে থাকে ততদিন] লোকের হিতের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। অতএব তোমার যখন কর্ম্মেই অধিকার তখন কোন প্রকারে কর্ম্মত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত হইবে না। [দ্বিতীয়তঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে অন্যেরও তাহার অনুকরণ করা উচিত ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি (গীতা ৩।২১)। তুমি আমাকে গুরু বলিয়া—শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ (গীতা ২।৭) অতএব আমার অনুবর্ত্তী হইয়া আমি যেরূপ আচরণ করি তোমারও সেইরূপ আচরণ করা উচিত [অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নয়! (মধুসূদন)।]

টিপ্পণী - (১) শ্রীধর—[তাহার পর কি হইবে তাহা বলিতেছেন—] চেৎ অহম্ কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ - আমি যদি কর্ম্ম না করি তাহা হইলে উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকাঃ-- এই সকল লোক ধর্ম্মলোপ বশতঃ নষ্ট হইবে। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্—তাহাতে (ধর্ম্মলোপ হইলে) যে বর্ণ সঙ্কর হইবে, তাহার কর্ত্তা আমিই হইব। উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ— এইরূপে আমিই এই সমস্ত প্রজাকে উপহত করিব অর্থাৎ মলিন করিয়া ফেলিব [অধোগতি প্রাপ্ত করাইব।]

(২) শঙ্করানন্দ—উহারাও কর্ম্মত্যাগ করুক—তাহাতে অনর্থ কি হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন অর্জ্জুন করিতে পারেন সেইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে ইহারা সবলোক বৈদিক কর্ম্মাদি ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ—'অনাদ্ভবন্তি ভূতানি' (অন্ন হইতে প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হয়) ইত্যাদি পূর্ব্বে যাহা ১৪-১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে সেই রীতি অনুসারে হবির্ভাগের অভাববশতঃ দেবতা সকল ক্ষীণ হইয়া যাবে (কারণ হবিই দেবতাদিগের আহার) আর হবির অভাববশতঃ বৃষ্টি আদির অভাব হইলে মনুষ্যাদির উৎপত্তি হইবে না এবং যে সব মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদেরও বিনাশ হইবে। (এইরূপে এই সকল লোক উৎসন্ন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে)। কেবল এই প্রকার যে অনর্থ হইবে তাহা নহে, বর্ণসাঙ্কর্য্যও হইবে—ইহাই এখন বলিতেছেন। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্—['আমি কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছি এইরূপ অভিমান করিয়া লোকস্থিতির কারণরূপ বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া] সঙ্করের কর্ত্তা হইব সেই সেই বর্ণ ও জাতির ভেদের ব্যবস্থাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না হওয়াতে সব একরূপ হইয়া যাইবে এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। সেই বর্ণসঙ্করও আমার দ্বারাই সম্পাদিত হইবে অর্থাৎ আমিই ঐ বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রকারে সাঙ্কর্য্য সম্পাদন করিয়া ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্—আমিই সব প্রজার উপহতির কর্ত্তা অর্থাৎ

দুর্গতিপ্রাপ্তির কর্ত্তা (হেতু) হইব। সদ্‌গতির হেতু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অভাব হইলে সকলে নরকগামী হইবে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। যেহেতু এইরূপে পরম্পরাক্রমে অনর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে অতএব আমি অথবা তুমি অথবা অন্যকোন আত্মজ্ঞানী কৃতকৃত্য হইলেও লোকের হিত-সাধনের জন্য সকলের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, ইহা সিদ্ধ হয়। [ভাষ্যদীপিকা ও শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা একই প্রকার।]

(৩) নারায়ণী টীকা—আমি (সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্) কর্ম্ম না করিলে আমার অনুকরণ করিয়া লোক সকল যজ্ঞ, ব্রত, দান এবং নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত সকল কর্ম্মই ত্যাগ করিবে। এইসব কর্ম্ম লুপ্ত হইলে বর্ণ ও জাতিভেদের ব্যাপস্থাপক কোন কর্ম্ম না থাকাতে মনুষ্য সকল স্বেচ্ছাচারী হইবে এবং তাহার ফলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। এইরূপে আমিই ধর্ম্মলোপের ও বর্ণসঙ্করের কারণ হইয়া প্রজাদিগের বিনাশের অর্থাৎ অধোগতির কর্ত্তা হইব।

[তুমি যদি আমার ন্যায় আত্মবিৎ হইয়া কৃতার্থ বুদ্ধি হও কিংবা আমা হইতে অপর কোন কৃতার্থবুদ্ধি আত্মজ্ঞ পুরুষ হও তাহা হইলেও তোমার নিজের কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও পরের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তোমার কর্ম্ম করা উচিত, (ইহাই কয়েকটী শ্লোকে ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়। এখন বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত তাহা বলা হইয়াছে)—]

সক্তাঃ কর্ম্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

অন্বয়। হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বতি, বিদ্বান্ অসক্তঃ (সন্) লোকঃ সংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন)! অবিদ্বান্‌গণ (অজ্ঞগণ) কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মের ফলে আসক্তি রাখিয়া যে প্রকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সেই প্রকারেই লোক সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

ভাষ্য দীপিকা। হে ভারত—হে অর্জ্জুন! তুমি শ্রেষ্ঠ ভরতরাজার বংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া অথবা ভা অর্থাৎ জ্ঞানে রত থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ বলিয়া যেরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমি বলিতেছি তাহা বুঝিতে তুমি নিশ্চয়ই যোগ্য হইয়াছ, ইহা সূচনা করিবার জন্য "ভারত" শব্দ দ্বারা ভগবান্ সম্বোধন করিলেন। **কর্ম্মণি সক্তাঃ**—এই কর্ম্মের ফল আমার প্রাপ্তি হইবে, এই প্রকার কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অর্থাৎ এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান সহিত স্বর্গপুত্রধনাদিরূপ কর্ম্মফলের আশায় কর্ম্মে আসক্ত বা অভিনিবিষ্ট হইয়া **অবিদ্বাংসঃ**—অবিদ্বান্ অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞ (অজ্ঞ) ব্যক্তিগণ **যথা কুর্ব্বন্তি**—যেরূপ উৎসাহ এবং নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে **বিদ্বান্**—ব্রহ্মবিৎ (আত্মজ্ঞ) পুরুষ **অসক্তঃ সন্**—অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া **লোক সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ**—লোক সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থাৎ লোকদিগকে সৎমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া **তথা**—সেই ভাবেই অর্থাৎ সেই প্রকার উৎসাহ ও নিয়মপূর্ব্বক **কুর্য্যাৎ**—বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। [এইরূপ কর্ম্ম করিলে নিজেকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ তো করেনই এবং অপরকেও উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম করেন কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া ; ফল কি হইবে সেই বিষয়েও তিনি হর্ষ বিষাদ শূন্য থাকেন। কাজেই কর্ম্ম করিলেও

তাঁহার বন্ধন হয় না। নিয়ম ও উৎসাহ পূর্ব্বক কর্ম্মকরণ উভয় পক্ষেই সমান কেবল কর্ম্মফলে আসক্তি ও অনাসক্তি ইহাইভেদ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তি আসক্তিসহিত (অর্থাৎ স্বয়ং কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য) কর্ম্ম করিয়া থাকে আর বিদ্বান (তত্ত্ববিৎ) আসক্তি শূন্য হইয়া কেবল লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহাই উভয়ের মধ্যে বিশেষতা (পার্থক্য)। [যাঁহারা বলেন' যে সকল বিদ্বানেরই (তত্ত্বজ্ঞানীর) জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাঁহাদের 'চিকীর্ষুঃ" শব্দের প্রতি ধ্যান দেওয়া উচিত। যাঁহাদের লোক সংগ্রহের ইচ্ছা আছে সেইরূপ জ্ঞানীদিগেরই কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বদা আত্মাতেই স্থিত তাঁহাদের কোন ইচ্ছা অথবা অন্য কোন মানসিক ব্যাপার থাকিতে পারে না অতএব তাঁহাদের কোন কর্ম্ম করা সম্ভব নয় (গীতা ৬।২৫, ৩।১৭, ৫।১৩—১৫, ১৮।৪৯, ২।৪৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এইজন্য শ্রীভগবান্ যাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম করা সম্ভব হয় ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য বলিলেন 'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্'।]

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—[অতএব আত্মজ্ঞের লোকের প্রতি কৃপা করিয়া লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া উপসংহার করিতেছেন— হে ভারত!—হে ভারতকুলে উৎপন্ন অর্জ্জুন! অবিদ্বাংসঃ কর্ম্মণি সক্তাঃ যথা কুর্ব্বন্তি—অজ্ঞব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করে বিদ্বান তথা অসক্তঃ (সন্) লোক সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ কুর্য্যাৎ—বিদ্বান্ সেইরূপ অসক্ত হইয়া (আসক্তি রহিত হইয়া) লোক সংগ্রহ (লোক রক্ষা) করিবার ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

(২) শঙ্করানন্দ—তাহা হইলে লোকের হিতের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত বিদ্বানের কর্ম্ম কিরূপ করা উচিত? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন—

অবিদ্বাংসঃ—অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম্মণিঃ—কর্ম্মজনিত ফলে অর্থাৎ স্বর্গপুত্রধনাদিতে সক্তাঃ—আসক্ত হইয়া যথা কুর্ব্বন্তি—নিয়ম পূর্ব্বক

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত বিহিত কর্ম্ম যেরূপ করিয়া থাকেন তথা—সেই প্রকারই লোকসংগ্রহম্ চিকির্ষুঃ- লোকসংগ্রহ (লোকের হিত) করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান—ব্রহ্মবিৎ আধিকারিক পুরুষ অসক্তঃ (সন্)—স্বয়ং আসক্তিহীন হইয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ রহিত হইয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কুর্য্যাৎ—কর্ম্ম করিবেন। এইরূপে কর্ম্ম করিলে স্বয়ং সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অপরকেও উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ রহিত হওয়া, কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করা, এবং কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ ও বিষাদ শূন্যতাই অজ্ঞ পুরুষ হইতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বিলক্ষণতা (বিশিষ্টতা) নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্ম করা তো উভয়ের অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমানভাবেই দেখা যায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—বিদ্বান্ আধিকারিক পুরুষগণ লোক কল্যাণের জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহারা লোকসংগ্রহের ইচ্ছা রাখেন (চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্)। আর যে সকল বিদ্বান তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ) নিত্য আত্ম সংস্থ থাকেন তাঁহাদের কোন সংকল্প বা ইচ্ছা থাকিতে পারে না অতএব লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা ও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শ্লোকে 'অসক্তঃ' শব্দের অর্থ (ক) কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে আসক্তিহীন অর্থাৎ দেহাদিই প্রকৃতির বশে (ঈশ্বর সংকল্পের অনুসারে) যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছে 'আমি নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ সকলের দ্রষ্টা' এইরূপ ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া থাকা, (খ) কর্ম্মে আসক্তি শূন্য হইয়া অর্থাৎ কর্ম্ম যখন প্রকৃতি বা ঈশ্বর সংকল্প দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে (গীতা ৩।২৭-২৮, ১৮।৫৯-৬০) তখন কর্ম্ম আমার নয় এইরূপ বোধ (গ) কর্ম্মফলে আসক্তিহীন অর্থাৎ কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল হইবে তাহা ঈশ্বর সংকল্পে পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত আছে এবং যাহা হইবার তাহাই হইবে আর যাহা হইবার নয় তাহা কখনও হইবে না, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মফল শুভ হউক কি অশুভ হউক সেই

বিষয়ে হর্ষবিষাদশূন্য থাকা। বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্ব যিনি যথার্থভাবে জানিয়াছেন তিনি) এইরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তি-হীন হইয়া লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন অতএব কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন (সংসারবন্ধন) প্রাপ্ত হয়েন না। আর অজ্ঞব্যক্তির ঐ তিনটীতে (কর্ত্তৃত্বে, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে) আসক্তি থাকে বলিয়া উহারা সংসারবন্ধনে পতিত হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কর্ম্ম একই প্রকার হইতে থাকিলেও বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের মধ্যে ইহাই বিশেষত্ব !

['এই প্রকার লোকসংগ্রহের ইচ্ছায় যদি আমি প্রবৃত্ত হই অথবা অন্য কোন আত্ম তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে লোক সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকেনা ইহা বলা হইয়াছে। এখন লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত আত্মবিৎ কিরূপ কর্ম্ম করিবেন তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন']

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
***যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥**

অন্বয়। অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ। (অপিতু) বিদ্বান্ যুক্তঃ (সন্) সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ।

অনুবাদ। কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে বরং জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মাতে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হইয়া স্বয়ং সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত করিবেন।

ভাষ্যদীপিকা। **অজ্ঞানাম্**—যাহারা অধিকারী অর্থাৎ অনাত্ম দৃশ্য বস্তু হইতে (দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে) আত্মাকে পৃথক্ করিতে অসমর্থ এইরূপ অবিবেকী দেহাত্মভিমানী ব্যক্তিগণের এবং **কর্ম্ম সঙ্গিনাম্**—এই অজ্ঞানতা হেতু যাহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানবশতঃ এবং ফলাভিসন্ধি (ফলাকাঙ্ক্ষা) করিয়া কর্ম্মে আসক্ত হয় সেই কর্ম্মাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের **বুদ্ধি ভেদং ন জনয়েৎ**—'আমার এই কর্ম্মকর্ত্তব্য; আমার ইহার (ঐ কর্ম্মের) ফল ভোগ করিতে হইবে এইরূপ অজ্ঞব্যক্তির যে নিশ্চয়রূপা বুদ্ধি থাকে সেই বুদ্ধির ভেদ (ভেদন) অর্থাৎ পরিচালন করিবে না। [সেই বুদ্ধিকে আত্মা অকর্ত্তা, স্বর্গাদিফল অনিত্য অতএব মিথ্যা, ইত্যাদি তত্ত্বোপদেশ দ্বারা বিচলিত করিবে না (মধুসূদন)।] **অপিতু বিদ্বান্**—কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিৎ যে **যুক্তঃ সন্**—স্বয়ং দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সহিত অভিযুক্ত (সর্ব্বতোভাবে যুক্ত) হইয়া অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হইয়া **সর্ব্ব কর্ম্মাণি**—অবিদ্বান্ ব্যক্তি যে সমস্ত কর্ম্মের অধিকারী সেই সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ **সমাচরন**—স্বয়ং যথাবিধি সম্যক্ প্রকার (শাস্ত্রানুকূল) আচরণ দ্বারা তাহাদের শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া **যোজয়েৎ**—সকল কর্ম্ম করাইয়া নিবেন। ('জোষয়েৎ' এইরূপ পাঠও আছে। উহার অর্থ তাহাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রীতি উৎপন্ন যাহাতে হয় সেইরূপ ভাবে নিযুক্ত করিবেন।)

[* জোষয়েৎ ইতি বা পাঠঃ]

টিপ্পনী—(১) **শ্রীধর**—(তাহা হইলে লোকের প্রতি কৃপা করিয়া সকলকেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না তাহা উচিত নয়)। **অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্**—অজ্ঞ অতএব কর্ম্মাসক্তদিগকে "আত্মা অকর্ত্তা" এইরূপ উপদেশ দ্বারা উহাদিগের **বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ**—বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না অর্থাৎ যাহাদের 'কর্ম্ম করা আমার কর্ত্তব্য' এইবুদ্ধি আছে তাহাদিগকে আত্মার অকর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া অন্য প্রকার বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে তাহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করিবে না। **সর্ব্বকর্ম্মাণি যোজয়েৎ**—বরং অজ্ঞদিগকে সকল প্রকার বিহিত কর্ম্মে যোজনা করিবে—অর্থাৎ কর্ম্মে যুক্ত করিয়া কর্ম্ম করাইয়া নিবে। (প্রশ্ন হইবে কি প্রকারে তাহাদিগকে কর্ম্মে যুক্ত করিতে হইবে ? উত্তরে বলিতেছেন—] **বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন**— বিদ্বান্ (তত্ত্বদর্শী) পুরুষ যুক্ত (অবহিত অর্থাৎ সাবধান) হইয়া স্বয়ং সম্যক প্রকার আচরণ করিয়া (কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া) তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইবেন। অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিচালন করিলে তাহাদের কর্ম্মে শ্রদ্ধা নিবৃত্ত (নষ্ট) হইবে অতএব [চিত্তশুদ্ধির কোন উপায় তাহাদের নিকট না থাকাতে] তাহারা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং উভয়-লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইহলোকে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, আবার জ্ঞানের অভাবে পরকালে মোক্ষলাভ করিতেও সক্ষম হইবে না।

(২) **শঙ্করানন্দ**—আবার **বিদ্বান**—ব্রহ্মবিৎ **যুক্তঃ** (সন্)—দেহে-ন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যের অভাব দর্শন করিয়া (আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ ইহা জানিয়া) ঐরূপ দর্শনরূপ যোগে নিষ্ঠ থাকিয়া (ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে স্থিত থাকিয়া) **সমাচরন**—যে সময়ে যাহা করা উচিত সেই সময়ে সেই কর্ম্ম সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া **কর্ম্মসঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাম্**—কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ যাহারা ফলের অপেক্ষা করিয়া নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্ম করে সেই অজ্ঞ পুরুষদের অথবা দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের 'আমি কর্ত্তা ভোক্তা' এইরূপ

অভিমানকে সঙ্গ বলা হয়। ঐরূপ সঙ্গ যাহাদের হইয়া থাকে তাহারা কর্ম্মসঙ্গী। এইরূপ অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গিদের অর্থাৎ অনাত্মবিৎ মূঢ়পুরুষদের **বুদ্ধিভেদম্ ন জনয়েৎ**—স্বয়ং পাণ্ডিত্যাভিমান দ্বারা বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করিবে না। 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামঃ' (স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে) এইরূপ বচনকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্টোম করিয়া স্বর্গরূপ ফল ভোগ করিব ইত্যাদি স্বর্গাদিফলরূপ যে কামনা অজ্ঞব্যক্তির থাকে তাহাকে এখানে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এইরূপ বুদ্ধির ভেদ অর্থাৎ চালন কে বুদ্ধিভেদ বলা হয়। ফলাসক্ত হইয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের ফল কামনাযুক্ত বুদ্ধিকে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। কামনা সহিত কর্ম্ম সকল করা উচিত নয়, অথবা স্বর্গ প্রভৃতি ফল অসৎ (অনিত্য), অথবা কর্তৃত্বাদি সব মিথ্যা, এইরূপ বলিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিকলতা সম্পাদন করিবে না কিন্তু **সর্ব্বকর্ম্মাণি জোষয়েৎ**—'অক্ষয্যং হ-বৈ চাতুর্মাস্যযাজি' 'পশ্যতি পুত্রং পশ্যতি পৌত্রম্' (চাতুর্ম্মাস্যের যাজনকারীর ফল অক্ষয় হইয়া থাকে; পুত্রকে দেখে, পৌত্রকে দেখে) 'তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি' (এইজন্য ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়) ইত্যাদি বচন দ্বারা সকল বৈদিক কর্ম্ম করাইবে অর্থাৎ কর্ম্মফলের স্তুতি করিয়া অজ্ঞব্যক্তির কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাকেই বৃদ্ধি করাইবে। তাহাদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অশ্রদ্ধা অথবা অনুৎসাহ আসিতে পারে এমন কিছু বলিবে না অথবা করিবে না।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—অনধিকারী ব্যক্তিদের নিকট তত্ত্বোপদেশ করিয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত করিলে যে কর্ম্মেতে তাহাদের অধিকার সেই কর্ম্ম সকলে তাহাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাবে আবার চিত্ত মলিন থাকায় বিহিত কর্ম্মত্যাগ করাতে তাহাদের জ্ঞান ও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অতএব তাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য শাস্ত্রে এইরূপ বলা আছে—

অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥'

অর্থাৎ অজ্ঞ ও অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে যিনি সবই ব্রহ্ম এই উপদেশ দেন তিনি তাহাকে (সেই অজ্ঞব্যক্তিকে) মহানরক সমূহে পতিত করেন। জ্ঞানী কর্ম্ম না করিলে তাঁহার অনুসরণ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরাও কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবে কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকিবে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিলেও জ্ঞানী স্বয়ং সর্ব্বদাই আত্মাতে যুক্ত থাকেন বলিয়া ঐ সব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট (বন্ধন) হইবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহাই এখানে বলিবার অভিপ্রায়।

[অনাত্মজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি কি প্রকারে কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয় তাহাই বলিতেছেন—]

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

অন্বয়। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি; অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে।

অনুবাদ। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম দ্বারা কর্ম্মসকল সর্ব্বপ্রকারে সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কার দ্বারা যাহার চিত্ত (আত্মা) বিমূঢ় হইয়াছে সেই ব্যক্তি "আমিই কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা। **প্রকৃতেঃ গুণৈঃ**—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের যে সাম্যবস্থা তাহাকে প্রধান বা প্রকৃতি বলা হয়। [ইহাকেই সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী মায়া অথবা মিথ্যা অজ্ঞানরূপা অনির্ব্বচনীয়া পরমেশ্বরের শক্তি বলা হয়। শ্রুতিতেও আছে "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১০) অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে (মায়ার অধীশ্বরকে) মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। (মধুসূদন)] সেই প্রকৃতির গুণ বা কার্য্যকারণরূপ বিকার দ্বারা অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কারণরূপ বিকার দ্বারা এবং দেহ ইত্যাদি কার্য্যরূপ বিকার দ্বারা **সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি**—সকল প্রকারে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকল ক্রিয়মাণ হয় অর্থাৎ সম্পাদিত হয়। **অহংকারবিমূঢ়াত্মা**- কার্য্য ও কারণ সঙ্ঘাতের উপর আত্মবুদ্ধি করা অর্থাৎ বুদ্ধি মনঃ ইন্দ্রিয়দেহ প্রভৃতি অনাত্ম-বস্তুর ধর্ম্ম আপনার উপর (আত্মার উপর) আরোপ করার নাম অহংকার। সেই অহংকার দ্বারা বিবিধ প্রকারে (নানা প্রকারে) যাহার আত্মা (অন্তঃকরণ) মূঢ় (মোহপ্রাপ্ত) হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা' বলা হয়। এইরূপ ব্যক্তি কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) ধর্ম্মকে নিজের (আত্মার) ধর্ম্ম মনে করে এবং কার্য্যকারণকে (দেহে-ন্দ্রিয়কেই) আত্মা বলিয়া মনে করে অতএব **"অহং কর্ত্তা" ইতিমন্যতে**— প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত (কৃত) কর্ম্মসমূহকে অবিদ্যাবশে আপনার কর্ম্ম

মনে করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মের 'আমি কর্ত্তা' (আমি করিতেছি) এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—[যদি জ্ঞানীর ও কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ কি? ইহার উত্তরে দুইটী শ্লোকে (২৭-২৮ শ্লোকে) উভয়ের মধ্যে বিশেষতা (পার্থক্য) কি তাহাই দেখাইতেছেন]। **প্রকৃতেঃ গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ কার্য্য যে ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের দ্বারাই **সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি**—সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইতেছে। **অহংকার বিমূঢ়াত্মা**—অহঙ্কার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলে আত্মার অধ্যাস করিয়া [ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে এবং আত্মার ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ে আরোপ করিয়া] বিমূঢ় বুদ্ধি হইয়া **অহম্ কর্ত্তা ইতি মন্যতে**—অজ্ঞ সেই সকল কর্ম্ম (ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৃত কর্ম্ম সকল) আমিই করিতেছি; এইরূপ মনে করে [অহংকার দ্বারা বিমূঢ় হওয়াতেই এইরূপ মনে করিয়া থাকে।]

(২) শঙ্করানন্দ—পূর্ব্বশ্লোকে মূঢ়ব্যক্তি দিগেরই কর্ম্ম হইয়া থাকে, পণ্ডিত দিগের নয় (অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বাহ্যিকভাবে কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম অকর্ম্মই হয়) ইহা সূচনা করিবার জন্য পূর্ব্বশ্লোকে অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' এইরূপ বলা হইয়াছে। ঐ শ্লোকে 'কর্ম্মসঙ্গিনাম্' এই পদদ্বারা কি বুঝাইতেছে তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া বিবৃত হইতেছে—

প্রকৃতেঃ প্রকৃতির (মায়ার) অর্থাৎ যে মায়া সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ দ্বারা আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত-রূপে পরিণতা হইয়াছে সেই মায়ার **গুণৈঃ**—গুণসকল দ্বারা অর্থাৎ গুণের কার্য্যসকল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা **সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি**—সকল কর্ম্ম **ক্রিয়মাণানি**—অনুষ্ঠিত হইতেছে। কখনও আত্মাদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। এইরূপ প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পাদিত সকল কর্ম্মের প্রতিই অবিদ্বান্ পুরুষ **অহংকার বিমূঢ়াত্মা**—নিজের স্বরূপ না জানার ফলে অনাত্মদেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' এই বুদ্ধিকে অর্থাৎ দেহে-ন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানকে অহংকার বলা হয়, ঐ অহংকার দ্বারা বিমূঢ়

অর্থাৎ বিপরীতভাবে (অনাত্মবস্তুকে আত্মা, অনিত্যজগৎকে নিত্য, অশুদ্ধ দেহাদিকে শুচি এবং দুঃখময় জীবনকে সুখময়, এই প্রকার বিপরীত ভাবে) গ্রহণ করিতে তৎপর হইয়াছে আত্মা (মন) যাহার তাহাকে অহংকার বিমূঢ়াত্মা বলা যায়। অথবা বিমূঢ় এই শব্দে অন্তর্গভিত নিচ্ প্রত্যয় আছে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংকরণ দ্বারা (আত্মবুদ্ধি করিয়া) বিমোহিত অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্ম্মের কর্ত্তা), শ্রোতা, ঘ্রাতা রসয়িতা (রসাস্বাদনকারী), মন্তা (মননকারী), বোদ্ধা (বোধকারী), কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি প্রকার তৎতৎ উপাধির সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন বিপরীত বৃত্তিসকলের বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ প্রত্যগ্ লক্ষণ আত্মা (প্রত্যগাত্মা) যাহার দ্বারা সেই অহংকার বিমূঢ়াত্মা [অহংকার দ্বারা বিমূঢ়াত্মা হইলেই] চক্ষু দর্শন করিলে জীব 'আমি দেখিতেছি' মনে করিয়া চক্ষুর ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, অবিকারী, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বিপরীত বৃত্তিভাবাপন্ন করিয়া দেখে অর্থাৎ আত্মাকে বিষয়াসক্ত, ক্রিয়াবান্ (কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত এবং বিকারী (জন্মমৃত্যুশীল) বলিয়া মনে করে। অথবা যতদিন অহংকার থাকে ততদিন অহংকে অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে কেহ সাক্ষাকার করিতে পারে না। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংকার করিয়া বিমোহিত হইয়াছে (অবিদিত রহিয়াছে) অহং প্রত্যয়ের অর্থ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা যাহার দ্বারা তাহাকে অহংকার বিমূঢ়াত্মা বলা হয়। এইরূপ ব্যক্তি **অহম্ কর্ত্তা ইতি মন্যতে**—আমি (কর্ম্মের) কর্ত্তা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। দুষ্ট ও অদুষ্ট প্রারব্ধবশে দেহ, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সম্পাদিত দুষ্ট ও অদুষ্ট কর্ম্ম সকলে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও আমি পাপ করিয়াছি, আমি পুণ্য করিয়াছি এইরূপে নিজেকে অর্থাৎ অকর্ত্তা আত্মাকে সেই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—অজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ নিত্যমুক্ত তাহা জানে না। অনাত্ম বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া

অভিমান করে। ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে যাহা কিছু কারণ বা কার্য্যরূপে জগতে প্রতীত হয় তাহা সবই অনিত্য, বিকারশীল দৃশ্যপদার্থ। উহারা মায়ার বা প্রকৃতিরই কার্য্য। পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয়া কল্পনা শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়। কল্পনা কোন বস্তু নয় এইজন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়া বা প্রকৃতি মিথ্যা (অজ্ঞানরূপা) যেহেতু বিদ্যমান না থাকিলেও যাহা অজ্ঞান বা ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জু সর্পের ন্যায় অথবা মরীচিকায় জলের ন্যায় প্রতীত হয় (দেখা যায়) তাহাকেই মায়া বলা হয়। এই প্রকৃতি বা মায়াই কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণরূপে প্রতীত হইয়া সংসারচক্র চালাইতেছে। বস্তুতঃ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ সবই মিথ্যা। তথাপি অজ্ঞানী ব্যক্তি দৃশ্য বস্তু হইতে (অনাত্ম প্রকৃতির কার্য্য দেহে-ন্দ্রিয়াদি হইতে) দ্রষ্টাকে (শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে) পৃথক্ না করিতে পারিয়া অধ্যাস বশতঃ আত্মার ধর্ম্ম (চেতনতা) কার্য্যকরণে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিতে এবং কার্য্যকরণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া ঐ দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিমান করিয়া (অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া) সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। অর্থাৎ শুভ এবং অশুভ প্রারব্ধ বশে দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৃত পুণ্য বা পাপ কর্ম্মে "আমিই কর্ত্তা অর্থাৎ আমি পূণ্য করিয়াছি, আমি পাপ করিয়াছি" এইরূপ মনে করিয়া পুণ্য ও পাপরূপ ফল ভোগ করিবার জন্য এই কার্য্যকারণাভিমানী (দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানী) জীব জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইয়া থাকে। অতএব কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহংকার থাকাতেই অজ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকে এবং মহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হয়, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

[অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি অহংকারবিমূঢ়াত্মা হইয়া কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া আপনাকে মনে করে এবং কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকে পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। এখন বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি কি প্রকারে কর্ম্ম করেন তাহা বলা হইতেছে।—]

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। তু হে মহাবাহো! গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা (গুণেষু) ন সজ্জতে।

অনুবাদ। কিন্তু হে মহাবাহো! গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান যাঁহার আছে সেই তত্ত্ববিৎ (যিনি গুণ হইতে আত্মার বিভাগ (বিলক্ষণতা) এবং গুণের কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ (বিলক্ষণতা) জানিয়াছেন তিনি) ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত প্রকৃতির গুণ, বিষয়রূপে পরিণত প্রকৃতির গুণেই ব্যাপৃত আছে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত আছে, আমি নিঃসঙ্গ মাত্র) এইরূপ জানিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না।

ভাষ্য দীপিকা। তু—কিন্তু। অজ্ঞ ব্যক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞের যে বিশিষ্টতা আছে তাহা বুঝাইতে 'তু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হে মহাবাহো!—হে শক্তিশালী অর্জ্জুন! তুমি কেবল যে বাহুদ্বারা নিবাত কবচাদি অসুরকে পরাজিত করিয়াছ তাহা নহে আত্ম-শক্তি দ্বারা অজ্ঞানরূপ অসুরকে নষ্ট করিয়া তুমিও তত্ত্ববিৎ হইতে পারিবে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনকে এখানে "মহাবাহো" বলিয়া ভগবান্ সম্বোধন করিলেন। [মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে 'হে মহাবাহো!' এইরূপ সম্বোধন করিয়া ভগবান্ ইহাই সূচিত করিতেছেন যে সামুদ্রিক শাস্ত্রে কথিত সৎপুরুষের লক্ষণ দীর্ঘবাহুত্ব যখন তোমাতে বিদ্যমান আছে তখন অসৎ (অজ্ঞ) ব্যক্তির ন্যায় অবিবেকী হওয়া তোমার পক্ষে উচিত হয় না।] গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—গুণ শব্দের অর্থ ত্রিগুণের কার্য্য অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণিপাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ এবং বুদ্ধি। এই গুণ হইতে আত্মার বিভাগ অর্থাৎ আত্মা যে উহাদিগ হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্) এবং ঐ গুণের কর্ম্ম (যেমন চক্ষু শ্রোত্রাদির দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া, বাক্ পাণ্যাদির বচনাদান (বাক্য ও গ্রহণ) রূপ ক্রিয়া, বুদ্ধির

অহংকরণ ক্রিয়া এবং মনের সংকল্পন ক্রিয়া ইত্যাদি) হইতে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার বিভাগ অর্থাৎ বিলক্ষণতা, এইরূপে গুণের তত্ত্ব, কর্ম্মের তত্ত্ব এবং উহাদিগ হইতে আত্মার বিভাগরূপ তত্ত্ব যিনি জানেন [আত্মা অসঙ্গ, কূটস্থ চিদ্রূপ মাত্র–ত্রিগুণ এবং তজ্জনিত কর্ম্ম ইহাঁকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, এই তত্ত্ব যথার্থরূপে যিনি জানেন] তিনিই তত্ত্ববিৎ। সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা—করণাত্মক গুণ (ইন্দ্রিয় সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি ইত্যাদি) বিষয়রূপ-গুণে অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় যেহেতু তাহারা উভয়েই প্রকৃতির গুণ হওয়াতে স্বভাবতঃই বিকারী, কিন্তু নির্ব্বিকার আত্মা কখনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না এইরূপ বুঝিয়া অর্থাৎ আমি (আত্মা) না শুনি, না দেখি, না বলি, না করি, না চলি কিন্তু সদাই কূটস্থাসঙ্গ চিৎস্বরূপে নিশ্চল ভাবে একই প্রকার অবস্থান করি এইরূপ বুঝিয়া বা জানিয়া ন সজ্জতে—(কোন কর্ম্মে) আসক্ত হন না। অজ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় আমি এই কর্ম্মের কর্ত্তা, আমার ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান বা ফলভোগাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্মে আসক্ত (লিপ্ত) হন না। [কার্য্য-কারণেরই (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিরই) বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। আত্মা কূটস্থ হওয়াতে তাঁহার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব হয় না, এইরূপ তত্ত্ববিৎ জানিয়া কোন কর্ম্মে ইহা আমার কর্ত্তব্য এইরূপ দৃঢ়তর অভিমান রাখেন না। (আনন্দগিরি)]

টিপ্পনী—(১) মধুসূদন—গুণাঃ—অজ্ঞানবশতঃ জীব আমি দেহ, আমি ইন্দ্রিয় আমি অন্তঃকরণ এইরূপ বুদ্ধি করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃ-করণের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করে। এইজন্য দেহ, ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি অহংকারের আশ্রয় হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকেই গুণ বলা হয়। কর্ম্ম—সেই গুণের (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের) যেগুলি ব্যাপার (ক্রিয়া) এবং যেগুলি মমকারের আস্পদ (আশ্রয়) অর্থাৎ ইহা আমার কর্ম্ম, ইহার ফলে আমার অধিকার এইরূপ মমত্ব যাহাতে থাকে সেইসমস্ত কর্ম্ম। গুণ কর্ম্ম এস্থলে সমাহার দন্দ্ব হইয়াছে।

বিভাগঃ—যাহা বিভক্ত হয় অর্থাৎ সকল বিকারী জড়পদার্থের প্রকাশক হওয়ায় যাহা সেই জড়বর্গ হইতে পৃথক্ থাকে তাহাই বিভাগ। অতএব বিভাগ শব্দের অর্থ স্বপ্রকাশ-জ্ঞানস্বরূপ অসঙ্গ কূটস্থ নির্ব্বিকারী আত্মা। 'গুণ কর্ম্ম বিভাগ' শব্দে 'গুণ, কর্ম্ম এবং বিভাগ' এইরূপে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—সেই গুণ, গুণের কর্ম্ম এবং বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন। গুণ কর্ম্ম রূপ ভাস্য (জ্ঞানের প্রকাশ্য) এবং বিভাগরূপ ভাসক (প্রকাশক জ্ঞান) অর্থাৎ বিকারী জড়পদার্থ এবং নির্ব্বিকার চৈতন্য সত্তার তত্ত্ব (যথার্থ স্বরূপ) যিনি অবগত হন তিনি তত্ত্ববিৎ।

(২) শ্রীধর—[পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি যেরূপ নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া থাকেন বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ মনে করেন না—]

তত্ত্ববিৎ তু গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ—আমি গুণাত্মক নহি [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ হইতে আমি উৎপন্ন হই নাই] এইরূপে গুণ হইতে আত্মার বিভাগ (পৃথকত্ব) এবং কর্ম্ম আমার নহে [দেহেন্দ্রিয়াদিরই কর্ম্ম হয়] এইরূপে কর্ম্ম হইতেও আত্মার বিভাগ—এই উভয়ের [গুণ ও কর্ম্মের আত্মা হইতে বিভাগের] তত্ত্ব যিনি জানেন সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ন সজ্জতে—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ করেন না [কি কারণে তাহা বলা হইতেছে] গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা—তাহার কারণ এই যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন গুণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল) গুণ সকলে (স্ব স্ব বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে—আমি (আত্মা) বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি না, এই মনে করিয়া তাঁহার (কর্ম্মে) কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ হয় না।

(৩) শঙ্করানন্দ—২৬ শ্লোকে 'বিদ্বান্ যুক্তঃ' এইরূপ বলাতে বিদ্বান্ ব্যক্তি যে আত্মাতে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং উহাদের কর্ম্মের সম্বন্ধের অভাব দর্শন করেন, ইহাই এখন স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছেন—

গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ—গুণ আর কর্ম্ম উভয়ের বিভাগের। গুণ শব্দের অর্থ গুণের কার্য্য চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ইহাদের মধ্যে চক্ষুকর্ণাদির দর্শন শ্রবণাদিক্রিয়া, বাক্, পাণি প্রভৃতির বচন, আদানাদি ক্রিয়া, বুদ্ধির অহংকারকরারূপ ক্রিয়া এবং মনের সঙ্কল্পন ক্রিয়া হইয়া থাকে) ইহাদিগকে গুণের কর্ম্ম বলা হয়। আত্মার গুণ ও কর্ম্ম (ক্রিয়া) নাই ; উহা তো কূটস্থ, অসঙ্গ ও কেবল চিৎ-স্বরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার গুণের বিভাগ ও কর্ম্মের বিভাগ এই উভয়ের তত্ত্ব (যথার্থ তাৎপর্য্য) যিনি জানেন এবং **তত্ত্ববিৎ তু**— সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয় হইতে বিলক্ষণ আত্মার তত্ত্ব যিনি যথার্থরূপে জানেন সেই তত্ত্ববিৎ বিদ্বান্ কিন্তু, এখানে 'তু' শব্দ অবিদ্বান্ হইতে বিদ্বান্‌কে ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য অর্থাৎ উহাঁদের পার্থক্য দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। **গুণাঃ**—সকল কর্ম্মে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি **গুণেষু বর্ত্তন্তে**—নিজ নিজ গুণে (বিষয়ে) ব্যবস্থিত আছে অর্থাৎ চক্ষুকর্ণ রূপশব্দাদি গ্রহণে, বাক্‌পাণি ইত্যাদি বচনাদানাদিতে, ব্যবস্থিত আছে, মন ঐ সব কর্ম্মের সংকল্প করিতেছে এবং বুদ্ধি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহংকার করিতেছে। **ইতি মত্বা**—এইরূপ জানিয়া **ন সজ্জতে**—সেই সকল কর্ম্মে 'আমি শুনি না, দেখি না, বলি না, করি না, গমন করি না, কিন্তু আমি কূটস্থ, অসঙ্গ, চিদাত্মা সর্ব্বদা চুপচাপ (একরূপেই) অবস্থান করি' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির কর্ম্মে আসক্ত হয়েন না অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্মে 'আমি, আমার' এইরূপ বুদ্ধি করেন না।

(৪) **নারায়ণী টীকা**—কর্ম্ম সকল গুণ হইতে হয় অর্থাৎ গুণের বিকার দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই গুণ ও কর্ম্ম হইতে বিভাগরূপে (বিভক্তরূপে) অবস্থিত কূটস্থ আত্মার সত্বাতে গুণ ও কর্ম্ম সত্তাবান্ বলিয়া প্রতীত হয় এবং আত্মার প্রকাশেই গুণ ও কর্ম্ম প্রকাশিত হয়। আত্মা নিত্য সর্ব্বগত অচল সনাতন আর গুণ ও কর্ম্ম অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন (সীমিত) চঞ্চল ও বিকারী। বস্তুতঃ তত্ত্ববিৎ পুরুষ এইগুণ ও গুণের কর্ম্ম সকল শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অধিষ্ঠান করিয়া প্রতীত হইলেও উহাদিগকে পারমার্থিক সত্ত্বাহীন অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়াই জানেন।

এইজন্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে গুণসকল [গুণের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি] গুণসকলে [গুণের বিকাররূপ বিষয় সকলে] প্রবৃত্ত থাকিলেও কোন কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি (কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা) থাকে না কারণ সদাই তাঁহারা নিঃসঙ্গ অদ্বিতীয় দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্য হইতে থাকিলেও পদ্মপত্র যেমন উপরিস্থিত জল দ্বারা সিক্ত হয় না সেইরূপ তাঁহারা কোন কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল দ্বারা লিপ্ত হয়েন না।

[পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না আর ২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে অজ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থা উহার বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলে আসক্তি থাকে। এইজন্য জ্ঞানের উপদেশ দিয়া অজ্ঞানী পুরুষদের বুদ্ধি ভেদ করিয়া কর্ম্মযোগ হইতে বিচলিত করিলে তাহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। ইহাই এখন উপসংহার করিয়া বলা হইতেছে।—]

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে ; কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ ।

অনুবাদ। প্রকৃতির গুণে বিমুগ্ধ হইয়া অজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিরূপ গুণের কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ (সকলার্থবেত্তা) আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল অল্পবুদ্ধি মূঢ় (দুর্ম্মতিগণকে) বিচালিত করিবেন না অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মের উপর যে শ্রদ্ধা আছে তাহা নষ্ট করিবেন না।

ভাষ্য দীপিকা। **প্রকৃতেঃ গুণ সংমূঢ়াঃ**—প্রকৃতির গুণ সকল দ্বারা অত্যন্ত মোহিত হইয়া [পূর্ব্বোক্ত মায়ারূপ প্রকৃতির কার্য্যভূত দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ প্রভৃতি বিকার যাহাকে গুণ বলা হয় তাহা দ্বারা] (মধুসূদন) সম্যক্ মূঢ় (মোহগ্রস্ত) ব্যক্তিগণ। চিত্তশুদ্ধির অভাব-বশতঃ নিজের স্বরূপের (আত্মার) স্ফুরণ না হওয়াতে অজ্ঞানী ব্যক্তি যে ভ্রান্তি করিয়া দেহেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ প্রকৃতিতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে তাহাকেই "সংমূঢ়" সম্মোহিত অবস্থা বলা হয়। এইরূপ মোহ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ (দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানকারী ব্যক্তিগণ) **গুণ কর্ম্মসু**—গুণের কর্ম্ম সকলে অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপ গুণ সকলের ক্রিয়া সমূহে **সজ্জন্তে**—আসক্ত হয় অর্থাৎ আমি এই ফলের জন্য কর্ম্ম করিতেছি এবং ইহা আমারই কর্ম্ম এইরূপ (কর্ম্ম গুণের ব্যাপার হইলেও) ঐ সকল কর্ম্মে দৃঢ়তর ভাবে আত্মীয় বুদ্ধি ('আমার কর্ম্ম' এই বুদ্ধি) করিয়া আসক্ত হইয়া থাকে (মধুসূদন)। **কৃৎস্নবিৎ**—যিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তিনি, **তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্**—সেই সকল কর্ম্মসঙ্গী (আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া কর্ম্মে আসক্ত) এবং কর্ম্মফল মাত্র দর্শী (অর্থাৎ অনিত্য মিথ্যা বিষয়রূপ ফল লাভই যাহাদের কর্ম্মের একমাত্র

উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্তি যাহাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, এইরূপ অনাত্মজ্ঞ) মন্দবুদ্ধ (চিত্তশুদ্ধির অভাবে বুদ্ধি মন্দ অর্থাৎ মলিন থাকাতে যাহারা জ্ঞান লাভের অযোগ্য এইরূপ অনাত্মাভিমানী অর্থাৎ অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণে আত্মাভিমানকারী) ব্যক্তিগণকে ন বিচালয়েৎ—বুদ্ধি ভেদ করাকেই চালন বলা হয়। অতএব 'ন বিচালয়েৎ' শব্দের অর্থ বুদ্ধি ভেদ করিয়া বিপথে চালিত করিবেন না অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মে যে শ্রদ্ধা আছে তাহা হইতে চ্যুত করিবেন না কিন্তু কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া কর্ম্মেতেই প্রবর্ত্তিত করিবেন। [আর যে সমস্ত ব্যক্তি অমন্দ অর্থাৎ যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের বিবেকোদয় হইলে স্বয়ংই কর্ম্মমার্গ হইতে বিচালিত হইয়া থাকেন কারণ তাহারা তখন জ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ইহাই এখানে বলিবার অভিপ্রায়। (মধুসূদন)]

[বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য "কৃৎস্ন" ও "অকৃৎস্ন" শব্দের যথাক্রমে (শ্রুতির অনুসারে) আত্মা ও অনাত্মা অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্বয় অখণ্ড আত্মাই কৃৎস্ন বস্তু যে হেতু সেই অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলে কিছুই জ্ঞাতব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকেনা। শ্রুতিও বলিয়াছেন— "আত্মনি অরে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি (বৃঃ উঃ)। সেইজন্য এই আত্মাকে যিনি জানিয়াছেন তিনি "কৃৎস্নবিৎ"। আত্মা ভিন্ন সবই জড়, অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন (অল্প), বিকারী সাবয়ব এবং অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইকারণে ঘটাদি কোনও একটী বস্তু যদি কোন ধর্ম্মের দ্বারা অথবা কোন অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা হইলে সেই একই বস্তুটি অন্য ধর্ম্ম অথবা অন্য অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইলে উহা ঐ ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাতই থাকিবে। আবার ঘট জ্ঞাত থাকিলে পট অজ্ঞাত থাকিতে পারে। এইজন্য সব অনাত্ম বস্তুর জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া উহা 'অকৃৎস্ন' বলিয়া অভিহিত হয়।

টিপ্পণী—(১) শ্রীধর—[অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ করিবে না—এই বাক্যের উপসংহার করিতেছেন—] প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ—প্রকৃতির সত্ত্বাদি

গুণদ্বারা সংমূঢ় (সম্যক্ প্রকার মোহিত) হইয়া **গুণ কর্ম্মসু**—গুণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে এবং কর্ম্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মেতে **সজ্জন্তে**—আসক্ত হইয়া থাকে **তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্**—সেই সকল (অনাত্মজ্ঞ) মন্দমতিদের **কৃৎস্নবিৎ**—সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি **ন বিচালয়েৎ**—বিচালিত করিবেন না। [কারণ তাহা হইলে মন্দবুদ্ধি লোক কর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে]।

(২) **শঙ্করানন্দ**—এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলে নিজের অকর্তৃত্ব দর্শন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি 'নিজের বিলক্ষণ অজ্ঞানী কর্ম্মীদিগকে ভুল করিয়াও বিচলিত করিবেন না' এই প্রকারে যাহা পূর্ব্বে ২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে সেই অর্থকে দৃঢ় করিবার জন্য পুনরায় এখন বলিতেছেন—

সাধারণ কর্ম্মীদিগের বিদ্বান্ হইতে বৈলক্ষণ্য দেখান হইতেছে—**প্রকৃতেগু´ণ সংমূঢ়াঃ**—প্রকৃতির অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত—মায়ার গুণসকলে অর্থাৎ গুণের কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' এইরূপ অহংবুদ্ধি করিয়া সংমূঢ় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত তাদাত্ম্য (একত্ব) প্রাপ্ত হইয়া অবিবেকী পামর পুরুষ **গুণকর্ম্মসু**—গুণের কর্ম্ম সকলে অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলে অর্থাৎ শ্রবণদর্শন বচনাদান ভোজনাদি কর্ম্মসকলে আমিই শ্রোতা, দ্রষ্টা, বক্তা, দাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া **সজ্জন্তে**—আসক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ অভিনিবেশ করিয়া থাকে। **তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্**—সেই অপূর্ণজ্ঞানী (ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্বকে পূর্ণরূপে যাহারা জানে না এইরূপ) মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে **কৃৎস্নবিৎ**—পূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই পূর্ণজ্ঞানী **ন বিচালয়েৎ**—বিচলিত করিবেন না (তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া যে কর্ম্মে সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি অধিকারী সেই কর্ম্ম হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন না।]

(৩) **নারায়ণী টীকা**—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই শ্লোক ২৬ শ্লোকেরই ব্যাখ্যা। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির গুণদ্বারা সকলেই মোহিত

থাকে অর্থাৎ অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে 'আমি' ও 'আমার' বোধ থাকে অর্থাৎ আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, আমার ফল ভোগ করিতে হইবে এই প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মফলে আসক্তি থাকে। 'অহংকার বিমূঢ়াত্মা' আর 'প্রকৃতের্গুণ 'সংমূঢ়া' শব্দের তাৎপর্য্য একই। অজ্ঞান বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, এবং জ্ঞান না হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অতএব যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং এই কর্ম্মাধিকারী মন্দবুদ্ধি পুরুষকে যদি কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ নিরন্তর বেদান্ত বাক্য (ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা—তুমি ব্রহ্ম স্বরূপই ইত্যাদি বাক্য শুনাইতে থাকেন তাহা হইলে বুদ্ধির মলিনতার জন্য সে কখনও বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারিবে না। উপরন্তু জগৎ ও জাগতিক কর্ম্মাদি সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য বারবার শ্রবণ করিবার ফলে তাহার শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা শিথিল হইতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় সে উভয় পথ হইতে (কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই উভয়মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যিনি আত্মদর্শী তিনি এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও বুদ্ধি ভেদ করিয়া বিচালিত করিবেন না বরং নিজের কর্ম্ম কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য (অর্থাৎ সে যাহাতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণ দেখিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য) স্বয়ং নাট্যকারের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞব্যক্তিকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, ইহাই ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়।

[(অজ্ঞ পুরুষের কর্ম্মেই অধিকার ইহা স্বীকার করিলেও যদি সে মুমুক্ষু হয় তাহা হইলে তাহার তো কর্ম্মত্যাগ করা উচিত কারণ মোক্ষ, জ্ঞান দ্বারাই প্রাপ্ত হইতে পারে, কেবল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—এইরূপ শঙ্কার উত্তরে) কর্ম্মে অধিকারী অজ্ঞপুরুষ যদি মুমুক্ষু হয় তাহা হইলে জ্ঞান লাভের জন্য তাহার কি প্রকারে করা উচিত তাহা বলা হইতেছে।]

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। অধ্যাত্ম চেতসা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য নিরাশীঃ নির্ম্মমং ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (সন্) যুধ্যস্ব।

অনুবাদ। বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে সকল কর্ম্মই আমাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া এবং বিগত সন্তাপ (শোকরহিত) হইয়া যুদ্ধ কর।

ভাষ্যদীপিকা। **অধ্যাত্ম চেতসা**—[অধিকৃত্য আত্মানম্ অধ্যাত্মং, অধ্যাত্মং চ তচ্চেতশ্চ তেন—আত্মা বা পরমেশ্বরকে অধিকার করিয়া চিত্ত তদ্‌গত থাকে (অর্থাৎ আত্মাকেই সব সময়ে স্মরণ করে) তাহাকে 'অধ্যাত্মচেতাঃ' বলে, সেইরূপ চিত্তের দ্বারা অথবা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ ভৃত্য যেমন রাজার অধীন হইয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে সেইরূপ অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া সেই ঈশ্বরের নিমিত্তই কর্ম্ম করিতেছি এইরূপ বুদ্ধিতে **সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য**—লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্ম আমার উপর অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই ভগবান্ বাসুদেবের উপর সর্ব্বকর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া (সমর্পণ করিয়া) **নিরাশীঃ**—কোন আশা না রাখিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া (নিষ্কাম হইয়া) **নির্ম্মমঃ ভূত্বা**— মমতা বিহীন হইয়া [অর্থাৎ দেহ, গেহ, পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতির উপর মমতা বিহীন হইয়া (মধুসূদন)] **বিগত জ্বরঃ**—বিগত সন্তাপ হইয়া (বিগতশোক হইয়া) [এখানে 'জ্বরঃ' শব্দ দ্বারা শোককে বুঝাইতেছে কারণ শোকই সন্তাপের কারণ। অতএব 'বিগতজ্বরঃ' শব্দের অর্থ ইহলোকের দুর্ণাম এবং পরলোকের নরক-পতনাদির ভয়ে যে শোক হইয়া থাকে সেইরূপ শোকরহিত হইয়া (মধুসূদন)] **যুধ্যস্ব**—তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। [মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে শ্লোকে যে ঈশ্বরার্পণ এবং নিষ্কামত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মুমুক্ষুর পক্ষে সমস্ত কর্ম্মেই সাধারণ

নিয়ম অর্থাৎ সকল মুমুক্ষুর সকল কর্ম্মেই এই দুইটীর অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। আর নির্ম্মমত্ব ও বিগত জ্বরত্ব (অর্থাৎ যে মমতা ও শোক ত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে তাহা) কেবল যুদ্ধস্থলের জন্যই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে তো করিবেই অধিকন্তু এই যুদ্ধস্থলে তোমাকে নির্ম্মম (মমত্ববিহীন) এবং শোকবিহীন ও হইতে হইবে, ইহাই ভগবানের বলিবার অভিপ্রায়।]

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—[২৫, ২৬, ২৮, ২৯ শ্লোকের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে তত্ত্ববিদের ও লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি অদ্যাপি তত্ত্ববিৎ হও নাই, তোমার তো কর্ম্ম করাই উচিত। কর্ম্ম কিভাবে করা উচিত তাহা বলা হইতেছে—] (ক) **সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য**—সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে (সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবে) সমর্পণ করিয়া (খ) **অধ্যাত্মচেতসা**—অধ্যাত্ম চিত্ত দ্বারা অর্থাৎ আমি অন্তর্য্যামীর অধীন (তাঁহার ইচ্ছানুসারেই আমাকে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে) এইরূপ বুদ্ধিতে (গ) **নিরাশীঃ**—নিষ্কাম হইয়া এবং (ঘ) **নির্ম্মমঃ**—এই কর্ম্ম আমার কোন ফলপ্রাপ্তির জন্য অথবা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য করিতেছি না কিন্তু ভগবানের তৃপ্তির জন্যই ইহা করিতেছি, এইভাবে মমতাশূন্য হইয়া (ঙ) **বিগত জ্বরঃ**—শোকশূন্য হইয়া **যুধ্যস্ব**—তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পালন কর।

(২) শঙ্করানন্দ—এই প্রকার আধিকারিক জ্ঞানীদিগের ও লোক-সংগ্রহের জন্য অবশ্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এবং লোকসংগ্রহকারীর এইরূপ কর্ম্ম করাই উচিত এই প্রকার উপদেশ দিয়া এখন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে লোকসংগ্রহের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তুমিও স্বধর্ম্ম পালন কর।—(১) যদি তুমি অপরোক্ষ জ্ঞানী হইয়া (আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া) লোকসংগ্রহের কর্ত্তা হও [অথবা অপর কেহ যদি ঐরূপ হয়] তাহা হইলে এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করা উচিত—

অধ্যাত্মচেতসা—'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' (দৃশ্য বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহা সব আত্মাই) এই শ্রুতিবাক্যানুসারে আত্মাকে উদ্দেশ্য

করিয়া যে, কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ যাহা কিছু করা হয়) তাহাকে অধ্যাত্ম বলা হয়। চেতস্ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অধ্যাত্মরূপ চেতঃ (জ্ঞান) দ্বারা অর্থাৎ 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ' এইরূপ বক্ষ্যমান লক্ষণ প্রত্যক্ দৃষ্টি দ্বারা [৪।২৪ শ্লোকে যাহা বলা হইবে সেই অনুসারে] অর্থাৎ সব কিছু ব্রহ্মই এইরূপ দর্শন (জ্ঞান) দ্বারা **সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি**—নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম **ময়ি**—সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে **সংন্যস্য**--ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'সব ব্রহ্মই' এই বুদ্ধি দ্বারা বিলয় করিয়া **নিরাশীঃ** (সন্)—জয় লাভ করিয়া যুদ্ধ ক্রিয়ার ফলরূপে রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে কি না সেই বিষয়ে নিরাশী অর্থাৎ নিরপেক্ষ (নিরাসক্ত) থাকিয়া **নির্ম্মমঃ ভূত্বা**—যে সব ভাই বন্ধু মরিবে তাহাদের প্রতি নির্ম্মম অর্থাৎ মমতারহিত হইয়া **বিগত জ্বরঃ (ভূত্বা)**—'ইহারা আমার, আমার দ্বারা ইহারা হত হইবে' এইরূপ যে জ্বর অর্থাৎ সন্তাপ যাঁহার বিগত হইয়াছে তাঁহাকে বিগতজ্বর (শোকরহিত) বলা হয়। এইরূপ হইয়া **যুধ্যস্ব**--যুদ্ধ কর অর্থাৎ লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম কর (স্বধর্ম্ম পালন কর)। এখানে বলিবার অভিপ্রায় এই--'আমি এবং এই সব ব্রহ্মই' এইরূপ পর ও অবরের (ব্রহ্ম ও জীবের) একত্ব বিষয়ক অপ্রতিবদ্ধ (দৃঢ়) অপরোক্ষজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে আধিকারিক ব্রহ্মবিৎ এখানে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই রীতি অনুসারে লোকহিতের জন্য কর্ম্ম করিবেন। তিনি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই কিন্তু এইরূপ কর্ম্মদ্বারা অপরকে উদ্ধার করাই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন থাকে। (২) আর যদি তিনি পরোক্ষজ্ঞানী হয়েন তাহা হইলে (ক) 'ঘটের দ্রষ্টা যেমন ঘট হইতে পৃথক্ সেইরূপ আমি দেহাদির দ্রষ্টা হওয়াতে দেহাদি হইতে আত্মা (আমি) ভিন্ন (পৃথক্) এইরূপ যুক্তি বলে নিজের দেহাদি হইতে ভিন্নত্বজ্ঞান দ্বারা 'আমি কর্ত্তা না, আমি কারয়িতা না অর্থাৎ আমি কোন কর্ম্ম করি না অথবা কাহাকেও করাই না' এইরূপ অকর্ত্তৃত্ববুদ্ধিদ্বারা এবং (খ) 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং' (এই সব দ্বৈতবস্তু মায়ামাত্র) ইত্যাদি শ্রুতি

বচনের সামর্থ্য দ্বারা এবং 'এই সব মিথ্যা, মায়ার কার্য্য হওয়াতে, ইন্দ্র-জালের ন্যায় এইরূপ যুক্তি বলে কর্ত্তা, কার্য্য ও করণ সব মিথ্যাই, এই প্রকারে কর্ত্তা দর্শন করিয়া (নিশ্চয় করিয়া) সর্ব্বত্র (সকল পদার্থে) নিরাশী, নির্ম্মম (মমতাহীন) হইয়া তিনি লোকহিতের জন্য কর্ম্ম করিবেন। এইরূপ কর্ম্মদ্বারা (পরম্পরাক্রমে) তাঁহার চিত্তপরিপাক (চিত্তশুদ্ধি), জ্ঞান ও মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা একদিকে লোকের উপকার এবং অন্যদিকে নিজের উদ্ধার ও অপরের উদ্ধার এই উভয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৩) আর যদি তিনি আত্মজ্ঞানী না হয়েন তাহা হইলে পরিগ্রহ ব্যাপারে (জাগতিক বস্তুর সংগ্রহ ব্যাপারে) নির্ম্মম (মমতারহিত) হইয়া, কর্ম্মফলের জন্য নিরাশী (বাসনারহিত হইয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে) শ্রৌত ও স্মার্ত সকল কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিজের হিতের জন্যই তাঁহার করা উচিত কারণ ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা (যথাক্রমে) চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(৩) নারায়ণী টীকা—আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা থাকে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা হয়। চিত্ত যখন আত্মাতেই অবস্থিত থাকে তখন মুমুক্ষু অধ্যাত্মচেতাঃ হয়। ইহাই মুক্তির পথ। সাধারতঃ চিত্ত আত্মাতে না থাকিয়া অনাত্ম বস্তুতে থাকে অর্থাৎ অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি' বুদ্ধি এবং অনাত্ম বিষয় সকলে 'আমার' বুদ্ধি করে এবং এই জন্যই সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাত্মা ভগবান্ই মায়াশক্তি দ্বারা (কল্পনা-শক্তি দ্বারা) সর্ব্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকল কর্ম্মের কর্ত্তা সাজিয়াছেন, জীব সকল তাঁহার অধীন যন্ত্রমাত্র। কর্ম্ম সকল তাঁহার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হইতেছে এবং কর্ম্মফল যাহা তিনি পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন সেই অনুসারেই হইবে উহার অন্যথা হইবার উপায় নাই, এইরূপ বুদ্ধি যখন দৃঢ় হয় অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল সবই ভগবানের অধীন অথবা ভগবান্ই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ও কর্ম্মফলরূপে নাটক করিতেছেন এই রূপ ভাবে যখন চিত্ত ভাবিত হয় তখন আত্মা বা ভগবানেই চিত্ত স্থিত থাকে

বলিয়া উহাকে 'অধ্যাত্ম চিত্ত' বলা হয়। যিনি মুমুক্ষু তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য (ক) এইরূপ অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা পরমাত্মা বা ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাস (অর্পণ) করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মার্পণ তুই প্রকার (১) ঈশ্বরার্পণ (২) ব্রহ্মার্পণ। **ঈশ্বরার্পণ** আচার তুই প্রকার (১) 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা। ভগবানেরই প্রকৃতি সর্ব্ব কার্য্য করিয়া ভগবানেরই সেবা করিতেছে (গীতা ৩।২৭) ; দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তকরণ যাহাকে আমি, আমি করিতেছি তাহাও তো প্রকৃতিই। "অতএব আমার 'অজ্ঞ আমিটীও' তো তোমার প্রকৃতিই। সুতরাং আমি কর্ত্তা হইব কি করিয়া ? তুমিই তোমার প্রকৃতি দ্বারা তোমার কর্ম্ম করিতেছ আর তুমি যদি কর্ত্তা হও তাহা হইলে কর্ম্মফলও তো তোমারই।" এইরূপ বুদ্ধি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে তিনি পূর্ণভাবে 'আমি কর্ত্তা নহি' এইরূপ সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপে যখন প্রকৃতি হইতে সাধকের পৃথক্ অস্তিত্বই নাই তখন তাঁহার আশা (ফলাকাঙ্ক্ষা) করিবারও কিছুই থাকে না অতএব তিনি নিরাশী হন আবার 'আমার' বলিতে যখন কিছু নাই তখন নির্ম্মম (মমতাশূন্য) থাকেন। সুতরাং তাঁহার সন্তাপ করিবার কোন কারণ না থাকাতে বিগতজ্বর (শোকরহিত) হইয়া জীবনযুদ্ধ করিতে থাকিয়া ভগবানেই সদা স্থিত থাকিতে সমর্থ হয়েন। (২) আংশিকভাবে 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করা। নিম্নশ্রেণীর ভক্ত এক অখণ্ড চিৎ শক্তিই (মায়া বা প্রকৃতিই) যে বিশ্বের কার্য্য করিতেছে তাহা ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি নিজেকে খণ্ডশক্তিরূপে (ঈশ্বরের অংশরূপে) কল্পনা করিয়া ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাঁহারই দাস বা দাসীরূপে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানেই অর্পণ করিতে থাকেন। [এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিয়া এই শ্রেণীর সাধক নিরন্তর অধ্যাত্মচিত্ত থাকাতে অবশেষে অখণ্ড ভগবানের সহিত মিলিত হইতে (ঐক্যলাভ করিতে) সমর্থ হয়েন কারণ এইরূপ দাসভাবে ভগবানের

আত্মাতেই কর্ম্ম করিয়া ভগবানে অর্পণ করিতে থাকিলে তাঁহার স্বতঃই কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হইয়া যায়। অতএব তিনি নিরাশী (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) হয়েন, তিনি নির্ম্মম হয়েন (তাঁহার ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জন্য মমতা থাকে না); সুতরাং তাঁহার কোন কিছুর জন্য শোক না থাকাতে তিনি বিগতজ্বর হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসের অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার্পণং— জ্ঞানী সকল জগৎ এবং নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ কর্ম্মফল সব প্রকৃতির গুণেরই কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে মায়া দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের অধিষ্ঠানের (ব্রহ্মের) সত্তা হইতে অন্য কোন পৃথক্ সত্তা নাই। এই কারণে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদিও ব্রহ্মই (তাঁহার নিজের আত্মাই)। সুতরাং তাহার কোন বস্তুর জন্য আশা, মমতা বা শোক থাকা সম্ভব নয়। মায়া রচিত ইন্দ্রিয় সকল মায়া রচিত বিষয় সকলে ব্যাপৃত থাকে এইরূপ জানিয়া (গীতা ৩।২৮) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ (গীতা ৪।২৪) ইত্যাদি বোধ দ্বারা তিনি সকলই ব্রহ্মময় করিয়া নিষ্ক্রিয় শান্ত আত্মাতে স্থিত থাকেন।

[পূর্ব্বের কয়েকটী শ্লোকে ফলাভিসন্ধি (ফলকামনা) রহিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এইরূপে ভগবান্ নিজের মত (অভিপ্রায়) প্রমাণ সহিত বলিয়াছেন। এখন যিনি যথার্থরূপে ভগবানের ঐ মত মানিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহার কর্ম্মের ফল কি হয় তাহা বলা হইতেছে—]

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১॥

অন্বয়— যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ (সন্তঃ) মে ইদং মতম্ নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে।

অনুবাদ। যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন হইয়া (অর্থাৎ গুণে দোষ দর্শন না করিয়া) সর্ব্বদা আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহারাও কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

ভাষ্য দীপিকা। **যে মানবাঃ**—যে সকল মনুষ্য অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেহ। ['মানবাঃ' পদ উল্লেখ করিয়া ইহাই সূচিত করিলেন যে কেবল মাত্র মনুষ্যগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী। (মধুসূদন)] **শ্রদ্ধাবন্তঃ**—শ্রদ্ধাবান হইয়া। [শাস্ত্র এবং আচার্য্য যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা অনুভূত না হইলেও 'ইহা এইরূপই' এই প্রকার যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া (মধুসূদন)] **অনসূয়ন্তঃ**—আমি (সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবই) সকলের সুহৃৎ ও পরমগুরু। অতএব আমার উপর অসূয়া না করিয়া অর্থাৎ গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার না করিয়া। [আমি যাহা কিছু তোমাকে উপদেশ দিতেছি তাহা সকলই তোমার কল্যাণের জন্য করিতেছি কিন্তু "আমার সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে দুঃখময় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন তখন ইনি কারুণিক নন" এইরূপ আমার পরম হিতকর কার্য্যে দোষদর্শন করিলে উহা অসূয়া হইবে। এইরূপ অসূয়া (দোষ দৃষ্টি) ত্যাগ করিয়া (মধুসূদন)] **মে ইদং মতম্**—আমার এই মতের অনুসারে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে (ঈশ্বর) অর্পণ করা উচিত এই যে আমার মত (অভিপ্রায়) তোমার নিকট এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছি সেই মতের অনুসারে কর্ম্ম যদি **নিত্যম্**—সদাই [মধুসূদন সরস্বতী নিত্য শব্দের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন—(ক) **নিত্যম্**—যাহা নিত্য বেদের দ্বারা বোধিত (উপদিষ্ট)

হইয়া অনাদি পরম্পরায় আগত হইয়াছে অর্থাৎ গুরুশিষ্য সম্প্রদায় ক্রমে অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে সেই আমার মত। এইরূপ অর্থ করিলে নিত্য শব্দ মতম্ শব্দের বিশেষণ হইবে অথবা (খ) নিত্যম্—আবশ্যক। এইরূপ অর্থেও 'মতম্' শব্দের বিশেষণ হইবে, অথবা (গ) নিত্যম্—সর্ব্বদা। শেষোক্ত অর্থে নিত্যম্ শব্দ ক্রিয়া বিশেষণ।] মানুষ একক্ষণও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেনা (গীতা ৩।৫) অতএব নিরন্তর সে যাহা কিছু করে তাহাই যদি তাহার কর্ম্মযোগরূপে পরিণত হয় যাহা হইলেই ঐ যোগ দৃঢ় হইতে পারে। এইজন্য পাতঞ্জলি যোগ-শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে "স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য সৎকারসেবিতো দৃঢ় ভূমিঃ" এই শ্লোকেও ঐ পাতঞ্জল সূত্রেরই প্রতিধ্বনি দেখা যাইতেছে। (ক) দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য—নিত্যম্; (খ) সৎকার সেবিত—শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ। অতএব নিত্য শব্দের অর্থ নিরন্তর বা সর্ব্বদা করাই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।

তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে—তাহা হইলে তাহারাও (ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তি করিয়া) ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্মরাশি হইতে অর্থাৎ কর্ম্মসকলের বন্ধন হইতে (যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায়) মুক্তিলাভ করে (মধুসূদন)।

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—[পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের গুণ বলিতেছেন—]

যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্ত অনসূয়ন্তঃ মে ইদম্ মতম্ নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি—আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান এবং অসূয়াশূন্য হইয়া (অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া) যাঁহারা আমার এইমত (অনুশাসন) সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করে (অর্থাৎ আমার মতানুসারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন) **তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে**—তাঁহারাও কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম হইতে (কর্ম্ম বন্ধন হইতে) সম্যগ্ জ্ঞানীর ন্যায় শনৈঃ (ক্রমশঃ) মুক্তিলাভ করেন

অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধিলাভ করিয়া পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

শঙ্করানন্দ। 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' (গীতা ৩।৪) হইতে আরম্ভ করিয়া 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য' (গীতা ৩।৩০) শ্লোক পর্য্যন্ত মুমুক্ষুর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম অবশ্য করা উচিত, ইহা আমার (ভগবানের) মত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীভগবান্ এখন 'যিনি আমার এই মত অনুসরণ করিবেন তিনি মুক্ত হইবেন আর যিনি উহার বিপরীত আচরণ করিবেন তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন' এইরূপ নিয়মন করিতেছেন—

যে—যে বিবেকী মানব অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি মুমুক্ষু **মে**—আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের **ইদম্**—এই অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই লক্ষণ যুক্ত **মতম্**—মত বা শাসন **অনসূয়ন্তঃ**—গুণে দোষ দর্শন করাকে অসূয়া বলা হয়। জগদ্গুরু আমাতে অসূয়া (দোষ দর্শন) না করিয়া কিন্তু **শ্রদ্ধাবন্তঃ**—আমাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে থাকিয়া **নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি**—সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন (সম্যক্ প্রকার আমার মতকে অনুসরণ করেন) অর্থাৎ আমার শাসনকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম করেন। **তেঅপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে**—তাঁহারাও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নির্ব্বিকার আত্মার বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার) প্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখের হেতুভূত সঞ্চিতাদি পুণ্যপাপরূপ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া যান। 'অপি' শব্দ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে জন্মমরণাদি হইতে ও তাঁহারা মুক্ত হইয়া যান।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—জ্ঞানীরা তো মুক্ত হইবেনই কিন্তু যাঁহারা এখনও সম্যক জ্ঞান লাভ করে নাই তাঁহারাও আমি (পরম গুরু পরমেশ্বর) তোমাকে (অর্জ্জুনকে) এই পর্য্যন্ত যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছি তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এবং অসূয়া (দোষদৃষ্টি) শূন্য হইয়া নিত্য অর্থাৎ নিরন্তর বা সর্ব্বদা করিলে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অতএব কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা

নাই এই ধারণা যেন তোমার না হয়। জ্ঞানীরা যেরূপ মুক্তিলাভ করেন সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও (চিত্তশুদ্ধি ও পরে জ্ঞান লাভ করিয়া) কর্ম্মযোগী মুক্ত হইতে পারেন। ইহাই 'তেঽপি' পদের 'অপি' শব্দের দ্বারা সূচিত করা হইতেছে।

[এইরূপে পূর্ব্বশ্লোকে অন্বয়মুখে নিষ্কাম কর্ম্মের গুণ দেখাইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কি হয় তাহা বলিয়া ব্যতিরেক মুখে দোষ দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভগবানের মতানুসারে কর্ম্ম না করিলে কিরূপ প্রত্যবায় (দোষ) হয় তাহাএখন বলিতেছেন—]

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়াং স্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।

অনুবাদ। যাহারা আমার এই মতের উপর অসূয়াপরবশ হইয়া (দোষ দৃষ্টি পরায়ণ হইয়া) ইহার অনুবর্ত্তন করেনা অর্থাৎ আমার মতের অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে না সেই সকল বিগতচেতা (বিবেকহীন) ব্যক্তিগণকে সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিমূঢ় (অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয়ে বিশেষভাবে মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে) অতএব উহারা নষ্ট (অর্থাৎ সর্ব্ব-পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানিবে।

ভাষ্য দীপিকা। যে তু –কিন্তু যাহারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মুমুক্ষু হইতে বিপরীত স্বভাব ['তু' শব্দ ব্যাবৃত্ত্যর্থে (অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হইতে যাহারা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেখাইবার জন্য) ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা 'তু' শব্দটী শ্রদ্ধাবান বক্তির বিপরীত ধর্ম্ম যে অশ্রদ্ধা (নাস্তিকতা) তাহা সূচনা করিতেছে (মধুসূদন)]। এবং এইজন্য এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ—আমার

এই মতের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া অর্থাৎ আমার দ্বারা উক্ত এই কর্ম্মযোগ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় হইলেও ইহাতে দোষদৃষ্টি পরায়ণ হইয়া **নানুতিষ্ঠন্তি**—ইহার অনুবর্ত্তন করেনা অর্থাৎ আমার মতানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না **তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি**—তাহারা সকল জ্ঞানে বিবিধ প্রকারে মূঢ় এবং অবিবেকী থাকে বলিয়া তাহাদিগকে নষ্ট (নাশপ্রাপ্ত) বলিয়া জানিও। সেই সমস্ত অচেতা (অর্থাৎ শুভাশুভ বিচার করিতে অসমর্থ বিবেকহীন ব্যক্তিগণ) সর্ব্ববিধ জ্ঞানেতেই বিবিধপ্রকার মূঢ়তা প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ সকল স্থলেই কর্ম্ম বিষয়ে অথবা সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে) তাহারা বিমূঢ় অর্থাৎ বিবিধভাবে প্রমাণের দিক্ দিয়া এবং প্রমেয়ের দিক্ দিয়া কিংবা প্রয়োজনের দিক্ দিয়া মূঢ় হইয়া থাকে অর্থাৎ দুষ্টচিত্ত (অশুদ্ধচিত্ত) থাকাতে সর্ব্ব বিষয়ে বিচার শক্তির অভাবের জন্য সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য থাকে। (মধুসূদন)] তাহারা না কর্ম্মানুষ্ঠান নিজের কল্যাণের জন্য করিতে পারে, না সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে পারে, আর না তো নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ ধারণা করিতে পারে, না তো সগুণ অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিবার উপযোগী যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে। অতএব পরম তত্ত্ব (প্রমেয়) বিষয়ে তাহাদের সংশয় নিবৃত্তি হয় না। আবার তাহারা চিত্তশুদ্ধির অভাবে অবিবেকী হওয়াতে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য পরমার্থ দর্শনরূপ মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা ও অনুভব করেনা। এইরূপে সকল প্রকার জ্ঞানেতেই তাহারা বিশেষ ভাবে মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। **নষ্টান্ বিদ্ধি**—অতএব তাহাদিগকে নষ্ট (নাশপ্রাপ্ত) বলিয়া জানিবে [অর্থাৎ সকল প্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া জানিবে। (মধুসূদন)]

টিপ্পনী—(১) **শ্রীধর**—[অন্যথা অর্থাৎ ৩১ শ্লোকে উক্ত কর্ম্মযোগানুষ্ঠানকারীর বিপরীত কেহ হইলে তাহার কি দোষ হয় তাহা বলা হইতেছে—] **যে তু মে এতৎ মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি**—যাহারা আমার মতে দোষদৃষ্টি করিয়া আমার এই মতানুসারে কর্ম্ম

করে না তাহারা **অচেতসঃ**—বিবেকশূন্য অতএব **সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্**—সকল কর্ম্মবিষয়ক যে জ্ঞান এবং ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান তাহাতে তাহারা বিমূঢ় (বিবিধ প্রকারে মূঢ়তা প্রাপ্ত) হইয়া থাকে। অতএব **তান্ নষ্টান্ বিদ্ধি**—সেই সকল ব্যক্তিকে নষ্ট বলিয়া জানিও।

(২) শঙ্করানন্দ—আর যাঁহারা আমার শাসন মানে না তাহারা কি দণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহা বলা হইতেছে—

যে তু—কিন্তু যে সকল অবিবেকী ব্রাহ্মণাদি দুষ্ট অহংকারের বশীভূত হইয়া **মে এতৎ মতম্**—আমার (ঈশ্বরের) উক্ত লক্ষণযুক্ত মতের অর্থাৎ শাসনের **অভ্যসূয়ন্তঃ**—অত্যন্ত দোষ প্রচার করিয়া **ন অনুতিষ্ঠন্তি**—উহার অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ দুরাগ্রহবশতঃ আমার আজ্ঞা পালন করে না **তান্ সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ অচেতসঃ**—তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অবিবেকী জান। সর্ব্বাত্মা হওয়াতে ব্রহ্মকে 'সর্ব্ব' বলা হয়। সেই সর্ব্ব বা ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানকে (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানকে) সর্ব্বজ্ঞান বলা হয়। এই সর্ব্বজ্ঞান বিষয়ে বিশেষভাবে মূঢ় হওয়াতে তাহারা (আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারীরা) 'অচেতসঃ' অর্থাৎ অবিবেকী হইয়া থাকে এবং এইজন্য তাহাদিগকে **নষ্টাম্ বিদ্ধি**—নষ্ট (বিনাশ প্রাপ্ত) বলিয়া জানিও। কর্ম্ম অনেক সাধন দ্বারা সাধ্য এবং অনেকপ্রকার ক্লেশদ্বারা যুক্ত থাকে এবং কর্ম্ম করিলে অদৃষ্টফল অবশ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মসংন্যাসেই (কর্ম্মত্যাগেই) পরমসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় এইপ্রকার বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত, সংন্যাসে অযোগ্য, অকর্ম্ম নিষ্ঠ (অলস) ব্যক্তিগণকে নষ্ট অর্থাৎ পুণ্যলোক হইতে বিনষ্ট বলিয়া জানিও। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পরধর্ম্মানুষ্ঠান করে সে বিপরীত বুদ্ধি দ্বারা স্বয়ংই নষ্ট হইয়া যায়, ইহা বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—অজ্ঞানী কর্ম্ম না করিয়া একক্ষণও থাকিতে পারে না যদি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা সহিত কর্ম্ম করে তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম তাহার বন্ধনের (সংসাররূপ বন্ধনের) কারণ হয়। আবার

ঐ কর্ম্মই ভগবানের হাতে যন্ত্র হইয়া নিষ্কামভাবে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে করিলে উহা চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া কর্ম্মযোগীকে মোক্ষের (জ্ঞাননিষ্ঠার) অধিকারী করে। অতএব ভগবান্ ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত যে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের কথা বলিলেন সেই কর্ম্মযোগ যে অবিবেকী পুরুষগণ ভগবানের মতানুসারে অনুষ্ঠান করে না বরং ভগবান্ আমাকে এই ঘোর যুদ্ধাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার করুণাহীনতাই প্রমাণ করিতেছেন এইরূপে ভগবানের উপর দোষারোপ করে তাহারা চিত্তশুদ্ধির অভাবে 'অচেতসঃ দুষ্ট চিত্ত হইয়া থাকে অতএব অনিত্য মিথ্যা জড় দৃশ্যজগৎ হইতে নিত্য সত্য চেতন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার যথার্থস্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না। তাহা দ্বারা অনিত্য জগতে নিত্যত্ববোধ, দুঃখে সুখবোধ, অনাত্মায় (দেহেন্দ্রিয়াদিতে) আত্মবোধ ইত্যাদি বিপরীত জ্ঞান থাকাতে 'সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়' হইয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান যেখানে সমাপ্ত হয় সেই পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে (পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে) বিমূঢ় (বিশেষ-ভাবে মূঢ় অর্থাৎ অজ্ঞ) থাকিয়া সর্ব্বপুরুষার্থ হইতে (ইহজন্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ হইতে অথবা পরলোকে স্বর্গাদি ফল লাভ হইতে) বঞ্চিত থাকে। অতএব তাহাদিগের জীবন নষ্টই হইয়া থাকে।

[কি কারণে মনুষ্য তোমার মতের অনুবর্ত্তন করে না, স্বধর্ম্ম প্রতি-পালন না করিয়া পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে? তোমার প্রতিকূল হইয়া তোমার আজ্ঞালঙ্ঘন রূপ দোষেও ভয় পায় না কেন? এই প্রকার অর্জ্জুনের প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—]

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে, ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।

অনুবাদ। জ্ঞানবান্ হওয়াতে (মনুষ্য) নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং নিগ্রহ (আমার বা অন্যের দণ্ড বা শাসন) কি করিবে ?

ভাষ্যদীপিকা। **জ্ঞানবান্ অপি**—সমস্ত জীব এমন কি জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিৎ যাঁহার নিত্য নিরন্তর ব্রহ্ম নিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্ব বাসনাগ্রন্থি নির্মূলভাবে ছিন্ন হইয়াছে তিনিও [অথবা গুণ ও দোষ সম্বন্ধে যিনি জ্ঞানবান্ অর্থাৎ কোনটী গুণ আর কোনটী দোষ ইহা যিনি পূর্ণ ভাবে জ্ঞাত আছেন এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও (মধুসূদন)] মূর্খের তো কথাই নাই **স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ**—নিজের প্রকৃতির। প্রকৃতি শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির সংস্কার যাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়। [শ্রুতিতে আছে—"তং বিদ্যা কর্ম্মণী সমন্বরভতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" (বৃহঃ উ ৪।৪।২) অর্থাৎ (মৃত্যুর সময়ে) বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্ব প্রজ্ঞা সেই উৎক্রমণকারী জীবের সম্যক্‌রূপে অনুবর্ত্তন করে। এইজন্য প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ অতএব সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতির] **সদৃশং**—অনুরূপ **চেষ্টতে**—(প্রাণ ধারণাদির জন্য) আহারপানাদি অথবা লৌকিক ব্যবহারে আচরণ করে সুতরাং সকলেই যে শ্রেয়াপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইজন্য ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহার কালে পশু আদি হইতে অবিশেষ হইয়া থাকে অর্থাৎ পশু প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও নিজ নিজ প্রকৃতিরই অনুরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে (লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতিতে তাঁহারাও অজ্ঞানীর

ন্যায় নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন হইয়াই কার্য্য করেন)। ভূতানি— অতএব সকল প্রাণিগণ প্রকৃতিং— প্রকৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধির প্রতিবন্ধক (বিঘ্নকর) হইলেও ঐ প্রারব্ধ সংস্কাররূপ প্রকৃতিরই যান্তি—অনুসরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবশ হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ রাগ দ্বেষাদির দ্বারা নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতির অধীন থাকাতে ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা নিষ্ক্রিয় হইয়া (চুপচাপ) বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করে তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে যদি উহা তাহার প্রকৃতির অনুকূল না হয়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। অতএব নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি - আমার নিগ্রহ (শাসন বা দণ্ড অথবা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ) অথবা রাজা প্রভৃতির নিগ্রহ (শাসন বা দণ্ড) অথবা নিজের ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ করিবার চেষ্টা কি করিবে? প্রকৃতির বেগ এত প্রবল যে নিগ্রহও (কঠিন দণ্ড ও) পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। পাপকর্ম্ম মহানরকের হেতু জানিয়াও নিজ নিজ প্রকৃতি জাত প্রবল দুষ্ট বাসনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব পাপকর্ম্ম রাশিতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আমার শাসন অতিক্রম করিলে ভবিষ্যতে মহাদুঃখের ভাগী হইতে হইবে ইহা জানিয়াও ভীত হয় না, ইহাই ভাবার্থ।

টিপ্পনী—(১) শ্রীধর—[তোমার বাক্য পালনের যদি এইরূপ মাহফলই হয় তবে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেনা কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং জ্ঞানবান্ অপি চেষ্টতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ প্রাচীন সংস্কারের অধীন (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মরাশির সংস্কার হইতে উৎপন্ন) স্বভাব। নিজ নিজ প্রকৃতির (স্বভাবের) সদৃশ অর্থাৎ অনুরূপ কার্য্য গুণ ও দোষ সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও করিয়া থাকে। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে তাহাদের নিজ নিজ স্বভাবের অনুসরণ করিবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে? [মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যাও এইরূপ] প্রকৃতিং ভূতানি যান্তি—যেহেতু সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে সেই কারণে

নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ? প্রকৃতিই বলবতী [অতএব শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেও ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয় কারণ অবশ হইয়া সকলকেই প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুসারেই (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন রাগদ্বেষাদির অনুসারেই) কার্য্য করিতে হয় ।]

(২) **শঙ্করানন্দ**—আমার মতকে অনাদর করিয়া যাহারা 'কর্ত্তব্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্থাণুর ন্যায় চুপচাপ (স্থির) হইয়া থাকিব', এইরূপ মনে করে সেই প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদিগের নিশ্চল হইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকা সম্ভব হয় না কারণ জ্ঞানীদিগের পক্ষেও আমার প্রকৃতিরূপ মায়াকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া থাকে। এই কারণে 'কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ' (গীতা ৩।৫) অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণদ্বারা বশীভূত হইয়া সকল প্রাণীকে কার্য্য করিতে হয়, এই বচনের অর্থই শ্রীভগবনে্ মূঢ়ব্যক্তিগণকে কর্ম্মে নিয়মন করিবার (নিযুক্ত করিবার) জন্য পুনরায় দৃঢ় (স্পষ্ট) করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানবান্ অপি—নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা যিনি সকল বাসনার গ্রন্থি নির্মূলিত করিয়াছেন এইরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষও **স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ**—প্রাণরক্ষার হেতুরূপে অবিশিষ্ট আপনা প্রকৃতির **সদৃশং**—অনুরূপ **চেষ্টতে**—আহারাদিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন কারণ প্রকৃতিই শরীরের স্থিতির হেতু অতএব প্রকৃতিকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। এই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্থিত জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মবিৎ পুরুষও যখন (লৌকিক ব্যবহারে) প্রকৃতির অনুসরণ করেন তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন অশিষ্ট (অজিতেন্দ্রিয়) মূঢ়ব্যক্তি যে প্রকৃতির অনুসরণ করিবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**ভূতানি**—সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভূত হয় (উৎপন্ন হয়) বলিয়া 'ভূতানি' শব্দের অর্থ প্রাণিসকল। **প্রকৃতিং যান্তি**—নিজ নিজ জাতির অনুসার অনেক ক্রিয়ার উৎপত্তির হেতুভূতা রাগদ্বেষাদিগুণবতী বাসনাত্মিকা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ

নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসার রাগদ্বেষ দ্বারা অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে থাকেন কারণ প্রকৃতির অধীন হওয়াতে একক্ষণের জন্য ও তাহারা চুপচাপ থাকিতে পারে না। অতএব নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—'আমি কোন কর্ম্ম করিব না' এই প্রকার তাৎকালিক নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়নিরোধ) কি করিবে অর্থাৎ ঐ অল্পকালের জন্য ইন্দ্রিয়নিরোধ কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে ? রাগদ্বেষযুক্ত নিজ প্রকৃতির বেগ দ্বারা চালিত হইয়া সকলকেই যখন চেষ্টা করিতে হয় তখন 'আমি কিছুই করিব না' এইরূপ নিয়ম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা) ব্যর্থ হয়—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—সকল লোক আমার মত অনুসারে যে চলিতে পারে না তাহার কারণ হইতেছে সকল ব্যক্তিকে এমন কি ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অথবা গুণদোষজ্ঞ জ্ঞানীরও আপন আপন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রারব্ধ সংস্কারের অধীন হইয়া ঐ সংস্কারানুসারে কার্য্য করিতে হয়। এই সংস্কার এত প্রবল যে কোন বিধি নিষেধ বা নিগ্রহ (দণ্ড) তাহাকে সৎপথে চালিত করিতে পারেনা যদি তাহার প্রারব্ধ সংস্কার সৎপথে অগ্রসর হইবার অনুকূল না থাকে (অর্থাৎ যতদিন তাহারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি রাখিবে এবং সেই হেতু প্রকৃতির গুণের (সত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের) ততদিন আমার দ্বারা উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মযোগ মহাফলদায়ক ইহা আমি বার বার বলিলেও এবং তাহারা ইহা মনে মনে বুঝিলেও আমার নির্দ্দিষ্ট পথে তাহারা চলিতে সমর্থ হইবে না। আবার কেহ যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিজের প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া চুপচাপ বসিতে চায় তাহা হইলে সে চেষ্টাও তাহার ব্যর্থ হয় কারণ সকলকেই নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বারা বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। (গীতা ৩।৫, ১৮।৫৯-৬০)]

[আচ্ছা, যদি সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে এবং প্রকৃতিশূন্য যখন কোন প্রাণীই নাই তাহা হইলে আর লৌকিক অথবা বৈদিক কার্য্য পুরুষকারের বিষয় থাকেনা বলিয়া (পুরুষের প্রযত্নের অপেক্ষা রাখেনা বলিয়া) শাস্ত্রীয় বিধি অথবা

নিষেধ নিরর্থক হইবে। প্রকৃতিই যদি প্রবল হয় এবং পুরুষকার যদি ব্যর্থ হয় অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্নের যদি আবশ্যকতা না থাকে তাহা হইলে কেহই আর নিজের ইচ্ছানুসারে বৈদিক অথবা লৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব বেদাদি শাস্ত্রে যে বিধি নিষেধের কথা বলা আছে তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।]

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥

অন্বয়। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ।

অনুবাদ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অর্থাৎ চক্ষুকর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে অর্থাৎ রূপ শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে (ইষ্ট বা অনিষ্ট বোধ অনুসারে) রাগ বা দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে। ঐ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না কারণ ঐ রাগ ও দ্বেষ মুমুক্ষুর শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির পরিপন্থী (প্রতিবন্ধক) হইয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা। **ইন্দ্রিয়স্য**—সকল ইন্দ্রিয়েরই অর্থাৎ কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু (মলদ্বার) এবং উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়—ইহাদের প্রত্যেকটীরই **ইন্দ্রিয়স্যার্থে**—ইন্দ্রিয়ের অর্থে অর্থাৎ বিষয়ে [যথা কর্ণের বিষয় শব্দ ত্বকের বিষয় স্পর্শ, চক্ষুর বিষয় রূপ, জিহ্বার বিষয় রস এবং নাসিকার বিষয় ঘ্রাণ আবার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, মলনিসরণ এবং মৈথুন ও মুত্রত্যাগ ইহারা বিষয়]। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েতে **রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ**—রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত (নিয়মিত ভাবে) রহিয়াছে অর্থাৎ ইষ্ট (অভিলষিত) হইলে (শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইলেও যদি আপাত সুখের অনুকূল হয় তাহা হইলে) তাহাতেই রাগ বা আসক্তি এবং অনিষ্ট (অনভিলষিত) হইলে

(অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত হইলেও তাহা যদি আপাত সুখের প্রতিকূল হয় তাহা হইলে) তাহাতেই দ্বেষ হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আপন আপন বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ নিয়মপূর্ব্বক (শৃঙ্খলতার সহিত) রহিয়াছে অর্থাৎ ইষ্ট বোধ হইলে সেই বিষযের প্রতি—রাগ এবং অনিষ্ট হইলে তাহাতে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ হইলেও পুরুষকার ও শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ) ব্যর্থ নয়। কেন নয় তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—**তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ**—শাস্ত্রীয় অর্থে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের (অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের) বশীভূত হইবে না। পুরুষের যে জন্মগত প্রকৃতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা রাগ ও দ্বেষকে পুরস্কৃত করিয়া অর্থাৎ অগ্রে রাখিয়া পুরুষকে স্বকার্য্যে (প্রকৃতির বা স্বভাবের অনুসারে কার্য্যে) প্রবর্ত্তিত করে। যখন এইরূপ হয় তখনই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। [শাস্ত্রীয় ভাষায় রাগের হেতু 'বলবদনিষ্ঠ সাধনতা জ্ঞানের অভাবের সহিত বলবৎ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান"। পুরুষের যে প্রকৃতি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কলঞ্জ ভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্মে লোককে প্রবৃত্ত করায় তাহা 'ইহা আমার প্রবল অনিষ্টের কারণ' এই প্রকার জ্ঞানকে প্রকাশিত হইতে না দিয়া ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান অর্থাৎ 'ইহা আমার অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তির কারণ' এই প্রকার জ্ঞান হইতে যে রাগ বা আসক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া (অগ্রে রাখিয়া) ঐ কলঞ্জভক্ষণাদি কর্ম্মে, প্রবর্ত্তিত করায়। [কলঞ্জ শব্দে অর্থ তামাকু অথবা বিষযুক্ত অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ পশুর মাংস।] সেইরূপে দ্বেষের কারণ 'বলবদিষ্ট সাধনতা জ্ঞানাভাবের সহিত অনিষ্ট সাধনতা জ্ঞান' অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি শাস্ত্রবিহিত হইলেও লোকে যে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় তাহার কারণ ঐ সব কার্য্যে 'ইহা আমার বলবৎ ইষ্ট (অভিলষিত) বিষয়ের সাধন' এইরূপ জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ বলবৎ ইষ্ট সাধনতাজ্ঞানের অভাব থাকে), এবং তাহার সহিত 'ইহা আমার অনিষ্টের কারণ' অর্থাৎ 'ইহা আমার অভিলষিত নয়' এই জ্ঞান (অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান) থাকে এবং সেই কারণে সন্ধ্যাবন্দনাদি

বিষয়ে তাহার দ্বেষ উপস্থিত হয়। সুতরাং নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ কখনও কখনও পুরুষের অবিহিত বস্তুতে অনুরাগ জন্মে এবং করণীয় (কর্ত্তব্য) বিষয়ে তাহার দ্বেষ জন্মে। ইহাই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ। এইরূপ অবস্থায় শাস্ত্র এবং পুরুষাকার কি করিতে পারে তাহাই শ্লোকে বলা হইতেছে। (মধুসূদন)] বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই যদি কেহ [শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া] প্রতিপক্ষ ভাবনা (প্রতিকূল ভাবনা) দ্বারা রাগ ও দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারে তখন তাহার শাস্ত্রবিহিত বিষয়েরই দৃষ্টি থাকে এবং সে তখন আর প্রকৃতির বশীভূত হয় না। [যেমন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নে কাহারও রুচি উৎপন্ন হইলে "ইহা অত্যন্ত অনিষ্টের হেতু হইবে" এইরূপ শাস্ত্র দ্বারা উপদিষ্ট হইলে "ইহা আমার অনিষ্টের কারণ" এই বুদ্ধির উদয় হওয়াতে কেবলমাত্র দৃষ্ট ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান অর্থাৎ "ইহা আমার মুখে রুচিকর হইবে" এইরূপ জ্ঞান ঐ মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নে অনুরাগ সৃষ্টি করে না অর্থাৎ ঐ অন্ন আহার করিতে তখন আর প্রবৃত্তি হয় না; সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম আপাত রুচিকর হইলেও শাস্ত্রবাক্য তাহাতে 'অনিষ্ট বুদ্ধি' উৎপন্ন করিয়া সেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ কিছু কষ্ট হইলেও পরে, যদি অধিক সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সেই বিষয়ে পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। যেমন অন্ন পক্ক করিতে, আহার করিবার জন্য হাতকে অন্নসহ মুখে নিতে এবং আহার করিবার সময়ে মুখের ক্রিয়া ইত্যাদি কষ্টকর হইলেও পরে আহার দ্বারা তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধার নিবৃত্তিরূপ অধিক সুখ হয় বলিয়া লোক ভোজনে প্রবৃত্ত যয়। সেইরূপ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে কষ্ট তাহা হইতে অধিক সুখ (স্বর্গাদি) অথবা পরম সুখ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় ইহা যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বলবদিষ্ট সাধনতা জ্ঞানে (অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমার অধিক ইষ্ট সাধন হইবে এই জ্ঞানে) শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিছু কষ্ট হইবে বলিয়া অনিষ্ট সাধনতা বোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। আবার যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহা হইতে বলবৎ

অনিষ্ট হইবে, ইহা শাস্ত্র বাক্য বা আপ্ত বাক্য হইতে বুঝিতে পারিলে অত্যল্প সুখের জন্য পুরুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। এই প্রকারে শাস্ত্র বৈধ কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করে। শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞান প্রবল হইলে সদসদ বিবেক বুদ্ধিও প্রবল হইয়া স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের কারণ যে অজ্ঞান তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে প্রকৃতি শাস্ত্রদৃষ্টি সম্পন্ন (শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন) পুরুষকে বিপরীত পথে চালিত করিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রের অথবা পুরুষকারের ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হইতে পারে না অর্থাৎ উক্ত কারণে শাস্ত্র ও পুরুষকারের সার্থকতা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে (মধুসূদন)।] অভিপ্রায় এই যে সকল প্রাণী যদি প্রকৃতিরই অধীন তাহা হইলে রাগদ্বেষ দ্বারা স্বধর্ম্মত্যাগ ও অবশ্যম্ভাবী হইবে এবং শাস্ত্র ও উপদেশের ব্যর্থতাও সিদ্ধ হইবে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা বিবেক বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা প্রকৃতির অনুসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই রাগদ্বেষাদি নিবারণ করিয়া প্রকৃতির বশ্যতা (অধীনতা) পরিহার করিতে মনুষ্য সমর্থ হয়। রাগদ্বেষ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ নাশক হইতেছে বিবেক বিজ্ঞান। অতএব শাস্ত্র জনিত বিবেক বিজ্ঞান দ্বারা রাগদ্বেষের প্রতিপক্ষভাবনা (মিথ্যা জ্ঞান জনিত ইষ্টে অনিষ্ট বোধ এবং অনিষ্ট বিষয়ে ইষ্ট বোধ) সম্ভব হয়। এইরূপে রাগদ্বেষের মূল মিথ্যাজ্ঞান (অজ্ঞান) নিবৃত্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি বা স্বভাবের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়া যায় (আনন্দগিরি)।] হি—যেহেতু **তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ**—এই রাগ ও দ্বেষ মুমুক্ষু পুরুষের পরিপন্থী অর্থাৎ শ্রেয়ো মার্গে অগ্রসর হইবার পক্ষে দস্যুর ন্যায় পরিপন্থী (বিঘ্নকারক) হয়। [বেদাদি শাস্ত্রে দেবতা ও অসুরের সংগ্রামের কথা বহুস্থানে বলা হইয়াছে। ঐ সব স্থানে রাগদ্বেষযুক্ত বৃত্তিগুলিই অসুর এবং শাস্ত্রোজ্জ্বলা বৃত্তিগুলিই দেবতা অর্থাৎ স্বাভাবিক রাগদ্বেষ

নিমিত্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে অসুর এবং শাস্ত্রানুকূল প্রবৃত্তিকে দেবতা বলা হইয়াছে। দেবতা দ্বারা অসুরদিগকে নাশ করিতে হইবে—ইহাই এই শ্লোক বলিবার অভিপ্রায়।]

টিপ্পনী। (১ শ্রীধর—[আচ্ছা, যদি পুরুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতিরই অধীন হয় তাহা হইলে তো শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ সব ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] **ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্যার্থে**—'ইন্দ্রিয়স্য শব্দের দুইবার প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অর্থে অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ে **রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ**—অনুকূল হইলে রাগ (অনুরাগ) এবং প্রতিকূল হইলে দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। এই রাগদ্বেষ হইতে যে তদনুরূপ প্রবৃত্তি হয় ইহাই প্রাণীদিগের প্রকৃতি (স্বভাব)। তাহা হইলেও **তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ**—তাহাদের (ঐ রাগ ও দ্বেষের) বশবর্ত্তী হইবে না ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। **তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ**—যেহেতু ঐ উভয় রাগদ্বেষই ইহাঁর (মুমুক্ষুর পরিপন্থী অর্থাৎ প্রতিপক্ষ। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—বিষয় স্মরণাদির দ্বারা রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন করিয়া অনবহিত (অসাবধান) পুরুষকে প্রকৃতি বলপূর্ব্বক অনর্থরূপ অতি গভীর স্রোতে পতিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করে কিন্তু শাস্ত্র বিষয়স্রোতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই রাগদ্বেষের প্রতিবন্ধক পরমেশ্বরের ভজনাদিতে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব গভীর স্রোতে পড়িবার পূর্ব্বেই নৌকাতে আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় শাস্ত্রানুশাসন পালনকারী ব্যক্তি কোন অনর্থ প্রাপ্ত হয় না। অতএব পশুপ্রভৃতির ন্যায় স্বাভাবিকী বিষয় প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই (বুদ্ধিমান ব্যক্তির) কর্ত্তব্য।

(২) **শঙ্করানন্দ**—যদি সকল প্রাণীই রাগদ্বেষাত্মিকা প্রকৃতি দ্বারা গ্রস্ত (বশীভূত) থাকে তাহা হইলে তোমার মতানুসারে যাঁহারা চলেন তাঁহারাও উক্ত লক্ষণযুক্ত প্রকৃতির দ্বারা গ্রস্ত থাকিবে, অতএব তোমার দ্বারা কথিত কর্ম্মযোগে তাঁহাদের প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? এইরূপ

আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে রাগ ও দ্বেষের কারণ হইতেছে (যথাক্রমে) সমীচীনত্ব ও অসমীচীনত্ব বুদ্ধি অর্থাৎ 'ইহা সমীচীন (অনুকূল বা যুক্তিসঙ্গত)' এইরূপ বুদ্ধি হইলে তদ্‌বিষয়ে রাগ (অনুরাগ) উৎপন্ন হয় এবং 'ইহা অসমীচীন (প্রতিকূল বা অসঙ্গত)' এইরূপ বুদ্ধি হইলে তদ্‌বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। এইজন্য ভগবান্ বলিবেন 'ন দ্বেষ্ট্য-কুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে' (অকল্যাণ কর কর্ম্মে দ্বেষ করেন না এবং কল্যাণকর কর্ম্মে রাগ করেন না অর্থাৎ আসক্ত থাকেন না গীতা ১৮।১০)। এইরূপ কথিত ন্যায়ানুসারে ঈশ্বরারাধনরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে কুশলত্ব ও অকুশলত্ব বুদ্ধিত্যাগ করিলে রাগ ও দ্বেষের অবকাশ থাকে না—ইহা সূচিত করিবার জন্য রাগ ও দ্বেষের স্থিতি, উহাদের নিবৃত্তির প্রকার এবং উহাদের বন্ধকত্ব অর্থাৎ ঐ রাগ ও দ্বেষই যে সংসারে বন্ধনের হেতু হয়, ইহা এখন বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়স্য—শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াস্য অর্থে—ঐ শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ—ইষ্ট বিষয়ে রাগ এবং অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষ হয়। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়ে—রাগ ও দ্বেষ বিশেষভাবে অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্থিত আছে। এখন প্রশ্ন হইবে—ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ থাকুক তাহাতে মুমুক্ষুর কি হানি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হি—এই কারণে তৌ—রাগ ও দ্বেষ অস্য—মোক্ষের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তির পরিপন্থিনৌ—মোক্ষ-মার্গে পরিপন্থী হইয়া থাকে অর্থাৎ মোক্ষমার্গে চোরের ন্যায় প্রতিবন্ধক (বিঘ্নকর) হইয়া মোক্ষসাধনে লিপ্ত মুমুক্ষুকে ঐ রাগদ্বেষ নিজের আশ্রয়ের বলে (সমীচীনত্ব ও অসমীচীনত্ব বুদ্ধির বলে) বিষয়রূপ অরণ্যে ফেলিয়া উহার মধ্যেই ভ্রমণ করাইতে থাকে। এই কারণে কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ এই সম্বন্ধে যাঁহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে সেই মুমুক্ষু পুরুষ জাগতিক কোন বিষয়ে সমীচীনত্ব ও অসমীচীনত্ব বুদ্ধি দ্বারা রাগ ও দ্বেষের বশে আসিবেন না [রাগ ও দ্বেষের অধীন হইবেন না অর্থাৎ জাগতিক সকল বিষয়ই অসৎ (মিথ্যা) হওয়াতে

কোন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সমীচীনত্ব বা অসমীচীনত্ব বুদ্ধি করিবেন না।] পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিষয়ে সমীচীনত্ব বুদ্ধি ও অসমীচীনত্ব বুদ্ধি করাই রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তিত্বের হেতু হইয়া থাকে। অতএব বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন মুমুক্ষু রাগ ও দ্বেষের অবিষয় হইয়া স্বধর্ম্ম কুশলই হউক আর অকুশলই হউক (তাহাতে সমীচীনত্ব বুদ্ধি না রাখিয়া) ঈশ্বর প্রীতির জন্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন। এই প্রকার যে মুমুক্ষু স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন তিনি বিঘ্ন বিনা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—প্রকৃতির গুণ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ হইতে উৎপন্ন বিষয় সকলে রাগ বা দ্বেষ দ্বারা প্রবৃত্ত হয়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের যে স্বাভাবিক রাগ বা দ্বেষ থাকে তাহা তাহার নিজের প্রকৃতির দ্বারাই নিয়মিত হয়। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংস্কার যাহা ইহ জন্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই সেই সেই জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব। ঐ সংস্কাররূপ প্রকৃতি অনুসারেই কোন বিষয়ের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের ইষ্টবুদ্ধি থাকে ; ইষ্টবুদ্ধি (ইহা আমার অনুকূল বা সুখের সাধন এইরূপ বুদ্ধি) হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে সঞ্জাত রাগ ই তাহাকে বশীভূত করিয়া ঐ বিষয় প্রাপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। আবার অনিষ্টবুদ্ধি (ইহা আমার প্রতিকূল অথবা দুঃখের সাধন এইরূপ বুদ্ধি) হইতে কোন বিষয়ের প্রতি দ্বেষ হইলে উহা পরিহার করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব জীব মাত্রই যে প্রকৃতির (অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের) বশীভূত হইয়া অবশ হইয়া কার্য্য করে তাহার মূলে থাকে রাগ ও দ্বেষের সংস্কার। এই রাগদ্বেষকে জয় করিবার দুইটী উপায় আছে—(১) শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা প্রতিপক্ষ ভাবনা অর্থাৎ বিপরীত ভাবনা অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া যে কর্ম্মের বা বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক রাগ আছে তাহা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহাতে বিচারপূর্ব্বক অসমীচীনত্ব

বুদ্ধিকে দৃঢ় করা। যেমন আপাত মধুর ভোজনে স্বাভাবিক রাগ থাকে কিন্তু উহা বিষমিশ্রিত জানিলে যেমন উহাতে অনিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া ঐ ভোজন গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না সেইরূপ স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ (অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত হইয়া) নিষিদ্ধ কর্ম্মে রুচি (রাগ) থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞান উহাতে অনিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া ঐরূপ প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের সার্থকতা আছে। শাস্ত্রজ্ঞান শ্রদ্ধা ও অভ্যাস দ্বারা অত্যন্ত পুষ্ট হইলে প্রকৃতি মনুষ্যকে আর বশীভূত রাখিতে পারে না। বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক (অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার জনিত রাগদ্বেষ জীবকে প্রকৃতির অধীন করিয়া সংসাররূপ ক্লেশে পতিত করে কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান ঐ পতনোন্মুখ জীবের পুরুষকারকে উদ্দীপিত করিয়া (স্বাধীন করিয়া) মোক্ষের পথে চালিত করে। শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে কার্য্য করিলেই রাগদ্বেষরূপ দস্যুকে সংহার করিয়া প্রকৃতিকে জয় করা যায়। (২) দ্বিতীয় উপায়টী হইতেছে ভগবানে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ (যাহা গীতার চরম শিক্ষা)। সমস্ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকেই সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বস্তুতে দর্শন করিলে বিষয় বলিয়া আর কিছু থাকে না। অতএব সমীচীনত্ব ও অসমীচীনত্ব বুদ্ধি (ইষ্ট ও অনিষ্ট বুদ্ধি) না থাকাতে রাগ বা দ্বেষও থাকে না। সাধক তখন 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হয়েন। রাগ ও দ্বেষ না থাকিলে প্রকৃতি জয় স্বতঃই হইয়া থাকে এবং রাগ ও দ্বেষরূপ প্রতিবন্ধক না থাকাতে মোক্ষের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

[রাগদ্বেষযুক্ত মনুষ্য শাস্ত্রের অর্থকে অন্যরূপ অর্থাৎ বিপরীত ভাবে মানিয়া নিয়া পরধর্ম্মকেই নিজের ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া উহা তাহার অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়া মনে করে। পরন্তু এইরূপ মানিয়া লওয়া যে ভুল তাহা এখন বলিতেছেন—(অভিপ্রায় এই যে—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে স্বাভাবিক রাগ দ্বেষ হইতে উৎপন্ন যে প্রবৃত্তি তাহা পশু ও মনুষ্যের মধ্যে সমান অতএব উহার বশীভূত না হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হইবে ক্ষত্রিয়ের

ধর্ম্ম হিংসা পূর্ণ হওয়ায় দুঃখকর কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করিয়া সংন্যাসীর অহিংসাদি ধর্ম্মপালন করাইত সুখকর। উভয়ই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অতএব দুঃখপ্রদ যুদ্ধাদি না করিয়া সহজ সাধ্য সংন্যাস ধর্ম্ম কেন অবলম্বন করিব না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(মধুসূদন)]

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মেঃ নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।

অনুবাদ। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন (অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও (মৃত্যুও) ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়ের (নরকাদিরূপ ভয়ের) হেতু হয়।

ভাষ্য দীপিকা। **স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ** = উত্তমরূপে নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত (অর্থাৎ সকল অঙ্গের সহিত সম্পাদিত) পরধর্ম্ম হইতে কেবলমাত্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই। কাজেই পরধর্ম্মও অনুষ্ঠেয়, যেহেতু উহাও ধর্ম্ম যেমন স্বধর্ম্ম—এই প্রকার অনুমান পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না কারণ 'চোদনালক্ষণো-হর্থো ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ চোদনা (বিধিবাক্য) যাহার লক্ষণ (জ্ঞাপক)। প্রমাণ এইরূপ যে অর্থ (পুরুষার্থ) তাহাই ধর্ম্ম। মহর্ষি জৈমিনির মীমাংশা দর্শনের উক্ত সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে একমাত্র বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম। (মধুসূদন) যাহা কর্ম্মের কর্ত্তার বর্ণ ও আশ্রম বিচার করিয়া শাস্ত্রদ্বারা (বেদের বিধি দ্বারা) কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম এবং যাহা ঐরূপে তাহার জন্য বিহিত হয় নাই কিন্তু অপরের জন্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে তাহা সেই ব্যক্তির

পরধর্ম্ম।] সেই পরধর্ম্ম হইতে **বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্** = বিগুণ হইলেও (অঙ্গ বৈগুণ্যের সহিত অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও অর্থাৎ নিজের বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যদি কোন অঙ্গের হানি হয় তাহা হইলেও) সেই স্বধর্ম্ম প্রশস্যতর (শ্রেষ্ঠতর) অর্থাৎ কল্যাণকর অতএব প্রশংসনীয়। **স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ** = স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গবিহীন হইলেও যে ব্যক্তি তাহাতেই অবস্থান করে অর্থাৎ যথাবিধি তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে যদি তাহাতে তাহার মরণও হয় তাহা হইলেও পরধর্ম্মে থাকিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা শ্রেয় অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত কারণ স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির নিধনও (নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যু হইলেও সেই মৃত্যু) ইহ জগতে কীর্ত্তির কারণ এবং পরলোকেও তাহা স্বর্গাদির (অথবা মোক্ষের) জনক হয় কিন্তু নরকাদি প্রাপ্তির হেতু কখনও হয় না। **পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ** = পক্ষান্তরে পরধর্ম্ম ভয়াবহ অর্থাৎ নরকাদিরূপ ভয় উৎপন্ন করে। [বলিবার অভিপ্রায় এই যে যাহা পরধর্ম্ম তাহা ইহলোকে অকীর্ত্তিকর এবং পরলোকেও নরকাদি প্রদ বলিয়া ভীতিদায়ক। এই কারণে রাগ দ্বেষ হেতু যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহা যেমন পরিত্যাজ্য সেইরূপ পরধর্ম্ম অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এইজন্য পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন "শ্রদ্ধাহানি স্তথাসূয়া দুষ্টচিত্তত্ব মূঢ়তা। প্রকৃতের্ব্বশবর্ত্তিত্বং রাগদ্বেষৌ চ পুষ্কলৌ। পরধর্ম্মরুচিত্বঞ্চেত্যুক্তা দুর্মার্গবাহকাঃ॥" অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীনতা, অসূয়া (গুণে দোষ দর্শন), দুষ্টচিত্ততা, মূঢ়তা, প্রকৃতির বশবর্ত্তিতা, প্রভূত পরিমাণে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ এবং পরধর্ম্মরুচিত্ব—এইগুলি দুষ্টমার্গের বাহক হয় অর্থাৎ এইগুলি পুরুষকে বিপথে চালিত করে। মধুসূদন)]।

টিপ্পনী (১) শ্রীধর—(যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম দুঃখরূপ বলিয়া এবং যথাবৎ পালন করিতে অশক্ত হইয়া পরধর্ম্মের [অর্থাৎ সংন্যাস ধর্ম্মের] অহিংসাদি পালন করা সহজসাধ্য বলিয়া এবং উভয়ই (স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম) শাস্ত্রবিহিত হওয়াতে উহাদের মধ্যে কোন বিশেষতা নাই মনে করিয়া অর্জ্জুন সংন্যাসরূপ পরধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন

দেখিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—) **স্বধর্ম্ম বিগুণঃ**—স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও **স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান**—পরধর্ম্ম যদি সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও সেই পরধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেয়ান অর্থাৎ প্রশস্ততর (শ্রেষ্ঠ) তাহার কারণ **স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ**—যাহার যেরূপ স্বধর্ম্ম তাহাতে (যেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মে) প্রবর্ত্তিত থাকিয়া নিধন অর্থাৎ মরণকে বরণ করাও শ্রেষ্ঠ যেহেতু ঐরূপ স্বধর্ম্ম পালন স্বর্গাদির প্রাপক হইয়া থাকে পরন্তু **পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ**—(যথা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংন্যাস) ভয়প্রদ কারণ উহা ক্ষত্রিয়ের জন্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হওয়াতে নরকের প্রাপক (প্রাপ্তির হেতু) হইয়া থাকে।

(২) **শঙ্করানন্দ**—আচ্ছা, স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'অভয়ং সর্ব্ব-ভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ' (সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দান করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিবে) এই বচনানুসারে কর্ম্মসংন্যাসরূপ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করা উচিত, এইরূপ যদি বলি ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক কারণ সংন্যাসও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম এবং মুমুক্ষুর উহাও কর্ত্তব্য, তথাপি 'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ' (আপন-আপন ধর্ম্মে যে নিষ্ঠা উহাকেই গুণ বলা হয়) এই বচনানুসার সংন্যাস অপক্কান্তঃ করণের (অশুদ্ধচিত্ত পুরুষের) ধর্ম্ম নহে। কিন্তু বহুজন্মে অনু-ষ্ঠিত পুণ্যরাশি দ্বারা পরিপক্ক (পরিশুদ্ধ) অন্তঃকরণ যাঁহার হইয়াছে এবং যিনি বিষয়ের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে বিরক্ত হইয়াছেন এবং কর্ম্মদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে না ইহা অনুভব করিয়াছেন এইরূপ মুমুক্ষুরই তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলে সংন্যাসধর্ম্ম কর্ত্তব্য অথবা কৃতার্থ বিদ্বান্ পুরুষের সংন্যাস কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু দুঃখবুদ্ধিতে যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আলস্য থাকে এইরূপ মূঢ়ের জন্য সংন্যাস বিহিত নয়। এইজন্য সংন্যাস মূঢ়ব্যক্তির পরধর্ম্ম,—উহা তাহার স্বধর্ম্ম নয় এবং শ্রেয়ের (কল্যাণের) হেতুও নয় কিন্তু কর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম এবং শ্রেয়ঃ লাভের হেতুও হইয়া থাকে। অতএব মূঢ়ব্যক্তির কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,

ইহাই এখন বলিতেছেন। ভগবান্ বর্ণাশ্রমী পুরুষগণকে এই পরম উপদেশ দিতেছেন 'হে মুমুক্ষুগণ ! তোমরা শ্রবণ কর'—

স্বনুষ্ঠিতাৎ—উত্তমভাবে অনুষ্ঠিত অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ প্রকার (ঠিকঠিক) নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত (আচরিত) **পরধর্ম্মাৎ**—পরধর্ম্ম হইতে **বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ**—শাস্ত্রদ্বারা নিজের জন্য কর্ত্তব্যরূপে যাহা বিহিত হয় তাহাই ঐ ব্যক্তির স্বধর্ম্ম। এইরূপ স্বধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় অর্থাৎ অঙ্গহীনও হয় (সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠিত না ও হয়) তাহা হইলেও উহা **শ্রেয়ান্**—পুরুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে কারণ শাস্ত্রদ্বারা উহা বিহিত হইয়াছে। যেমন যতির জন্য কর্ম্ম পরধর্ম্ম হওয়াতে স্নান, জপ, স্তোত্রাদি কর্ম্মের অপেক্ষায় জ্ঞানের সাধন শ্রবণমনন নিদিধ্যাসনই মুখ্য প্রয়োজন হয় বলিয়া সর্ব্বকর্ম্মের সংন্যাসই (ত্যাগই) যতির পক্ষে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। সেইরূপ কর্ম্মসংন্যাস গৃহস্থের পরধর্ম্ম হওয়াতে সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসাপেক্ষা জ্ঞানের সাধন যে চিত্তশুদ্ধি (যাহা প্রাপ্তি করা গৃহস্থের মুখ্য প্রয়োজন) সেই চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই গৃহস্থের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। এইরূপে অন্য বর্ণাশ্রমীর ও পরধর্ম্মাপেক্ষা স্বধর্ম্মই কল্যাণকর হয়, ইহাই এখানে বলিবার অভিপ্রায়। এমন কি **স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ**—শ্রেষ্ঠতর পরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম অল্প অঙ্গহীন হইলেও নিয়ম পূর্ব্বক যিনি স্বধর্ম্মে স্থিত থাকেন তাহার নিধন (মরণ) ও শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বর্গ অথবা মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ লাভের হেতু হইয়া থাকে—উহা কখনও অকল্যাণকর হয় না অর্থাৎ নরক প্রাপ্তির কারণ হয় না। আবার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাক্য দ্বারা প্রকাশ না করিয়া যদি মনে মনেও পরধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ কেহ থাকেন এবং পরধর্ম্ম পালন করিতে থাকিয়া যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার ঐরূপ মৃত্যু কোন কালেই কল্যাণলাভের হেতু হয় না কারণ **পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ**—নিয়মপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম যমদূত হইতে ভয় এবং নরক আবহন করে অর্থাৎ পরধর্ম্ম নরক এবং গর্ভবাসাদি দুঃখ প্রবাহের হেতুই হইয়া থাকে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৬) নারায়ণী টীকা— যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া জ্ঞানের অধিকারী হইয়া কেবল আত্মচিন্তনের জন্যই সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার আত্মজ্ঞান নিষ্ঠালাভের সাধন ব্যতিরিক্ত যাগাদি কর্ম্ম অথবা জপ স্তোত্রাদি কর্ম্ম পরধর্ম্ম। অতএব এইরূপ পরধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে করিলেও শ্রেয়ঃ মার্গ হইতে চ্যুত হইবেন। আবার যাঁহার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই সেই ব্যক্তি যদি বর্ণ ও আশ্রমানুকূল বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহা হইলে ঐরূপ বাহ্যিক সংন্যাস তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম এবং এইরূপ পরধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য সে ভয়াবহ (অর্থাৎ নরকাদি প্রাপ্তিরূপ ভীতিপ্রদ) অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও অর্থাৎ অঙ্গহানি দোষে দোষযুক্ত হইলেও স্বধর্ম্মকে ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। আবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করা সহজ সাধ্য হইলেও তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়। পরধর্ম্ম আপাত রমণীয় মনে হইলেও যেহেতু সে ঐ ধর্ম্মের অধিকারী নয় সেইজন্য উহা তাহার শ্রেয়োলাভের হেতু হয়না। এইজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "স্বে স্বে'ঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া যদি মৃত্যুকেও বরণ করিতে হয় তাহা হইলেও উহা দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ হয় কারণ এইরূপ কর্ম্মী পরজন্মে পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। [পূর্ব্বশ্লোকের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই শ্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও যে হইতে পারে তাহা প্রথমাধ্যায়ের পরিশিষ্টে তৃতীয়াধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে।]

[যে কারণে পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা দূর করিতে পারিলেই ভগবানের মতের অনুসরণ করিয়া বিহিত কর্ম্ম করা সম্ভব। অতএব কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার কারণটী নিশ্চিতরূপে জানা আবশ্যক। যদিও "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" (গীতা ২।৬২),

"তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ" (গীতা ৩।৩৪) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যাহা অনর্থের মূল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা নানাস্থলে বিক্ষিপ্ত এবং অনবধারিত রহিয়াছে (অর্থাৎ ঐ সব কারণগুলি কি সমভাবে প্রধান অথবা উহাদের মধ্যে একটী প্রধান অন্য সব সহকারী ইহা অবধারণ অর্থাং নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই । অতএব সংক্ষেপে 'যাহা নিশ্চিত অনর্থের মূল তাহাই' জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন কারণ নিশ্চিতরূপে অনর্থের মূল কারণ জানিতে পারিলেই তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রযত্ন করা সম্ভব হয়—]

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তো'হয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ—(হে বার্ষ্ণেয় ! অথ অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (সন্) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে বৃষ্ণিবংশাবতংস ! এই পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত (প্রেরিত) হইয়াই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা। অর্জ্জুন উবাচ- হে বার্ষ্ণেয় !—অর্জ্জুন বলিলেন —হে বৃষ্ণিকুল প্রসূত ! 'তুমি বৃষ্ণি বংশে অর্থাৎ আমার মাতামহ কুলে কৃপা পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছ—এবং আমিও বৃষ্ণিবংশোদ্ভবা নারীর পুত্র হইতেছি এই কারণে আমাকে তোমার উপেক্ষা করা উচিত নয়', ইহাই অর্জ্জুন 'বার্ষ্ণেয়' শব্দদ্বারা সূচনা করিতেছেন (মধুসূদন)। অথবা 'ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মানন্দামৃতং বর্ষতীতি বৃষ্ণিঃ সম্যগ্ বোধঃ তেন অবগম্যতে ইতি বার্ষ্ণেয়ঃ পরমাত্মা শ্রীভগবান্ তস্য সম্বুদ্ধিঃ' হে বার্ষ্ণেয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃত যাহা বর্ষণ করে (অর্থাৎ সম্যক

বোধ বা জ্ঞান) তাহাকে বৃষ্ণি বলে।—উহা দ্বারা (সম্যক জ্ঞান দ্বারা) যাহাকে জানা যায় তিনি বার্ষ্ণেয় অর্থাৎ পরমাত্মা বা শ্রীভগবান্ (শঙ্করানন্দ)। অথ—আচ্ছা অর্থাৎ আমার একটী নূতন সংশয় হওয়ায় তাহার নিবৃত্তির জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সংশয় নিবৃত্তি কর।' (পৃথক্ প্রশ্ন আরম্ভ করিবার জন্য 'অথ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। অনিচ্ছন্ অপি—নিজে করিতে ইচ্ছা না করিলেও অয়ং পুরুষঃ—কার্য্যকারণ সঙ্ঘাতরূপ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ এই পুরুষ কেন প্রযুক্তঃ (সন্)—কোন হেতু রাজার দ্বারা ভৃত্য যেরূপ প্রযুক্ত হয় সেইরূপ প্রযুক্ত অর্থাৎ পরিচালিত হওয়ায় বলাৎ নিয়োজিত ইব—যেন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া পাপং চরতি—পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। [ফল কামনা করিয়া অনর্থকর কর্ম্ম সকল অর্থাৎ চিত্রাযাগ প্রভৃতি কাম্যকর্ম্ম, শত্রুবধের সাধনরূপে শ্যেনাদি নামক যজ্ঞসকল, এবং কলঞ্জ (পেঁয়াজ অথবা তামাকু) ইত্যাদি নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণাদির ন্যায় নানা প্রকার অনর্থকর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কিন্তু পরম-পুরুষার্থের সাধন যে নিবৃত্তি লক্ষণরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে এবং যাহা তোমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে নিবৃত্তি (বৈরাগ্য) তাহা করিতে ইচ্ছা করিলেও করিতে পারে না। অতএব ইচ্ছা করিলেও ঐ পুরুষ শুভ কর্ম্ম করিতে পারে না আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অশুভ (পাপ) কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কাহারও নিকট পরাধীনতা বিনা এইরূপ হইতে পারে না। যেমন রাজার দ্বারা বশীভূত হইয়া ভৃত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেইরূপ সে শাস্ত্রীয় বিরুদ্ধ কর্ম্ম অনর্থকর জানিয়াও নিশ্চয়ই কাহারও বশীভূত হইয়া বলপুর্ব্বক এইরূপ কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বলপূর্ব্বক অনর্থ মার্গের প্রবর্ত্তকটী কে তাহা আমাকে বল যাহাতে নিশ্চিতরূপে তাহার স্বরূপ জানিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারি, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। (মধুসূদন)

টিপ্পণী (১) শ্রীধর—পূর্ব্বশ্লোকে রাগদ্বেষের অধীন হইবে না ইহা বলা হইয়াছে তাহা অসাধ্য মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—বার্ষ্ণেয়—হে

বৃষ্ণিবংশ সম্ভূত ! অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি— ইত্যাদি কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই পুরুষ অনর্থরূপ পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করিলেও পাপাচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও যেন বল পূর্ব্বক কাহারও দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। বিবেক বল দ্বারা কাম ও ক্রোধকে নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে এইরূপ পুরুষেরও পুনরায় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব ইহার মূলীভূত অন্যকোন প্রবর্ত্তক নিশ্চয়ই থাকিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলেন।

(২) শঙ্করানন্দ—যদ্যপি 'ধ্যায়তো বিষয়ান্' (গীতা ২।৬৯, ইন্দ্রিয়স্যে-ন্দ্রিয়স্যার্থে' (গীতা ৩।৩৪) ইত্যাদি শ্লোকে পুরুষের জন্ম, মরণাদি অনর্থ পরম্পরায় আগমনের কারণ নিরূপণ করা হইয়াছে তথাপি বিশেষরূপে উহার স্বরূপ, উহার অধিষ্ঠান এবং উহার জয়ের উপায় জানিতে ইচ্ছুক অর্জ্জুন স্বয়ং যেন ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন এইরূপ বিস্মৃত ব্যক্তির ন্যায় শ্রীভগবানের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন। সংসারের কারণ জানিয়া উপায় দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি যাহাতে উহাকে (সংসারকে) পরিহার করিতে সমর্থ হইতে পারেন, সেইজন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অথ—পৃথক্ প্রশ্নের আরম্ভ করিবার জন্য 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। হে বার্ষ্ণেয়—ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের উপর ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃত যাহা বর্ষণ করে তাহাকে বৃষ্ণি অর্থাৎ সম্যক্ বোধ (জ্ঞান) বলা হয়। এই বৃষ্ণি (বা সম্যক বোধ) দ্বারা যিনি অবগত হয়েন তিনি বার্ষ্ণেয় অর্থাৎ পরমাত্মা (ভগবান্)। হে ভগবন্ ! যেমন বলবান্ রাজা দ্বারা অথবা অন্য কোন বলবান্ পুরুষ দ্বারা বলপূর্ব্বক ভৃত্য নিযুক্ত অথবা প্রেরিত হয় সেই প্রকার পুরুষঃ—কি কার্য্য (করা উচিত) এবং কি অকার্য্য (করা উচিত নয়) এই বিষয়ে জ্ঞানবান্ পুরুষও কেন বলাৎ ইব নিয়োজিত অনিচ্ছন্ অপি পাপং চরতি— কাহার দ্বারা অর্থাৎ এই কার্য্যকারণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) সংঘাত কোন্ বলবান্ দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াও

পাপ (অর্থাৎ যাহা করা উচিত নয় তাহা) আচরণ করে (করিতে বাধ্য হয়), ইহা তুমি বল।

(৩) নারায়ণী টীকা—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ (গীতা ২।৬২) ইত্যাদি শ্লোকে বিষয় ধ্যান করিলে বিষয়াশক্তি জন্মিবে এবং সেই বিষয়াশক্তি হইতে রাগ অথবা দ্বেষ উৎপন্ন হইবেই এই কথা তুমি বলিয়াছ। আবার এই রাগ দ্বেষই যে মোক্ষমার্গের বড় প্রতিবন্ধক অতএব মুমুক্ষুর পরম শত্রু ইহাও তুমি ৩।৩৫ শ্লোকে বলিলে কিন্তু যখন পুরুষ তোমার আজ্ঞারূপী শাস্ত্রের অনুশাসনানুসারে ধর্ম্ম পালন করিতে ইচ্ছা করে এবং পাপকর্ম্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাবধানতা সহকারে সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করে তথাপি কাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার মতের বিরুদ্ধ এবং সকল কর্ম্মের হেতুভূত ঐ পাপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়? এমন কি বিবেক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও অনিচ্ছা সত্বেও এইরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক কে? (ক) ভগবান্ সকলের আত্মা, নিত্য সুহৃৎ পরম কারুণিক এবং স্বরূপতঃ সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষীমাত্র ; অতএব তিনি পাপকর্ম্মে নিয়োগের কর্ত্তা হইতে পারেন না। (খ) আর যদি বল যে প্রাচীন পূর্ব্বসংস্কার যাহাকে জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব বলা হয় তাহাই এরূপ পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে এইরূপ উক্তি যুক্তি সঙ্গত মনে হয়না কারণ সংস্কার তো জড়। অতএব অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য পুরুষকে, এই পাপকর্ম্ম করায় কে?

পূর্ব্বশ্লোকের অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ এখন বলিতেছেন—[যাহার সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিলে সেই পাপকর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্ব অনর্থের কারণরূপ শত্রুটী কে তাহা এখন শ্রবণ কর—]
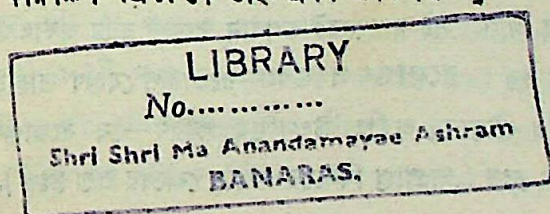
শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। রজোগুণ সমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ, এষঃ (এব) ক্রোধঃ (চ), এনম্ ইহ বৈরিণম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—(কামই বলপূর্ব্বক পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করে)। এই কাম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় অথবা এই কাম হইতেই রজোগুণের উদ্ভব হয়। ইহার কিছুতেই পূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই (অর্থাৎ কোনপ্রকার ভোগ দ্বারা ইহার ক্ষুধা মিটাইবার উপায় নাই) এবং ইহা সকল প্রকার মহা পাপ কার্য্যের হেতু হয়, ইহা কোন প্রকারে প্রতিহত হইলে ইহারই পরিণামরূপে সমদ্ভূত হয় ক্রোধ। এই সংসারে মোক্ষমার্গে এই কাম ও ক্রোধকেই পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।

ভাষ্য দীপিকা। **শ্রীভগবান্ উবাচ**—শ্রীভগবান্ বলিলেন। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষন্নাং ভগ ইতীরণা উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥” (বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪,৭৮) অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ (অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞান) এই ছয়টী পদার্থের নাম ভগ। এই ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী পদার্থের প্রত্যেকটি সমগ্রভাবে (সম্পূর্ণ-রূপে) যে বাসুদেবে সদাই অপ্রতিবন্ধভাবে বিদ্যমান আছে এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়, গমন ও আগমন (অর্থাৎ সম্পদ্ ও আপদ্) এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা এই ছয়টি বিষয়ের বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) যাঁহার আছে সেই বাসুদেবই ভগবান্ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ তাঁহাকেই ভগবান্ বলা হয়। **রজোগুণ সমুদ্ভবঃ**—রজোরূপ যেগুণ তাহাই যাহার সম্যক্ প্রকার উদ্ভবের অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ—যে রজোগুণ হইতে প্রাণী সকলের দুঃখ (অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভাব বোধের জন্য দুঃখ), প্রবৃত্তি

(ঐ বস্তু প্রাপ্তি করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি) এবং বল (সেই কর্ম্ম করিবার অনুকূল বল) আবির্ভূত হয় সেই রজোগুণই কালের সমুদ্ভব (সম্যকপ্রকার উৎপত্তির কারণ) হয় বলিয়া কামকে রজোগুণসমুদ্ভব বলা হয়। যদিও তমঃ এবং রজোগুণ উভয়ই কামের উৎপত্তির হেতু কারণ অজ্ঞানরূপ তমঃ গুণ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য ইচ্ছা হইতে পারে না তথাপি দুঃখ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে রজো-গুণেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'. শব্দের দ্বারা কামাদির হেয়ত্ব প্রমাণ করিয়া কামাদি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ইহা বলা হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রকারান্তরে ইহাও সূচিত করা হইল যে যেহেতু একমাত্র সত্ত্বগুণের বিকাশ (প্রভাব) দ্বারাই রজঃগুণকে অভিভূত (ক্ষয়) করা সম্ভব সেই হেতু কামনাকে জয় করিতে হইলে হঠ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ হয় তাহার জন্যই প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। (মধুসূদন)] অথবা রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ—যাহা রজোগুণের উৎপাদক অর্থাৎ রজোগুণ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় (সেই কাম। পূর্ব্বোক্ত দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলই লক্ষণ (পরিচায়ক চিহ্ন) যাহার সেই রজোগুণের সমুদ্ভব (সম্যক্ উৎপত্তি) যাহা হইতে হয় তাহাকে অর্থাৎ কামকে রজোগুণ সমুদ্ভব বলা হয়। কাম (কামনা) হইতেই রজোগুণের প্রকাশ হয়, যেহেতু কামনা বিষয়াভিলাষ স্বরূপ—ইহা স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া রজোগুণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পুরুষকে দুঃখস্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় 'তৃষ্ণাই আমাকে এই কার্য্য করাইতেছে' রজঃ গুণ দ্বারা সেবা প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত দুঃখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এইপ্রকার প্রলাপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু এই কামকে অবশ্যই বিনষ্ট করা উচিত ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। কিন্তু প্রশ্ন হইবে সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ এই যে শত্রুকে বশ করিবার চারিটী উপায় প্রসিদ্ধ আছে তাহার মধ্যে কোনটী অবলম্বন করিয়া কামকে জয় করা যাইতে পারে? দণ্ড দ্বারা (হঠ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন করিয়া) যে কামকে বশীভূত করা যায় না তাহা ৩৩ শ্লোকে "নিগ্রহ কিং করিষ্যতি" দ্বারা পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। এখন সাম, দান, ভেদ দ্বারাও যে কামকে দমন করা অসম্ভব তাহা বলা হইতেছে—(মধুসূদন)]

মহাশনঃ—এই কামের অশন (ভোজন বা ভোগ্য বস্তু) মহৎ অর্থাৎ কোন প্রকার ভোগ্য বস্তু দ্বারা ইহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায় না। এই জন্য মনু স্মৃতিতে আছে "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়। নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা সমং ত্রজেৎ।।" অর্থাৎ এই পৃথিবী মধ্যে যত ব্রীহি যব প্রভৃতি শস্য আছে এবং যত সুবর্ণাদি ধন, পশু ও রমণী আছে সেইগুলি একটি পুরুষের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে (অর্থাৎ সব একত্র মিলিত হইলেও একটী পুরুষের কামনার শান্তি করিতে পারে না)। এইরূপ জানিয়া সম (শান্তি) অবলম্বন করা উচিত অর্থাৎ কামনাশূন্য হওয়া উচিত। অতএব পৃথিবীর সব ভোগ্য বস্তু দিয়াও যখন এক পুরুষের কামনাকে শান্ত করিতে পারা যায় না তখন দান দ্বারা যে কামকে বশ করা যায় না ইহাই মহাশনঃ শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হইল। এষঃ কামঃ মহাপাপ্মা—যাহা হইতে (যাহর জন্য) পুরুষের মহান্ পাপ্মা (দোষ) উপস্থিত হয় তাহাকে মহাপাপ্মা বলা হয়। এই কাম মহা-পাপ্মা কারণ কামের দ্বারা বল পূর্ব্বক প্রেরিত হইয়াই প্রাণিগণ পাপের ফল অনিষ্ট ও মহানর্থ কর জানিয়াও পাপাচরণ করিয়া থাকে। [এই কামের বশীভূত হইয়াই লোক সকল গুরুপত্নী গমন করে, চণ্ডাল হইতেও অর্থ গ্রহণ করে এবং ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি দুষ্ট কর্ম্ম করে। এই জন্য ইহা মহাপাপ্মা। শাস্ত্রেও আছে—'অকামতঃ ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কস্যচিৎ। যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্' অর্থাৎ এই সংসারে কাহারও কোন ক্রিয়া কামনা বিনা সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। জীব যাহা কিছু করে তৎ সমুদয়ই কামনারই কার্য্য। কামই সব প্রবৃত্তির কারণ, অতএব কাম (কামনা) সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষ থাকায় 'এষঃ' (এই) শব্দ দ্বারা উহার প্রত্যক্ষত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যোগ্যত্ব বা অযোগ্যত্ব বিচার না করিয়া দৃষ্ট বা শ্রুত (যাহা দেখা বা শুনা হইয়াছে

এইরূপ) বস্তুর জন্য পুরুষের যে কামনা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হয় তাহাকে কাম বলা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দণ্ড ও দান দ্বারা কামকে বশীভূত করা যায় না। এখন কামকে মহাপাপ্মা" অর্থাৎ অতি উগ্র পাপ বলাতে সাম এবং ভেদের দ্বারাও যে ইহাকে বশ করা যায় না এই কথাই সূচিত হইল। এষঃ (এব) ক্রোধঃ (চ)—এই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে (বাধা পাইলে) ক্রোধরূপে পরিণত হয়। অতএব এই কামই ক্রোধ, এনম্ ইহ বৈরিনম্ বিদ্ধি— এই কাম ও ক্রোধকে ইহলোকে (সংসারে) বৈরী (শত্রু) বলিয়া জানিবে কারণ এই সংসারে মুমুক্ষুর মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই কাম ও ক্রোধই মহাবন্ধক। উভয়ই একই বস্তু বলিয়া অর্থাৎ যেখানে কাম সেখানেই ক্রোধ থাকে বলিয়া শ্লোকে 'এনম্' এই একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপাচরণের মূল হইতেছে কাম। পূর্ব্বে ক্রোধের কথা বলা হইয়াছে ; তাহাও হেতু বটে কিন্তু কাম ও ক্রোধ পৃথক্ নহে। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ক্রোধকে পৃথক্ করিয়া পূর্ব্বে বলা হইলেও ক্রোধ কামজ (কাম হইতে উৎপন্ন হয়)। এই কাম ও ক্রোধ রজঃ গুণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে এবং রজঃ গুণের ক্ষয় হইলেই কাম (ও ক্রোধ) রূপ শত্রু নষ্ট হইতে পারে—অন্যথা নয়।

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর - [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্] বলিলেন—] কামঃ এষঃ—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার হেতু হইতেছে কাম। প্রশ্ন হইবে কিন্তু তুমি পূর্ব্বে 'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে' (গীতা ৩।৪) এইরূপ বলিয়া ক্রোধের কথাও বলিয়াছ ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। এই ক্রোধ কাম হইতে পৃথক্ নয় কিন্তু ক্রোধঃ অপি) এষঃ—ইহা ক্রোধও বটে অর্থাৎ ক্রোধও পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পাপাচরণের হেতু হইয়া থাকে। কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যদিও ক্রোধকে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু উহা কামজই অর্থাৎ কাম হইতেই উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়ে কাম ও ক্রোধকে এক করিয়া বলা হয়।

রজোগুণ সমুদ্ভবঃ—এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত (উৎপন্ন) হয়। ইহা দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া রজোগুণের ক্ষয় সাধিত হইলে কাম উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা সূচিত হইল। ইহ - এই মোক্ষমার্গে এনম্ - এই কামকে বৈরিণং বিদ্ধি—বৈরী (শত্রু) বলিয়া জানিও। যেরূপ পরে বলা হইতেছে সেইরূপ ক্রমে এই কামরূপী শত্রুকে বধ (নাশ) করিতে হইবে এই কাম মহাশনঃ— যাহার অশন (আহার) মহৎ অর্থাৎ পূরণ করা কঠিন সেই দুষ্পূর কামই 'মহাশনঃ' অর্থাৎ ইহার ক্ষুধা শত শত ভোগ দিয়া ও পূরণ (তৃপ্ত) করা যায় না। সাধারণতঃ প্রবল শত্রুকে সাম, দাম, দণ্ড ভেদ এই চারি উপায়দ্বারা বশ করা হয় কিন্তু এই কাম দান দ্বারাও বশীভূত হয় না কারণ অসংখ্য কামোপভাগ দান করিয়াও ইহাকে শান্ত করিতে পারা যায় না। আবার ইহাকে 'সাম' দ্বারাও বশীত করা যায় না যেহেতু এই কাম মহাপাপ্মা – অর্থাৎ অতি উগ্র।

(২) শঙ্করানন্দ—'অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ। যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্॥' (এই সংসারে অকাম পুরুষের কোন ক্রিয়া কোথায়ও দেখা যায় না। প্রাণীমাত্রই যাহা কিছু করে উহা সব কামেরই চেষ্টা।) এই ন্যায়ানুসারে সকল কর্ম্মের আচরণের কারণ এবং সকল অনর্থের বীজ একমাত্র কামই হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন—

এষঃ কামঃ—সকলের প্রবৃত্তির মূল অর্থাৎ কারণ হইতেছে কাম, আর এই কাম সকলেরই প্রত্যক্ষ—এই অভিপ্রায়ে 'এবঃ কামঃ', এই (কাম) পদ দ্বারা সামনে প্রত্যক্ষরূপে কামকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। যোগ্যত্ব ও অযোগ্যত্ব বিচার বিনা যদি কোন দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তু পুরুষের কামনা উৎপন্ন করে তাহা হইলে উহাকে কাম বলা হয় অর্থাৎ কোন বিষয় লাভ করিতে যে প্রবল ইচ্ছা উহাই কাম শব্দের অর্থ। এষঃ ক্রোধ—এই কাম পুরুষের সংসার গতির কারণ হইয়া থাকে এবং ঐ কামই কাহারও দ্বারা আপন বিষয়ে প্রতিবদ্ধ হইলে

(বাধা প্রাপ্ত হইলে) ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কারণে ক্রোধও কামই। [এবঃ কামঃ এবঃ ক্রোধঃ—এইরূপ বলাতে কাম ও ক্রোধ যে একই বস্তু তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন।] রজোগুণ সমুদ্ভবঃ—উহা (কাম ও ক্রোধ) রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রজঃগুণ শব্দের অর্থ রাগ বা রঞ্জনাত্মিকা বিষয়সম্বন্ধিয় সামান্য ইচ্ছা এই রাগ বা ইচ্ছাই বিষয়ের নিকট উপস্থিত হইলে কামকে উৎপন্ন করে। অতএব কাম রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। অথবা "প্রখ্যাং তু সাত্ত্বিকীং প্রাপ্তু স্তামসীং তু বিচিন্ততান্। ক্রিয়াং তু রাজসীং প্রাপ্তুর্গুণতত্ত্ববিদো বুধাঃ॥" অর্থাৎ গুণসকলের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রখ্যাকে সাত্ত্বিকী, বিচিন্ততাকে অর্থাৎ অসাবধানতাকে তামসী আর ক্রিয়াকে রাজসী বলিয়া থাকেন। এই বচনানুসারে ক্রিয়া রজোগুণ। ঐ ক্রিয়া বা রজোগুণ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে 'রজোগুণসমুদ্ভব' বলা হয়। কাম হইতেই ক্রিয়া বা রজোগুণ উৎপন্ন হয় এবং কামই সকল প্রবৃত্তির হেতু। এইজন্য কাম বা ক্রোধ 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'। মহাশনঃ—এই কাম মহাশন। 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি' (বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কখনও কাম শান্ত হয় না) এই বচন হইতে জানা যায় যে কামের মহৎ (ইয়ত্তা অর্থাৎ সীমা রহিত) অশন (উপভোগরূপ আহার) থাকে এইজন্য কামকে 'মহাশন' বলা হয় অর্থাৎ কাম কোন কিছুর দ্বারা কখনই তৃপ্ত হয় না। এই কারণেই উহা মহাপাপ্মা—যাহা হইতে মহান্ পাপ্মা (দোষ) পুরুষের প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে মহাপাপ্মা বলা হয়। কাম বা ক্রোধ মহাপাপ্মা কারণ কামাবিষ্ট হইয়া পুরুষ ভগ্নীর উপরও আরূঢ় হইতে ইচ্ছা করে, চণ্ডাল হইতেও ধন গ্রহণ করে ক্রুদ্ধ পুরুষ গুরুকেও দুর্ব্বচন্ বলে, গোহত্যাও করিয়া থাকে অতএব কাম (বা ক্রোধ) যে মহাপাপ্মা ইহা বলা ঠিকই হইয়াছে। অতএব ইহ এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি—এই সংসারে এই কামকেই মুমুক্ষুর বৈরী (শত্রু) বলিয়া জানিও অর্থাৎ কামকেই মুক্তির প্রতিবন্ধকরূপে জানিও।

(৩) নারায়ণী টীকা—শ্রুতি বলেন আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽ কাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্মকুর্বীত—অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ'। অর্থাৎ আত্মাই অগ্রে ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন আমার জায়া (স্ত্রী) হউক, প্রজা হউক, বিত্ত হউক। 'আমার ইহা হউক—আমার ইহা প্রাপ্তি করিতে হইবে' এই তীব্র অভিলাষ হইতে যে চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তাহাই কাম। অজ্ঞান হইতে (আত্মাকে না জানার জন্য) সঙ্কল্প এবং সংকল্প হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। জাগতিক বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি থাকার জন্য পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসংস্কারানুসারে বিষয়ের প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল বোধ হইয়া যে মানসিক ব্যাপার হয় তাহাকে বাসনা বা কাম বলে। এইজন্য সংকল্প বাসনা, কামনা, ইচ্ছা আর কাম ইহারা সকলেই একার্থ বাচক। শান্ত আত্মাতে রজঃগুণের চাঞ্চল্য আরম্ভ হইলেই সংকল্প, বাসনা, কাম ইত্যাদির পর পর উদয় হয় আবার কাম উৎপন্ন হইলে রজোগুণ প্রবল হইয়া পুরুষকে চালিত করে এবং পাপে নিযুক্ত করে। এইজন্য বলা হইল 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'। কামকে কেহ তৃপ্ত করিতে পারে না কারণ কাম 'মহাশন' ; কামই অনাদিকাল হইতে জীবকে মহাপাপরূপ সংসারচক্রে ভ্রমণ করাইতেছে এইজন্য ইহা মহাপাপ্মা'। কামই মুমুক্ষুর মহা শত্রু অতএব যতদিন জগৎ ও জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া এবং একমাত্র নিত্য সত্য আত্মাতে স্থিতি লাভ করিয়া কামকে জয় না করা যায় ততদিন পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

[কাম কি প্রকার জীবের শত্রু তাহা দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা স্পষ্ট করিয়া এখন বলিতেছেন।]

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

অন্বয়। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে যথা আদর্শঃ মলেন চ (আব্রিয়তে) যথা উল্বেন গর্ভঃ (আব্রিয়তে) তথা তেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানং) আবৃতম্।

অনুবাদ। যে প্রকার ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত (আচ্ছাদিত) হয়, যে প্রকার মলের দ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, যে প্রকার জরায়ু দ্বারা গর্ভ অর্থাৎ কুক্ষিস্থ জীব আবৃত হইয়া থাকে সেই প্রকার কামের দ্বারা ঐ জ্ঞান আবৃত হয়।

ভাষ্য দীপিকা। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে—যে প্রকার প্রকাশাত্মক অগ্নি (অর্থাৎ আপনাকে ও অপর বস্তুকে প্রকাশ করা যাহার স্বভাব সেই অগ্নি) যেরূপ সহজ ও অপ্রকাশাত্মক ধূমের দ্বারা (অর্থাৎ যাহা বহ্নির সহিতই উৎপন্ন হয় এবং যাহা অগ্নিকে এবং অগ্নির দ্বারা প্রকাশ যোগ্য অন্যবস্তুকে প্রকাশিত হইতে দেয় না এইরূপ ধূমের দ্বারা) আবৃত (আচ্ছাদিত) হইয়া থাকে যথা আদর্শঃ মলেন চ আব্রিয়তে— যে প্রকার মুখের প্রতিবিম্ব (ছায়া) প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও দর্পণাদি মলের দ্বারা আবৃত বা আচ্ছাদিত হয়। [এই মল (ময়লা) দর্পণাদির সহজ (স্বাভাবিক) নয় অর্থাৎ দর্পণাদির সহিত উৎপন্ন হয় না কিন্তু পরে উৎপন্ন হয়। অতএব দর্পণাদির সহিত মলের বৈধর্ম্ম্য আছে ইহা সূচনা করিবার জন্য 'চ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (মধুসূদন)] যথা উল্বেন গর্ভঃ (আব্রিয়তে)—যে প্রকার অচেতন জরায়ু নামক অতি স্থূল গর্ভবেষ্টনরূপ চর্ম্মের দ্বারা চেতন গর্ভ অর্থাৎ ভ্রূণ বা কুক্ষিস্থজীব আ অর্থাৎ সকল দিক হইতে ব্রিয়তে অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয় তথা তেন (কামেন) ইদং (জ্ঞানং) আবৃতম্—সেই প্রকার সেই কামের দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ তিরোহিত হইয়া থাকে। অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞানই একমাত্র সদ্‌বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে সমভাবে

বিদ্যমান। ঐ জ্ঞান সত্তাই মায়া দ্বারা বহুরূপে কল্পিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন শব্দাদিবিষয় রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। ঐ সব শব্দাদি বিষয়ে অনুকূলত্ব বোধ হইলে সেই বিষয়ের প্রতি কামের (কামনার) উদয় হয়। ধূম অগ্নির সহজাত (সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়) এবং ধূমের স্বভাব হইতেছে নিজের উৎপত্তি স্থান অগ্নিকে আবরণ করা। সেইরূপ কাম ও জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞানের সত্তাতেই কাম সত্তাবান্ হয়) কিন্তু প্রকাশাত্মক জ্ঞানকে আবরণ করাই ইহার স্বভাব অর্থাৎ অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান সত্তাকে (সৎ স্বরূপ আত্মাকে) উপলব্ধি করিতে না দিয়া পরিচ্ছিন্ন বিষয়রূপে খণ্ডিত ও বিকারী করিয়া দেখানই ইহার স্বভাব। ইহাই প্রথম দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য। চিত্ত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া স্বাভাবিক স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। ঐ জ্ঞান আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া মুমুক্ষুর পরমানন্দের হেতু হয়। আদর্শ (দর্পণাদি) ও মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দর্শকের আহ্লাদকর হয়। কিন্তু মল যেমন দর্পণাদিতে পুঞ্জীভূত হইলে মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে দেয় না সেইরূপ চিত্তরূপ দর্পণে কামরূপ মল জমা হইলে উহার স্বচ্ছতাকে আবৃত করিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে দেয়না অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে (আনন্দস্বরূপ আত্মাকে) প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম জ্ঞানেরই (চিৎসমুদ্রেরই) তরঙ্গ হইলেও উহা জ্ঞানের ধর্ম্ম নয় কারণ কাম অবিদ্যাবশতঃ উৎপন্ন হয়, (যেমন মল আদর্শের ধর্ম্ম নয় —উহা আগন্তুক। ইহাই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

জ্ঞান (বা আত্মা) চিৎ স্বরূপ (চেতন) আর কাম অচেতন। যেমন অচেতন জরায়ু চেতন ভ্রূণ বা কুক্ষিস্থ জীবকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ কাম (এবং তাহা হইতে জাত সংকল্পাদি) অচেতন হইলেও চেতন জ্ঞানকে (সর্ব্বব্যাপী চিৎস্বরূপ জ্ঞানকে অর্থাৎ আত্মাকে) প্রকাশিত হইতে না দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখে। ইহাই তৃতীয় দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য। এইরূপে এই শ্লোকে সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ আত্মা কি ভাবে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য কাম ক্রোধাদি দ্বারা

আবৃত থাকে তাহা বলা হইল। [মধুসূদন সরস্বতী এই দৃষ্টান্তগুলির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অন্য প্রকারে দেখাইয়াছেন কিন্তু আমাদের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন মনে হয়। মধুসূদনের ব্যাখ্যা এইরূপ—বহ্নি ধূমের দ্বারা আবৃত হইলেও দাহাদিরূপ স্বীয় কার্য্য করিতে থাকে। আদর্শ মলের দ্বারা আবৃত হইলে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণরূপ নিজ কার্য্য করিতে পারে না। উহাতে কেবল আদর্শের স্বচ্ছতারূপ ধর্ম্ম তিরোহিত হয় কিন্তু আদর্শ স্বরূপতঃ উপলব্ধি হইতে থাকে অর্থাৎ উহা যে আদর্শ এই বিষয়ের জ্ঞান ভুল হয় না। কিন্তু জরায়ুর দ্বারা গর্ভ (ভ্রূণ) আবৃত হইয়া হস্তপদাদি প্রসারণরূপ স্বকার্য্য তো করেই না অধিকন্তু উহা স্বরূপতঃ ও উপলব্ধ হয় না। (কাম ঐ তৃতীয় দৃষ্টান্তের ন্যায় জ্ঞানকে এইরূপ আবৃত করিয়া আছে যে জ্ঞানের ক্রিয়া এবং জ্ঞানের স্বরূপ কোনটীই উপলব্ধ হইতে পারে না।)]

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—কামের বৈরিত্ব এই শ্লোকে দেখান হইতেছে। যেমন অগ্নির সহজাতধূম অগ্নিকে, আগন্তুক মল যেমন দর্পণকে এবং উল্ব অর্থাৎ জরায়ু বা গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম যেরূপ গর্ভকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখে তেন ইদম্ আবৃতম্—তেমনি তিন প্রকারেই তাহা দ্বারা অর্থাৎ কামদ্বারা) ইহা অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান আবৃত থাকে। কি প্রকারে কাম তিন প্রকারে জ্ঞানকে আবৃত রাখে তাহা ভাষ্যদীপিকায় স্পষ্ট করা হইয়াছে।]

(২) শঙ্করানন্দ—পূর্ব্বশ্লোকে যে বলা হইয়াছে মুক্তির প্রতিবন্ধক হওয়াতে কাম মুমুক্ষুর শত্রু; ইহাই এখন বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

ধূমেন—অপ্রকাশ স্বরূপ ধূম দ্বারা বহ্নিঃ—প্রকাশ স্বরূপ হইয়াও বহ্নি (অগ্নি) যথা আব্রিয়তে—যেরূপ আবৃত হইয়া থাকে যথা মলেন—যেরূপ লেপন স্বভাব (মলিন) রজ অর্থাৎ ধূলি দ্বারা আদর্শঃ আব্রিয়তে আদর্শ স্বভাবতঃ বিম্বের প্রকাশক এবং বিম্বের (অর্থাৎ জীবমাত্রেরই)

আহ্লাদকর হইলেও (ঐ ধূলি দ্বারা) আবৃত হইলে উহার স্বাভাবিক প্রকাশশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে যথা উল্বেন - যেরূপ অচেতন গর্ভাবেষ্টন দ্বারা গর্ভঃ—গর্ভস্থিত শিশু আবৃতঃ ভবতি—আবৃত থাকে তথা তেন ইদম্ আবৃতম্—সেইরূপ তাহা দ্বারা (অর্থাৎ অপ্রকাশস্বরূপ, লেপক ও অচেতন ঐ পূর্ব্বোক্ত কামের দ্বারা) এই জ্ঞান (যে জ্ঞান প্রকাশস্বরূপ, যাহা আত্মাকে প্রকাশ করে বলিয়া আনন্দদায়ক হয় এবং যাহা আভাস ব্যাপ্তি দ্বারা সর্ব্বত্র চেতনরূপে বিদ্যমান সেই জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে।

(৩) নারায়ণী টীকা—কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু কামের মৃদু, মধ্যম ও অধিমাত্রা ভেদে আবরণের ও তিনপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। (ক) পূজা পাঠ স্বধর্ম্মপালন, ভগবদ্‌ভজন ইত্যাদি দ্বারা যখন চিত্ত শুদ্ধি হইতে থাকে তখন কামও ক্রমশঃ ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আবরণও ক্ষীণ হইতে থাকে। ধূমদ্বারা আবৃত বহ্নির উজ্জ্বলতা থাকে না কিন্তু অগ্নির তাপের কথঞ্চিৎ অনুভব হইতে থাকে। সেইরূপ মৃদু কাম দ্বারা যখন জ্ঞান আবৃত হয় তখন সেই জ্ঞানেরও কথঞ্চিৎ তত্ত্বগ্রহণে সামর্থ্য থাকে। (খ) সাধনের অপরিপক্কাবস্থায় বিষয় চিন্তা মাঝে মাঝে আসিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামও মাঝে মাঝে প্রবলভাবে আবির্ভূত হয়। ইহা কামের মধ্যম অবস্থা। এই কামের সহিত দর্পণের কলঙ্কের তুলনা দেওয়া যায়। ধূলি প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত দর্পণ যেমন মুখপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু যখন ধূলি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হয় তখন দর্পণের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া মুখ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ জ্ঞান কাম দ্বারা মাঝে মাঝে আবৃত হইলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারে না কিন্তু ধ্যান ভজনের সময় যদি কখনও চিত্তরূপ দর্পণ কামরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হয় তখনই মনে আত্মানন্দের আভাস হইতে থাকে। (গ) যে সব মূঢ়লোক ধ্যান ভজন করে না এবং সর্ব্বদাই বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকে তাহাদের অন্তরে কাম অধিকমাত্রায় (অতিশয় তীব্র মাত্রায়) বিদ্যমান

থাকে। এই অবস্থায় কামকে জরায়ুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। জরায়ু যেমন ভ্রূণকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং সেই কারণে ভ্রূণের হস্তপদাদি সঞ্চালনের আর শক্তি থাকে না সেইরূপ বিষয়োপভোগ সময়ে জ্ঞান তীব্র কাম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া জ্ঞানের কোন প্রসারণ হইতে পারে না অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে একেবারেই গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় জীব তত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত জড়বুদ্ধি থাকে। শ্লোকে তিন প্রকার উপমা দিবার ইহাই তাৎপর্য্য। কাম যতই সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ হইতে থাকে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য সংবেগ ততই তীব্র হইতে থাকে। এইজন্য পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'তীব্রসংবেগা-নামাসন্নঃ'। (যাঁহাদের সংবেগ তীব্র হইতে তীব্রতম হয় তাঁহাদের আত্ম সাক্ষাকাৎরও আসন্ন হইয়া থাকে।)

[পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে "তেনেদমাবৃতম্" অর্থাৎ কাম দ্বারা ইহা আবৃত হয়। যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয় সেই ইদং শব্দবাচ্য ('ইহা' এই শব্দের বাচ্য) বস্তু কি তাহা এখন বলা হইতেছে।—]

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—হে কৌন্তেয়। জ্ঞানিনঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পুরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

অনুবাদ। হে কুন্তী নন্দন! জ্ঞানিগণের নিত্য বৈরী যাহা দুষ্পূর (অর্থাৎ যাহার তৃষ্ণা পূরণ করা দুঃসাধ্য) এবং অনল (অর্থাৎ যাহার অলং ভাব বা পর্য্যাপ্তি কখনও সম্ভবপর নহে) এইরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা—হে কৌন্তেয়!—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার পিতৃ-ষ্বসা কুন্তীর পুত্র এইজন্য আমার বিশেষ প্রিয়। অতএব তোমাকে বিষয়টী আমি স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিতেছি, এইরূপ প্রেমভাব সূচনা

করিবার জন্যই "কৌন্তেয়" শব্দদ্বারা ভগবান্ সম্বোধন করিলেন। জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ—জ্ঞানীদিগের এই কামরূপ নিত্য বৈরী (নিত্য শত্রু) দ্বারা। জ্ঞানী পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে এই কামের দ্বারা আমি অনর্থকার্য্যে প্রেরিত হইতেছি এবং সেই কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই তিনি দুঃখবোধ করেন। এইজন্য এই কাম জ্ঞানীর নিকট সর্ব্বদাই বৈরী (শত্রু) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু মূর্খের নিকট এইরূপ বোধ হয় না কারণ মূর্খ ব্যক্তি তৃষ্ণা কালে (বিষয় ভোগের সময়ে) কামকে প্রিয় মিত্রের ন্যায় দেখে এবং পরে বিষয় ভোগের পরিণামে যখন দুঃখ প্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে পারে তৃষ্ণা বা কাম দ্বারাই এই দুঃখ পাইলাম। পরন্তু দুঃখ পাইবার পূর্ব্বে মূর্খ ব্যক্তি ইহা জানিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী (বিবেকী) ব্যক্তি কাম্য বস্তুর উপভোগ কালে এবং সেই ভোগের পরিণামেও (অর্থাৎ কাম দ্বারা প্রেরিত হইলে ভোগের সকল অবস্থাতেই) দুঃখ বোধ করেন। এই কারণেই কাম জ্ঞানীদিগের নিত্য বৈরী অর্থাৎ সর্ব্বকালের শত্রু। এখন প্রশ্ন হইবে এই কামের স্বরূপটী কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন "কামরূপেণ"—কাম অর্থাৎ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা তাহাই রূপ যাহার তাহাকে কামরূপ বলা হয়। অথবা "কাম্যতে ইতি কামো বিষয় স্তমেব সর্ব্বত্র রূপয়তি গোচরয়তি ন ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ কাম বা তৃষ্ণা হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে সর্ব্বত্র মিথ্যা বিষয়কেই দর্শণ করায় (অর্থাৎ চিত্ত বিষয়েই লিপ্ত থাকে) কিন্তু নিত্য সত্য চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাকে দর্শন করিতে দেয় না এইজন্য এই তৃষ্ণাকে কামরূপ বলা হয় (শঙ্করানন্দ)। এই কামের আর কি বৈশিষ্ট্য আছে তাহা এখন বলা হইতেছে—] দুষ্পূরেণ অনলেন চ—সেই কামরূপ দুষ্পূর অনল দ্বারাই। দুঃখের সহিত যাহার পূরণ করিতে হয় তাহাকে দুষ্পূর বলা হয়। "ন বিদ্যতে-হ'লং পর্য্যাপ্তির্য্যস্য ইতি অনলঃ" অর্থাৎ যাহার মধ্যে 'অলং' (পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ ভোজ্য বা দাহ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি) নাই তাহাকে অনল বলা হয়। ভাষ্যকার 'অনল' শব্দকে কামরূপ শব্দের বিশেষণরূপে

গ্রহণ করিয়াছেন। [মধুসূদন স্বরস্বতী 'অনলেন চ' শব্দের অর্থ 'বহ্নি সদৃশ' কামের দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহ্নিকে যেমন ঘৃত বা দাহ্য বস্তু দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারা যায় না সেইরূপ কামকেও ভোগের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। এইজন্য "কাম দুষ্পূরণীয় অনলের বহ্নির সদৃশ" ইহা বলা হইল। এখানে 'দুষ্পূরেণ' শব্দ পদের বিশেষণ-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। কামকে কোন সময়ে পূর্ণভাবে তৃপ্ত করা যায় না বলিয়া তাহা সদাই অনলের (অগ্নির) ন্যায় সন্তাপ (দুঃখ) দায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং উহা বিবেকী ও অবিবেকী উভয়েরই পরিত্যজ্য। স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—"ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে" (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ কাম্য বস্তু সকলের উপভোগের দ্বারা কোনও কালে কামনার শান্তি (নিবৃত্তি) হয় না। প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিলে যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হইতে থাকে কামনাও সেইরূপ বিষয় ভোগের দ্বারা আরও অধিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব বিষয়ভোগে কামনার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব নয়—বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিষয় ত্যাগ দ্বারাই কামের উপশম হইয়া থাকে। এইজন্য বিবেকী ও অবিবেকী সকলেরই বিষয় ত্যাগের নিমিত্ত (কামনার ত্যাগের নিমিত্ত) প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। শ্লোকে "চ" এই অব্যয়টী উপমা অর্থে অর্থাৎ কাম "দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।] এই-রূপ কাম দ্বারা **জ্ঞানম্ আবৃতম্**—জ্ঞান আবৃত থাকে। যাহা দ্বারা জানা যায়—তাহাই জ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ। অথবা পূর্ব্বশ্লোকের "তেনেদমা-বৃতং" এই পদের দ্বারা যে বিবেক—বিজ্ঞান পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সেই বিবেক বিজ্ঞানই এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ (মধুসূদন)]। [অথবা সর্ব্বত্র ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিবার যোগ্যতা যে বুদ্ধির আছে সেই বুদ্ধিকে জ্ঞান বলে। যেমন পঙ্ক দ্বারা জল আবৃত থাকে অথবা রাহুদ্বারা চন্দ্রবিম্ব আবৃত থাকে সেইরূপ এই জ্ঞান জ্ঞানীদিগের নিত্য বৈরী দুষ্পূর অনল সদৃশ কাম দ্বারা আবৃত থাকে। (শঙ্করানন্দ)] অতএব এই কাম

থাকিলে অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তি অথবা "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিরূপ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এইজন্য শ্রুতিতেও আছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি সংশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥' অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কাম অবস্থান করিতেছিল তাহা পরমার্থ দর্শন (আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার) দ্বারা যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন মরণশীল জীব অমৃত হইয়া যান (অর্থাৎ তাঁহার সংসারচক্র গমনাগমন রহিত হইয়া যায়) এবং সর্ব্ববন্ধনের উপশম হওয়াতে এই জীবনেই তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—(পূর্ব্ব শ্লোকে ইদং শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু (বিবেকজ্ঞান) নির্দ্দেশ করিয়া এখন কামের বৈরিত্ব স্পষ্ট করিতেছেন—) হে কৌন্তেয়! **এতেন কামরূপেণ**—এই কাম দ্বারা **জ্ঞানং**—বিবেক জ্ঞান **আবৃতং**—আবৃত থাকে [এই কামরূপের বিশেষতা কি ?] **জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণঃ**—অজ্ঞের নিকট ভোগ সময়ে কাম সুখের হেতু বলিয়া (অর্থাৎ মিত্ররূপে) পরিগণিত হয় যদিও পরিণামে কাম অজ্ঞের পক্ষেও শত্রুরই ন্যায় কাজ করে। কিন্তু জ্ঞানী ভোগকালে এবং পরিণামে উভয়াবস্থাতেই দুঃখদায়ক হইবে জানিয়া উহাকে সর্ব্বদাই দুখের হেতুই মনে করিয়া থাকেন। এইজন্য কাম জ্ঞানীদিগের নিত্যবৈরী। **দুষ্পূরেণ**—বিষয়ের দ্বারা পরিপূরিত হইলেও ইহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না (অর্থাৎ পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না) **অনলেন চ**—সর্ব্বদা ভোগের দ্বারা পূর্য্যমান (পরিপূরিত) হইলেও ইহা শোক ও সন্তাপের হেতু হয় এইজন্য কাম অনল (অগ্নি) তুল্য। কামের এই সব বিশেষণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে কাম সকলেরই নিত্য বৈরী [কেবল জ্ঞানী উহার স্বরূপ জানেন আর অজ্ঞানী উহা জানেনা ইহাই বিশেষতা।]

[শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা মধুসূদন সরস্বতীর টীকাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যদীপিকা দ্রষ্টব্য]

(২) শঙ্করানন্দ—জ্ঞানের আবরণ যে কাম তাহার স্বরূপ এখন বিস্তার-পূর্ব্বক বলা হইতেছে—যেহেতু অনলেন—নিরন্তর বিষয় সেবা করিয়াও যাহার অলংভাব অর্থাৎ তৃপ্তি হয় না উহাকে অনল বলা হয়। (কাম অনল কারণ কোন প্রকার ভোগ দ্বারাই ইহার তৃপ্তি হয় না।) অথবা হৃদয়ের অন্তরে যাহা অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে (প্রজ্বলিত থাকিয়া নিরন্তর তাপ দান করে) উহাকে অনল বলা যাইতে পারে। (কামই এই অনল।) দুষ্পূরেণ—কাম্য বস্তুর অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি অর্থাৎ পূরণ অত্যন্ত দুঃখ সহন করিয়াই হইয়া থাকে এইজন্য কাম দুষ্পূর। অথবা ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হইলে কাম পুরুষকে দুঃখ দ্বারা পূর্ণ করে এইজন্যও কাম দুষ্পূর।

কামরূপেণ—'কাম্যতে ইতি কামঃ বিষয়স্তমেব সর্ব্বত্র রূপয়তি গোচরয়তি ন ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি কামরূপস্তেন' (যাহা কামনা করা হয় তাহা কাম) অর্থাৎ বিষয় ; সেই বিষয়কেই সর্ব্বত্র যে দেখাইতে থাকে এবং ব্রহ্মকে কোথায়ও দর্শন করায় না অর্থাৎ নিত্য সত্য ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া সর্ব্বত্র বিষয়কেই দেখাইতে থাকে তাহাকে কামরূপ বলা হয়। অতএব এই কামরূপ জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা—জ্ঞানীর নিত্য বৈরী দ্বারা। সদা বাহ্য বিষয়ালম্বনের হেতু হওয়াতে জ্ঞানীর প্রতিকূল হয় বলিয়া নিত্যবৈরী অথবা কাম সদা বিষয় গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের আবরক হয় বলিয়া কামকে জ্ঞানীর নিত্য বৈরী বলা হয়। এতেন—এইরূপ অনল, দুষ্পূর, ও জ্ঞানীর নিত্যশত্রু কামদ্বারা জ্ঞানং আবৃতং ভবতি—জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মগ্রাহিকাবুদ্ধিবৃত্তি আবৃত থাকে। পঙ্ক (কর্দ্দম) দ্বারা যেমন জলের সচ্ছতা আবৃত থাকে, রাহু দ্বারা চন্দ্রবিম্ব যেমন আবৃত থাকে সেইরূপ ব্রহ্মগ্রাহিকাবুদ্ধিবৃত্তি কামদ্বারা আবৃত (আচ্ছন্ন) হইলে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে জীব অসমর্থ হয়েন—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) নারায়ণী টীকা—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত 'ইদং' শব্দের অর্থ জ্ঞান (বিবেক জ্ঞান), ইহা এই শ্লোকে স্পষ্ট করা হইল। কাম

অজ্ঞানীর ভোগকালে মিত্র কিন্তু পরিণামে যখন দুঃখ উপস্থিত হয় তখন অজ্ঞানীও ইহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী (বিবেকী পুরুষ) কামকে সদাই শত্রু বলিয়া জানেন এইজন্য কাম তাঁহার নিকট 'নিত্য বৈরী'। যখন বিষয়ভোগ থাকে না তখনও জ্ঞানী জানেন যে পূর্ব্বজন্মের কামের জন্যই এই দুঃখময় সংসারে তাঁহাকে শরীর ধারণ করিয়া আসিতে হইয়াছে, যখন বিষয়ভোগ উপস্থিত হয় তখন তিনি জানেন যে এই কামই তাঁহাকে ভগবৎ স্মরণ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরিণামে তাঁহার মহাদুঃখের কারণ হইবে এবং ভোগাবসান হইলে তিনি জানেন এই কামকে কোনরূপ বিষয়ভোগ দ্বারা তৃপ্তি করা যায় না কারণ ইহা 'দুষ্পূর' এবং ইহা 'অনল' অর্থাৎ ইহার অলং (পর্য্যাপ্তি বা শেষ) নাই অথবা ইহা অনল (অগ্নিসদৃশ) কারণ এই কাম বিষয়ের চিন্তার সময়ে, বিষয় ভোগের কালে এবং ভোগের পরিণামে সর্ব্বাবস্থাতেই শোক উৎপন্ন করিয়া অনলের (অগ্নির) ন্যায় সন্তপ্ত করিয়া থাকে। জ্ঞানী আরও জানেন যে বিষয়ভোগ দ্বারা কামকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব— কামকে জয় করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে বিষয়ে দোষ দর্শন অর্থাৎ বিষয়ের অনিত্যত্ব, মিথ্যাত্ব, অসুখত্ব নিরন্তর বিচার করিয়া (গীতা৯।৩৩) বৈরাগ্যবান্ হইয়া আত্মার নিত্যত্ব, সত্যত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব নিশ্চয় করিয়া আত্মসংস্থ হইবার জন্য নিরন্তর অভ্যাস করা।

[শত্রুর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থল যদি জানা যায় তাহা হইলে তাহাকে সুখে অর্থাৎ অনায়াসে জয় করিতে পারা যায়। এইজন্য যে কাম জ্ঞানকে আবৃত (আচ্ছাদিত) করিয়া সকলের বৈরী (শত্রু) হইয়া থাকে সেই কামের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) কি তাহা ভগবান্ এখন বলিতেছেন—]

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। অস্য ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এতৈঃ এষঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি, এই কামের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই কাম এই সকল দ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া) জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে (জীবাত্মাকে) বিশেষ ভাবে মোহিত করিয়া থাকে।

ভাষ্য দীপিকা। অস্য—এই কামের ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ—ইন্দ্রিয়সকল (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের গ্রাহক শোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), এবং বচন, আদান (গ্রহণ), গমন, উৎসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দের জনক বাক্, পাণি পাদ পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, সঙ্কল্পাত্মক মন, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—এই সকলই অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে—আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়াদি যদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, মন যদি বিষয়ের সঙ্কল্প করে এবং বুদ্ধি যদি বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে তাহা হইলেই কামের (বিষয় স্পৃহার) আবির্ভাব হয়। এই জন্য ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বলা হইল। এতৈঃ—এই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিরূপ আশ্রয় সমূহের সাহায্যে [অর্থাৎ নিজ নিজ ব্যাপার (ক্রিয়া) বিশিষ্ট এই ইন্দ্রিয়াদিরূপ আশ্রয়গুলি দ্বারা (মধুসূদন)] এষঃ—এই অজ্ঞানজনিত কাম জ্ঞানম্ আবৃত্য—বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া (অন্তঃকরণকে বহির্মুখী করিয়া এবং প্রত্যাগাত্মার দর্শন করিতে না দিয়া) দেহিনং—শরীরাভিমানী জীবকে বিমোহয়তি—বিবিধ প্রকারে (নানা প্রকারে) মোহিত করিয়া থাকে। যাহাদের দেহে (শরীরে) আত্মবুদ্ধি থাকে তাঁহাদিগকেই কাম বিমোহিত করিতে পারে কিন্তু যাঁহারা শরীর হইতে বিলক্ষণ আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতেই

"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার অভিমান করেন তাঁহাদের সকল কাম নষ্ট হইয়া যায় ; অতএব কাম তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিতে পারে না ইহাই 'দেহিনং' শব্দের তাৎপর্য্য। কামরূপ দোষ যতদিন থাকে ততদিন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিকে "আমি" এবং তাহার সম্বন্ধীয় বস্তুকে "আমার" বলিয়া অভিমান করিতে থাকে এবং আমি ভোক্তা, ইহা আমার ভোগ্য, ইহা সুখকর, ইহা দুঃখকর ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা মনুষ্য বিক্ষিপ্ত থাকে। কামের জন্যই নানাবিধ ভাবে পুরুষের বুদ্ধি বিচলিত হওয়াতে অর্থাৎ পুরুষ বিমূঢ় থাকাতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে—ইহাই দেহিনং বিমোহয়তি পদের তাৎপর্য্যার্থ।

টিপ্পণী (১) শ্রীধর—[অধুনা এই কামের আশ্রয় কি তাহা বলিয়া কামকে জয় করিবার উপায় বলিতেছেন—] **ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে**—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতেছে বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি, মনের ক্রিয়া সঙ্কল্প, বুদ্ধির ক্রিয়া অধ্যবসায়—ইহাদের দ্বারা [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ব্যাপার (ক্রিয়া) দ্বারা] কামের আবির্ভাব হয়। এই কারণে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বলা হয়। **এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ বিমোহয়তি**—ইহা অর্থাৎ কাম এই সকল দ্বারা অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যাপারের আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগুলির দ্বারা জ্ঞানকে (বিবেক জ্ঞানকে) আবৃত করিয়া দেহীকে [দেহাভিমানী পুরুষকে] বিমুগ্ধ করে।

(২) **শঙ্করানন্দ**—কাম সংসারের কারণ অর্থাৎ (ক) জ্ঞানকে আবৃত করা, (খ) বিষয়সমীপে বুদ্ধিকে (সদা) নিয়া যাওয়া (গ) হৃদয়কে তপ্ত করা এবং (ঘ) দুঃখকে প্রাপ্ত করান, ইহারা হইল কামের কার্য্য, এইরূপ পূর্ব্বশ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। তথাপি মুমুক্ষু যদি কামের অধিষ্ঠান (অর্থাৎ যে যে স্থান অধিকার করিয়া কাম কার্য্য করে তাহা) না জানেন তাহা হইলে মুমুক্ষুর পক্ষে ঐ কামকে জয় করা দুষ্কর হয় অতএব শত্রুর স্থান জানিতে পারিলেই তাহা জয় করিবার জন্য

প্রযত্ন করা সম্ভব হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—**অস্য ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে**—এই কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান বা আশ্রয় হইতেছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি, (ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য, যে বিদ্বান ব্যক্তিগণ জানেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন) অতএব উহাদিগকে কামের আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ অর্থাৎ যখন মন সহিত পঞ্চ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থির হইয়া যায়, বুদ্ধি-ও চেষ্টা করে না, উহাকেই তত্ত্বদর্শিগণ পরমগতি বলিয়া থাকেন। কাম উৎপন্ন হইলেই ঐ ইন্দ্রিয় সকলের এবং মন ও বুদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ হয়। অতএব **এতৈঃ**—নিজের (কামের) প্রবৃত্তির দ্বারভূত এইসকল ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা **এষঃ**—এই কাম **জ্ঞানম্ আবৃত্য**—জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যগ্ দৃষ্টিকে (চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতি দৃষ্টিকে) আবৃত করিয়া চিত্তবৃত্তিকে বহির্মুখ করিয়া **দেহিনং**—দেহাত্মাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞানী ও অজ্ঞানী পুরুষকে **বিমোহয়তি**—বিশেষভাবে মোহিত করে অর্থাৎ আমি ভোক্তা, ইহার আমার ভোগ্য, ইহা রম্য, ইহা অরম্য, ইহা সুখ, ইহা দুঃখ ইত্যাদি অনেকপ্রকার ভাব দ্বারা পূর্ণ করে। বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কামরূপ দোষ দ্বারাই বুদ্ধি বিচলিত হয়, জীব দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং 'আমি' 'আমার' এইরূপ ভাবনার বশীভূত হইয়া পুরুষ সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—কামের দুর্গ (আশ্রয়) হইতেছে ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ইহাদের ক্রিয়া দ্বারাই কাম কার্য্য করে এবং ইহাদের দ্বারাই আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া সে অজ্ঞানী পুরুষকে (অর্থাৎ যাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি থাকে তাহাকে) বিমূঢ় (বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন) করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের সহিত তৎ তৎ বিষয়ের সংযোগ হইলে বিষয় যদি অনুকূল হয় তাহা হইলে রাগ উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল হইলে দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যে

বিষয়ের প্রতি রাগ (অনুরাগ) জন্মিল সেই বিষয় লইয়া মন বহুবিধ সুখের জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল এবং বিষয়াসক্ত বুদ্ধিও তখন নিশ্চয় করিল যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া কামকে পূরণ করাই উচিত। সেই দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞানী পুরুষ এইরূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমর্থন পাইয়া বিষয়ভোগকেই জীবনের পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করে। বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলেই তাহার বিবেকজ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে (কারণ অনিত্য দুঃখময় বিষয় আর নিত্য আনন্দ-স্বরূপ আত্মা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের ন্যায় বিপরীত ভাবে অবস্থিত) এবং এই রূপে কাম দ্বারা পুরুষ বিমোহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে যে কামকে বিষয়ভোগ দ্বারা তৃপ্ত করা যায় না। কামকে জয় করিবার উপায় হইতেছে (ক) বিষয়ে দোষদর্শন দ্বারা **বৈরাগ্য** এবং (খ) নিত্যশুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিতি লাভ করিবার জন্য নিরন্তর **অভ্যাস**। যখন দেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই 'আমি' এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হয় তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগে তিনি আর লিপ্ত হন না (গীতা ৩।২৭) অথবা সবই ব্রহ্মরূপে দর্শন করাতে তাঁহার নিকট কাম বিষয়, বা বিষয় ভোগ অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ বলিয়া আর কোন দ্বৈতবস্তু থাকে না অতএব কাম তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না।

[যেহেতু এইরূপ, অর্থাৎ যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া জীবকে মোহিত করে অতএব মুমুক্ষুর কি করা কর্ত্তব্য তাহাই এখন বলা হইতেছে।—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্ এনং পাপ্মানং প্রজহি হি।

অনুবাদ। হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত (সংযত) করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপস্বরূপ কামকে পরিত্যাগ কর।

ভাষ্য দীপিকা। হে ভরতর্ষভ!—হে ভরত কুল শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। যেহেতু তুমি ভরত রাজার মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ সেই কারণে আমি এখন যাহা করিতে উপদেশ দিতেছি তাহা পালন করিতে তুমি নিশ্চয়ই সমর্থ—ইহাই সূচিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'ভরতর্ষভ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তস্মাৎ—যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া জীবকে বিমোহিত করে এবং উহা জীবের নিত্য শত্রু সেই কারণ ত্বম্—তুমি মুমুক্ষু, তুমি আদৌ—প্রথমে অর্থাৎ কাম তোমাকে মোহিত করিবার পূর্ব্বে অথবা কামকে নিরোধ (নষ্ট) করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য—ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত বা সংযত করিয়া অর্থাৎ বশীভূত করিয়া। [পূর্ব্ব শ্লোকে কামের আশ্রয় 'ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ' বলা হইয়াছে আর এই শ্লোকে যে কেবল ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করার কথা বলা হইয়াছে তাহার কারণ হইতেছে এই যে যদি ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত থাকে তাহা হইলে মন ও বুদ্ধিরও বশীকরণ সিদ্ধ হয় কারণ মনের সঙ্কল্প ও বুদ্ধির ব্যবসায় (নিশ্চয়) বহিরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি দ্বারাই অনর্থের কারণ হয়। অথবা 'ইন্দ্রিয়াণি পদ দ্বারা মন ও বুদ্ধিকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। (মধুসূদন)] অথবা 'আদৌ ইন্দ্রিয়াণি পদের তাৎপর্য্য হইতেছে—'প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে এবং পশ্চাৎ মন ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিবে' কারণ নিয়ম বিধিতে "আদি" পদ দ্বারা পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য তাহা সূচনা করিতেছে। যদি মনে বিষয়ের সঙ্কল্প থাকে এবং বুদ্ধি সেই

ভোগ বিষয় নিশ্চয় করে তাহা হইলে শুধু বহিরিন্দ্রিয় সংযম করিলে কামকে নষ্ট করা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয় সকল এবং মন, ও বুদ্ধি অর্থাৎ যাহাদিগকে কামের আশ্রয় বলা হইয়াছে তাহাদের সকলকেই সংযত করিতে হইবে - ইহাই 'আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য' পদের তাৎপর্য্য। **জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্**—জ্ঞানের (অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে যে আত্মাদির জ্ঞানের [অর্থাৎ আত্মা, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বোধ (পরোক্ষ জ্ঞান) উৎপন্ন হয় তাহার) এবং বিজ্ঞানের অর্থাৎ সেই পরোক্ষ জ্ঞানের ফল স্বরূপ যে বিশেষ ভাবে আত্মার অনুভব অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান (আত্মসাক্ষাৎকার) উৎপন্ন হয় তাহার নাশক অর্থাৎ যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাশক **এনং পাপ্মানং**—এই পাপাচারকে অর্থাৎ সকলপ্রকার পাপের মূলীভূত এই কাম নামক শত্রুকে **প্রজহি হি**—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ কর। প্র+হা ধাতুর লোটে প্রজহিহি হয়। অথবা প্রকৃষ্টরূপে নিহত কর (একেবারে মারিয়া ফেল) এই অর্থে প্র+হন্ ধাতুর লোটে প্রজহি পদ সিদ্ধ হয়। ৩।৪৩ শ্লোকেও 'জহি' শব্দ দ্বারা কামকে বিনষ্ট করিবার কথাই বলা হইয়াছে। [অতএব প্রজহিহি—প্রজহি+হি। এখানে অব্যয় 'হি' শব্দের অর্থ হইতেছে 'পরিস্ফুট ভাবে অর্থাৎ নিঃশেষে'। তাহা হইলে শ্লোকের দ্বিতীয় পদের অর্থ হইবে—প্রকৃষ্টরূপে (নিঃশেষে) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপাচার কামকে হনন (নাশ) কর। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অগ্নি ওখানে আছে এই অনুমানকে অগ্নি সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বলে আর রান্নাঘরে অগ্নিকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে অপোরক্ষ জ্ঞান বলা হয়। সেইরূপ বেদান্ত শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বভূতাত্মা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা আছেন এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। তারপর মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সর্ব্ব প্রপঞ্চ শূন্য শান্ত শুদ্ধ চৈতন্যকে সাক্ষাৎকার করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভবকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়।

এইজন্য পঞ্চদশীতে বলা হইয়াছে "অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞান মুচ্যতে। অহং ব্রহ্মাস্মীতি চেৎ জ্ঞানমপরোক্ষ মিত্যুচ্যতে। সকাম চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত কামনা দ্বারা অধিকৃত হইলে বুদ্ধি মলিন থাকে। অতএব বুদ্ধিতে শাস্ত্রোপদেশ জন্য পরোক্ষ জ্ঞান স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং পরোক্ষ জ্ঞান হইতে এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা উৎপন্ন হয় যে অপরোক্ষ জ্ঞান (বিজ্ঞান) তাহাও উৎপন্ন হইতে পারে না এবং এই কারণে শ্রেয়লাভের (মোক্ষলাভের) আশাও সুদূর পরাহত হয়। এইজন্য শ্লোকে কামকে 'জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্' এনং 'পাপ্মানং' বলা হইয়াছে। [মধুসূদন স্বরস্বতীর টীকার তাৎপর্য্য এইরূপই]।

টিপ্পনী। (১) শ্রীধর—যেহেতু এইরূপ [অর্থাৎ যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার দ্বারা দেহী জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিমুগ্ধ করিয়া থাকে সেই হেতু] হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! আদৌ—ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিমোহিত করিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য – ইন্দ্রিয় মনঃ ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া এনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্ পাপ্মানং প্রজহিহি— এই জ্ঞান বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ কামকে (প্রজহি) নিঃশেষে বিনাশ ('হি'শব্দ নিশ্চয়ার্থ)। অথবা প্রজহিহি অর্থাৎ পরিত্যাগ কর। জ্ঞান— আত্মবিষয়ক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান)ই বিজ্ঞান – শাস্ত্রীয় জ্ঞান অথবা জ্ঞান— শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে জ্ঞান। আর বিজ্ঞান—নিদিধ্যাসন জনিত জ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) [শঙ্করাচার্য্যের মতে স্বানুভবসিদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।] এইজন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সাধন সাহায্যে তাঁহার প্রজ্ঞার [অর্থাৎ বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) বা যথার্থ স্বরূপ বোধের. জন্য প্রযত্ন করিবেন।

(২) শঙ্করানন্দ—কামের নিঃশেষ নিবৃত্তি বিনা বুদ্ধির স্থিরতা সম্ভব হয় না, স্থির বুদ্ধি বিনা বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলে মোক্ষ হয় না। এইজন্য মুমুক্ষুর কামকে জয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত করিবার জন্য বলিতেছেন—

হি—যেহেতু মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারই (কার্য্যই) যাহার একমাত্র বল সেই কামই তোমার ন্যায় মুমুক্ষুর নিত্যশত্রু তস্মাৎ—সেই হেতু ত্বম্ আদৌ - তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয় সকলকে এবং পশ্চাৎ মন এবং বুদ্ধিকেও নিয়ম্য—নিয়মিত (সংযত) করিয়া অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ হইতে বিমুখ করিয়া ('আদিতে অর্থাৎ প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে' এইরূপ বলাতে মন ও বুদ্ধিরও সংযম করিতে হইবে ইহা সূচিত করা হইয়াছে কারণ নিয়মবিধিতে 'আদি' পদের প্রয়োগ দ্বারা পরে ও যে কিছু করিবার আছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যদি মনের ভিতরে বিষয় চিন্তা থাকিয়া যায় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বিফল হইয়া যাইবে। 'মনস্ত পূর্ব্বমাদত্যাৎকুমীনমিব মৎস্যহা' অর্থাৎ যেমন মৎস্য হত্যাকারী (ধীবর) কুমীনকে (চঞ্চল মৎস্যকে) প্রথমে ধরিয়া থাকে সেইরূপ যোগী প্রথমে মনকে বশীভূত করিবেন, এইরূপ বচন দ্বারা বস্তু দর্শনে (বিষয় গ্রহণে) মনই যে মুখ্য করণ ইহা সূচিত করা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয় সকলের নিয়মন (নিগ্রহ) করিবার পরই মন ও বুদ্ধিরও নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কামের অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিরোধ করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনং—দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া 'পর্ব্বতে অগ্নি আছে' এই প্রকার পরোক্ষজ্ঞানের (অনুমান জ্ঞানের) ন্যায় শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা 'সব ব্রহ্মই' এইপ্রকার বস্তুবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক পরোক্ষজ্ঞানই এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ। আর 'রন্ধনগৃহে অগ্নি আছে' এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের—(প্রত্যক্ষজ্ঞানের) ন্যায় 'এই সব কিছু আমিই' এই প্রকার সর্ব্ববিষয়ে আত্মাকারাবৃত্তি ব্যাপ্ত হইলে প্রত্যক্ষভাবে যে আত্মদর্শন হয় তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। এই প্রকার চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান অবিশেষ আর বিশেষ স্ফুরণরূপ ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। কাম এই উভয়ের (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের) নাশনং অর্থাৎ বিধ্বংসক হয়। অতএব এনং পাপ্মানং প্রজহি—নিজের শত্রু এই পাপিষ্ঠ কামকে প্রকৃষ্টরূপে নাশ কর অর্থাৎ নিঃশেষে

বিধ্বংস কর (যাহাতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া শত্রুতা না করিতে পারে)।

(৩) নারায়ণী টীকা— কাম ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে অধিষ্ঠান (আশ্রয়) করিয়া দেহাভিমানী পুরুষের বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিমুগ্ধ করে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে বিমুখ করিয়া বিষয়াভিমুখ করে। কাম কেবল বিবেক জ্ঞানকে আবরণই করে না, কাম থাকিতে শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত আত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান কার্য্যকরী হইতে পারেনা এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার জনিত অপরোক্ষজ্ঞান কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণে কাম পাপস্বরূপ কারণ ইহা জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে নাশ করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবকে সংসাররূপ মহা-নরকে ভ্রমণ করায়। সেই জন্য জীবের মোক্ষপথের এই মহাশত্রু কামকে তাহার আশ্রয়কে (দুর্গকে) আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইবে। কোন বিষয় সম্বন্ধে কাম উৎপন্ন হইলে বুঝিতে হইবে যে মনে ঐ বিষয়ের সংকল্প হইয়াছে, বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ঐ বিষয় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় সকল দ্বারাই কামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি হয় অতএব ঐ ইন্দ্রিয় সকলকেই প্রথমে (আদৌ) সংযত (বশীভূত) করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিতে পারিলেই অবশেষে কামের প্রধান দুর্গ মন ও বুদ্ধিকেও জয় করা সহজ হইবে। [কেবল ইন্দ্রিয় সংযম করিলেই কামকে নাশ করা যায় না কারণ সংকল্প হইতে কামের উৎপত্তি হয়। সংকল্পের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিঃসঙ্কল্প না হইলে কামকে নাশ করা যায় না। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে--'যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্। নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে॥ নিঃসংকল্পো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব। ক্ষয়ে সংকল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥' অর্থাৎ যদি সহস্র সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ও কঠোর তপস্যা কর তথাপি সংকল্পের উপশম (নাশ) বিনা মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায় নাই। নিঃসঙ্কল্প হইয়া যথাপ্রাপ্ত জাগতিক ব্যবহার কর। সংকল্পজানের ক্ষয় (নাশ)

হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি না হইলে মন ও বুদ্ধি বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে এবং বিষয়ের দোষ (অনিত্যত্ব, মিথ্যাত্ব ও অসুখত্ব) বিচার করিয়া নিত্য পরমানন্দস্বরূপ আত্মার অভিমুখী হইয়া বৈরাগ্য ও ধ্যান অভ্যাস দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ করিয়া (নিঃসংকল্প হইয়া) দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিবেন।]

ইন্দ্রিয় সংযম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিবার উপায় তিনটী গুরুমুখ হইতে ভগবান্‌ই যে পরমপ্রেমাস্পদ আত্মা ইহা জানিয়া (১) আত্মা বা ভগবানের-স্বরূপ নিরন্তর বিচার (মনন) করিতে হইবে; (২) আত্মা বা ভগবানের নির্গুণ বা সগুণরূপের (নিজ নিজ অধিকার ভেদে) ধ্যান (নিদিধ্যাসন) করিতে হইবে; (৩) যে সময়ে—মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) হইবে না সেই সময়ে আত্মা বা ভগবানের যে কোন (গুরুদত্ত) নাম জপ করিতে হইবে। [সাধকের প্রকৃতির ভেদ বশতঃ ইহার মধ্যে কাহার পক্ষে একটী মুখ্য এবং অপর দুইটী গৌণ হয় কিন্তু সময়ানুসারে ঐ তিনটীরই অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয় সংযম এবং মন ও বুদ্ধির স্থিরতা সহজে সম্পাদিত হয়।] এই কারণে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎশ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ। জপধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ॥" অর্থাৎ নামজপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে পুনরায় ধ্যান করিবে; ধ্যান করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে পুনরায় জপ করিবে। এইরূপে জপ ও ধ্যান দ্বারা পরিশ্রান্ত হইলে আত্মার স্বরূপের বিচার করিবে।

[প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিলে কামরূপ শত্রুকে পরিত্যাগ (নষ্ট) করিতে পারিবে ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই প্রকার হইলে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কামকে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহাই এখন বলা হইতেছে। গীতার ২।৫৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' অর্থাৎ বিষয়ের রস (তৃষ্ণা) 'পর'কে

দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ 'পর'কে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বকাম জয় করা যায়। এইজন্য এখন 'পর'শব্দ দ্বারা যাহা অভিহিত হয় সেই শুদ্ধ আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন।—]

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্; মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ এব।

অনুবাদ। স্থূল ও বাহ্য দেহাদি বস্তু হইতে সূক্ষ্ম ও আন্তর (অর্থাৎ দেহের ভিতরে অবস্থান করে বলিয়া) ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গণ হইতে (আরও সূক্ষ্ম এবং আভ্যন্তরীণ বলিয়া) মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতেও যিনি পর (বিলক্ষণ) এবং সব চেয়ে আন্তর এবং সূক্ষ্মতম তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হয়।

ভাষ্য দীপিকা। **ইন্দ্রিয়াণি পরাণি**—ইন্দ্রিয় সকল অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূল বাহ্য এবং পরিচ্ছিন্ন দেহ হইতে পর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে সূক্ষ্ম, অন্তঃস্থ (অভ্যন্তরীণ) এবং ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। কিরূপে জানা যায় যে ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**আহুঃ**—পণ্ডিতগণ (জ্ঞানী পুরুষ সকল) বলিয়া থাকেন অথবা শ্রুতি বাক্য সকল ঐরূপ বলিয়া থাকেন। **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্**—(পণ্ডিতগণ) সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে (অর্থাৎ যে মনের স্বভাবই সঙ্কল্প ও বিকল্প করা তাহাকে) ইন্দ্রিয় সকল হইতে প্রকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) বলেন, কারণ মন ইন্দ্রিয় হইতে আরও সূক্ষ্ম, অন্তঃস্থ, এবং ব্যাপক [এবং ইন্দ্রিয় সকলের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ মনই অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত করায়। (মধুসূদন)]

মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা—সেই মন হইতে অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রকৃষ্টা বা শ্রেষ্ঠা ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—(শ্লোকে 'আহুঃ' শব্দটীর অনুকর্ষণ করিয়া সকলের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে)। বুদ্ধি অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় না করিলে মনের সঙ্কল্প কার্য্যকরী হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত করিতে পারে না অতএব বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। **যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ এব** – [যাহা বুদ্ধির অতীত তাহা বুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্ট।] বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকল দৃশ্য হইতে যাহা আভ্যন্তর এবং যিনি দেহে আত্মাভিমান করিলে কাম ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার সকলকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ঐ দেহাভিমানী পুরুষকে মোহিত করে, যাহা সব হইতে বিলক্ষণ থাকিয়া বুদ্ধ্যাদি সকল দৃশ্যবস্তুর দ্রষ্টারূপে অবস্থান করে তাহাকেই পর অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। [দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকল দৃশ্য হওয়াতে উহারা জড় পদার্থ অতএব উহারা সকলেই অনিত্য বিকারী এবং পরিচ্ছিন্ন কিন্তু শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ আত্মা নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী এবং অনন্ত (অপরিচ্ছিন্ন) ও পূর্ণ। এইজন্য এই আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ' অর্থাৎ পুরুষ হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) আর কিছুই নাই। উহাই সকল জীবের অধিষ্ঠান হওয়াতে কাষ্ঠা (সমাপ্তি—শেষ সীমা এবং পরম গতি। অতএব এই আত্মাকে জানাই মনুষ্য জীবনের পরম পুরুষার্থ।]

টিপ্পনী। (১) **শ্রীধর**--[যাহাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারা যায় সেই আত্মস্বরূপ যে দেহাদি হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া দেখাইতেছেন—] ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় হইতে অর্থাৎ দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম ও দেহাদির প্রকাশক। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত (পৃথক্) ইহাও বলা হইল। **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং**—ইন্দ্রিয়সকল হইতেও সংকল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ কারণ মনের সংকল্পই ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। **মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা**—মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ

কারণ সংকল্প হইতে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু নিশ্চয় না হইলে কেবল সংকল্প ইন্দ্রিয়দিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না। সঃ তু যঃ বুদ্ধে পরতঃ— বুদ্ধি হইতেও যিনি পর অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থিত তিনিই সর্ব্বান্তরাবস্থিত আত্মা। [এই আত্মা যখন অজ্ঞানবশতঃ 'দেহ আমি' এইরূপ অভিমান করিয়া দেহী হয়েন তখন] কাম সেই দেহীকে অর্থাৎ 'দেহী' পদবাচ্য আত্মাকে (জীবাত্মাকে) বিমোহিত করে।

(২) শঙ্করানন্দ—শঙ্কা হইবে—আচ্ছা, কাম তো দুর্জ্জয় অর্থাৎ কামকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। এই দুর্জ্জয় কামকে জয় করিবার জন্য বলবান্ কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব মুমুক্ষু কাহাকে আশ্রয় করিয়া কাহার মহিমা দ্বারা কামকে জয় করিবে ? ইহার উত্তরে "রসবর্জ্জং রসো'হপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' (পরমাত্মাকে দেখিয়া বিষয়ের রসও নিবৃত্ত হইয়া যায়) এই বচনানুসার সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর পরমাত্মাকে জানিয়া উহার আশ্রয় নিয়া তুমি কামকে নাশ কর— ইহা বুঝাইবার জন্য সেই আত্মাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে তাহা এখন বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ — শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি ইত্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের শরীর হইতে অধিকতর প্রকাশকত্ব, অবান্তরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, ব্যাপকত্ব, কারণত্ব এবং প্রবর্ত্তকত্ব আদি ধর্ম্ম সকল থাকাতে ঐ ইন্দ্রিয়সকলকে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর, এইরূপ শ্রুতিসকল বলিয়া থাকেন [কারণ শরীর ইন্দ্রিয়সকলের অপেক্ষা অধিকতর জড়, বাহ্য, স্থূল, ব্যাপ্য, কার্য্য এবং প্রবর্ত্ত্য (অন্য কর্তৃক প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ নিযুক্ত) হইয়া থাকে]। যাহা দ্বারা যে বস্তু প্রকাশিত হয় এবং প্রবর্ত্তিত হয় উহা ঐ প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তিত বস্তু হইতে ব্যাপক, সূক্ষ্ম, পর (শ্রেষ্ঠ) ও ভিন্ন (পৃথক্) হইয়া থাকে। যেরূপ লৌহখণ্ডে স্থিত অগ্নি লৌহখণ্ডের প্রকাশক হয় এবং উহা হইতে ভিন্ন হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকল দেহ এবং দেহের ধর্ম্মসকলের প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক হওয়াতে দেহ হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) ও ভিন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ

মনঃ পরম্—ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা মন (অধিকতর) প্রকাশকত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা যুক্ত থাকে বলিয়া পর (উৎকৃষ্ট) এবং ইন্দ্রিয়সকল হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে কারণ মন অন্তরে স্থিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ধর্ম্মসকলকে প্রকাশ করে। এইজন্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মনকে পর (শ্রেষ্ঠ) ও ভিন্ন বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এইরূপে **মনসঃ তু বুদ্ধি পরা**—মনের অপেক্ষা (অধিকতর) প্রকাশকত্বাদির গুণ বিশিষ্ট বলিয়া বুদ্ধি পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা হইয়া থাকে বুদ্ধি দ্বারাই মন ও মনের ধর্ম্মসকল প্রকাশিত হয় এবং প্রবর্ত্তিত হয়। এইজন্য মন হইতে বুদ্ধি পরা (শ্রেষ্ঠ) ও ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হয়। **যঃ বুদ্ধে পরতঃ স তু** (আত্মা)—সূক্ষ্মত্ব, অবান্তরত্ব, ব্যাপকত্ব, কারণত্ব, প্রবর্ত্তকত্ব, প্রকাশকত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা যিনি বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল পর্য্যন্ত কার্য্যকারণ সংঘাতকে সর্ব্ব-প্রকারে ব্যাপ্ত করিয়া আপন সন্নিধিমাত্রদ্বারা উহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে থাকিয়া উহার ধর্ম্ম, উহার কর্ম্ম, উহার গুণ এবং উহার বিকার এই সকলকে স্বয়ং অবিকারিরূপে অবস্থিত থাকিয়া সাক্ষাৎ জানেন অর্থাৎ প্রকাশিত করেন তিনিই আত্মা, তিনিই বুদ্ধির 'পরতঃ পরঃ' অর্থাৎ সকল হইতে উৎকৃষ্টতম এবং ভিন্ন কারণ, ঐ আত্মা নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকাশক এবং সর্ব্বসাক্ষী। শ্রুতিতেও এইরূপই বলা হইয়াছে—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ অর্থাৎ পুরুষ হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) আর কিছুই নাই। এই কারণে সকলের দ্রষ্টা, দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, সর্ব্বপ্রকাশক, চিদানন্দৈকরস সন্মাত্র,—পরিপূর্ণ এই আত্মাকেই জান [কারণ আত্মাকে জানিলেই কামের আশ্রয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সকলকেই বশীভূত ও নিশ্চল করা যায়], ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

(৩) **নারায়ণী টীকা**—পরের শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৪১ শ্লোকে কামকে জয় করিবার জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিরও পরপারে যিনি অবস্থান করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম তত্ত্ব (আত্মা)—তিনিই সকলের অধিষ্ঠান,

প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক। গীতার ৪০ শ্লোকে বলা হইয়াছে বুদ্ধিও কামের অধিষ্ঠান (আশ্রয়)। অতএব বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত এবং বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমতত্ত্ব তাহার জ্ঞান হইলেই (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলেই) কামকে জয় বা বিনাশ করা সম্ভব, তাহাই এখন বলা হইতেছে—]

এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—হে মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! তুমি এইরূপে বুদ্ধির অতীত (অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ) পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া আত্মাদ্বারা (অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃত মন দ্বারা) আত্মাকে সম্যক্ প্রকার স্তম্ভিত বা স্থির করিয়া (অর্থাৎ মনকে আত্মাতে সম্যক্ প্রকার সমাধিস্থ করিয়া) এই কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।

ভাষ্যদীপিকা। **হে মহাবাহো!**—হে অর্জ্জুন! তুমি অতি শক্তিশালী—যে মহাবাহু হয় তাহার পক্ষে শত্রুবধ অতি সহজসাধ্য হয়। অতএব কামরূপ দুর্জয় শত্রুকেও তুমি অনায়াসে মারিতে পারিবে ইহাই সূচনা করিবার জন্য 'মহাবাহো' শব্দ দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিলেন। **এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা**—এই প্রকারে বুদ্ধিরও অতীত অর্থাৎ বুদ্ধির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (এবং ২।৫৯ শ্লোকে 'পর' শব্দ দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে সেই পরমতত্ত্ব) আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিয়া **আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য**—আত্মা দ্বারা অর্থাৎ সংস্কৃত মন দ্বারা আত্মাকে সংস্তব্ধ অর্থাৎ স্থির করিয়া। [আত্মা সর্ব্বদাই স্থির নিশ্চল কিন্তু মনের (অন্তঃকরণের) চাঞ্চল্যই আত্মাকে চঞ্চল দেখায়, নদীর তটের বৃক্ষ সকল স্থির ভাবে অবস্থান করিলেও যেমন চলায়মান

নৌকাতে স্থিত লোকের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চলায়মান দেখা যায়। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ আত্মা সদাই স্থির হইলেও মনের চাঞ্চল্যের জন্য মনে হয় যেন তিনি ধ্যান করিতেছেন, যেন কম্পিত হইতেছেন। এইজন্য মনের স্থিরতা দ্বারা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা মন আত্মাতে সমাধিস্থ থাকিলে আত্মা স্তম্ভিত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়। অতএব মনকে সদাই আত্মসংস্থ (আত্মাতেই সমাহিত) রাখিয়া **দুরাসদং**—অতিকষ্টে যাহাকে আসাদন অর্থাৎ প্রাপ্তি বা হস্তগত করা যায় তাহাকে দুরাসদ বলা হয়। কাম অনেক বিশেষণযুক্ত হওয়াতে দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ কোন সময়ে কিরূপভাবে ইহার গতি কোন দিকে হইবে তাহা জানা অতি কঠিন ব্যাপার। অতএব ইহাকে পরাজয় করিয়া হস্তগত করাও অত্যন্ত কঠিন। এইজন্য **কামরূপং শত্রুং**—কামই (বিষয় তৃষ্ণাই) যাহার স্বরূপ সেই কামরূপী দুর্জ্জয় শত্রুকে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের বিঘ্নস্বরূপ সেই শত্রুকে [মধুসূদন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—**এবং বুদ্ধেঃ পরমং**—এই প্রকারে বর্ণিত বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে **বুদ্ধ্বা**—সাক্ষাৎকার করিয়া **আত্মনা**—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা **আত্মানং**—মনকে **সংস্তভ্য**—স্থির করিয়া **কামরূপং**—তৃষ্ণারূপী **দুরাসদং**—দুর্জ্জয় (দুর্বিবজ্ঞেয়) **শত্রুং**—সকল পুরুষার্থনাশক শত্রুকে **জহি**—মার (নাশকর)] **জহি**—হত কর [অথবা ত্যাগ কর]

টিপ্পনী। (১ তাৎপর্য্য—এই অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়স্বরূপ—যে কর্ম্ম নিষ্ঠা তাহাই প্রধান ভাবে (বিশেষভাবে) বলা হইয়াছে আর উপেয়—অর্থাৎ প্রাপ্য যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা উহার গুণীভূতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠার বিষয় সামান্যভাবে বলা হইয়াছে (মধুসূদন)। ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ (গীতা ৩।৪) এইরূপে অধ্যায়ের প্রথমে কর্ম্মযোগের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবান্ অনেকপ্রকার বচন দ্বারা দেহাভিমানী মুমুক্ষুর কর্ম্মত্যাগকে নিন্দা করিয়া কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বলিলেন। কর্ম্মের মূলে থাকে কাম—অতএব কামকে জয়

না করিলে কর্ম্মত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না। এইজন্য ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য (বিহিত) কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হইবে ; চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে কাম জয় হইবে, কাম জয় হইলে অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা) মোক্ষলাভ হইবে—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

(২) **শ্রীধর**—(ভগবান্ নিজ বক্তব্য এখন উপসংহার করিতেছেন)। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হইতে উৎপন্ন এই কামাদি বিকার বুদ্ধিরই হইয়া থাকে। আত্মা কিন্তু নির্ব্বিকার এবং বুদ্ধির সাক্ষী। অতএব **এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা**—এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আত্মা (পরমাত্মা) তাঁহাকে জানিয়া **আত্মনা**—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা **আত্মানং**—মনকে **সংস্তভ্য**—নিশ্চল করিয়া, হে মহাবাহো **দুরাসদম্**—যাহাকে দুঃখের সহিত প্রাপ্ত করা যায় (বশীভূত করা যায়) অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয় **শত্রুং**—সেই কামরূপ শত্রুকে **জহি**—মার (বিনাশ কর)। [শ্রীধর স্বামীর টীকা এবং মধুসূদনী টীকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই]

(২) **শঙ্করানন্দ**—এই প্রকার বুদ্ধি আদি দৃশ্যসমূহের দ্রষ্টা সন্মাত্র আত্মাকে নিজের আত্মস্বরূপ জানিয়া ঐ আত্মাতে নিষ্ঠা দ্বারা সংসারের হেতু এবং নিজের শত্রু ঐ কামকে তুমি নিঃশেষে নির্মূলন কর, ইহা এখন বলিয়া শ্রীভগবান্ মোক্ষের উপায়ভূত কর্ম্মযোগের উপেয়ভূত জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বকামের নিবৃত্তি হইলেই যে মুক্তিলাভ হয় ইহা সূচিত করিবার জন্য কর্ম্মযোগের উপসংহার করিতেছেন—

হে মহাবাহো!—এই বিশেষণ মুমুক্ষুর, যাহার কামরূপ শত্রুকে মারিবার চাতুর্য্য বা সামর্থ্য আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। **এবং বুদ্ধেঃ**—এইরূপে বুদ্ধি হইতে অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি সকল দৃশ্য হইতে **পরং**—বিলক্ষণ অখণ্ড আনন্দৈকরস (ব্রহ্মস্বরূপ) আত্মাকে **বুদ্ধ্বা**—'ঐ আত্মা আমিই এইরূপ নিজের আত্মারূপে সম্যক্ প্রকার জানিয়া অর্থাৎ

পরমাত্মা ও পরব্রহ্মেই আত্মত্ব বুদ্ধি দৃঢ় করিয়া তুমি **আত্মানং**—কামের আশ্রয়ভূত আত্মাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে **আত্মনা**—নিজের স্বরূপভূত বাহির ও ভিতর পূর্ণ অখণ্ডৈক রস আত্মা দ্বারা **সংস্তভ্য**—সম্ অর্থাৎ পূর্ণরূপে সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণকে নাম ও রূপ গ্রহণ না করিতে দিয়া ঐ নাম ও রূপের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের দর্শনেই নিযুক্ত করিয়া **কামরূপং দুরাসদম্ শত্রুং জহি**—এই কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর 'সব ব্রহ্মই' এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন যেখানে না থাকে সেখানেই কাম দুর্জ্জয়স্বভাব হইয়া থাকে (অর্থাৎ কামকে জয় করা অসম্ভব হয়) কারণ বিশেষ বিশেষ বিষয় গ্রহণই অর্থাৎ শব্দ স্পর্শাদিকে পৃথক্ পৃথক্ বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেই কামের উৎপত্তির হয় আবার সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের অগ্রহণই কামের বিনাশের হেতু হয়। অতএব বলা হইতেছে যে সর্ব্ব বিষয়কে ব্রহ্মরূপে (সবকিছু ব্রহ্মই এইরূপে) দর্শন করিতে থাকিয়া কামকে নির্মূল কর।

এই অধ্যায়ে 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' (কর্ম্মের আরম্ভ বিনা—গীতা ৩।৪) এই শ্লোক হইতে কর্ম্মযোগের আরম্ভ করিয়া বহু বচন দ্বারা কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিয়া মুমুক্ষুর কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য এইরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'আমি, আমার' এইভাব অবলম্বন করিয়া যে প্রবৃত্তিরূপ সংসার প্রবাহ চলিতে থাকে তাহার কারণ হইতেছে একমাত্র কাম। এই কামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ পুরুষের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠালাভ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা (আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিতি লাভ করিয়া) এই কামকে জয় করা কর্ত্তব্য, এইরূপ ভগবান্ বলিলেন এবং 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ' (যখন ইহার হৃদয়ে স্থিত সব কাম পূর্ণভাবে মুক্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়) ইত্যাদি শ্রুতিরূপ প্রমাণানুসারে সর্ব্বপ্রকার কাম হইতে মুক্ত হইলেই যে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা সূচিত করিলেন। এইকারণে জ্ঞানযোগ মোক্ষের প্রধান হেতু এবং কর্ম্মযোগ গৌণ হেতু। অতএব এই অধ্যায়ের জ্ঞানযোগে পর্য্যবসান (সমাপ্তি) হওয়াতে। এই অধ্যায় জ্ঞানযোগের

পূরকই অর্থাৎ জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ইহা সিদ্ধ হয়। [যদিও এই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের সাধন কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে এবং এই অধ্যায়কে কর্ম্মযোগ বলা হয় তথাপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিনা কামকে জয় করা এবং মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয় ইহা অবশেষে প্রতিপাদন করিয়া এই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ইহাই শঙ্করানন্দের বলিবার অভিপ্রায়।]

(৩) নারায়ণী টীকা—৪২-৪৩ শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা কঠোপনিষদের মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। কঠ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ [বিষয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলিয়া কখন কখন বিষয়কে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কিন্তু (ক) বিষয় স্থূল আর ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়সংযোগ না হইলে বিষয় সুখ বা দুঃখ অথবা রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব বিষয়ের কার্য্যের প্রকাশ ইন্দ্রিয় দ্বারাই হয়। এই কারণে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। (খ) ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করিতেও পারে আবার বিষয় ত্যাগও করিতে পারে অর্থাৎ বিষয়ের গ্রহণ ও অগ্রহণ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা আছে, এইজন্য ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। (গ) ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রকাশক ও দ্রষ্টা (বিজ্ঞাতা) আর বিষয় দৃশ্য ও প্রকাশ্য। এই কারণেও ইন্দ্রিয় বিষয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ কারণ (ক) ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, (খ) মন ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে আবার নাও করিতে পারে অতএব মনের স্বাধীনতা এবং শক্তি বেশী এবং (গ) মন ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা। আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কারণ (ক) বুদ্ধি মন হইতে সূক্ষ্ম (খ) কোন একটী কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মন বহু কল্পনা করিতে থাকিলেও বুদ্ধি তাহার মধ্যে একটী উপায় নিশ্চয় করিয়া অন্য সব গুলি ত্যাগ করায়। এইজন্য বুদ্ধির স্বাধানতা ও শক্তি মন অপেক্ষা অধিক (গ) বুদ্ধি মনের সংকল্প বিকল্পের দ্রষ্টা (জ্ঞাতা)। ব্যষ্টি বুদ্ধি

হইতে সমষ্টি বুদ্ধি (যাঁহাকে মহান্ আত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা আদি জীব বলা হয় তাঁহা) শ্রেষ্ঠ। এই সমষ্টি বুদ্ধি অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত বা সর্ব্বজগতের বীজরূপা মায়া শ্রেষ্ঠ ; অব্যক্ত হইতে সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা (যাঁহাকে পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান্ বলা হয় তিনি) শ্রেষ্ঠ। তিনিই অন্তিম পুরুষ, সকলের শেষ সীমা এবং তিনিই সকল জীবের পরাগতি (সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ)। কেবল বাহিরের ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিলে কামকে জয় করা যায় না কারণ ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক প্রবৃত্তি না থাকিলেও অন্তরের তৃষ্ণা থাকিয়া যায় এবং ঐ তৃষ্ণাকে দূর করা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্য মোক্ষমার্গের এই মহাশত্রুকে বলা হইল 'দুরাসদ' (দুর্জ্জয় এবং দুর্বিজ্ঞেয়)। প্রবল শত্রুকে জয় করিতে হইলে ঐ শত্রু যাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে সেই আশ্রয়ের হইতেও শ্রেষ্ঠও অধিকতর শক্তিশালী আশ্রয়কে অবলম্বন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতেছে কামরূপী শত্রুর অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। ইহাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেছে আত্মা (পরমাত্মা) এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আত্মাতে স্থিত থাকিলেই কামকে জয় করা যায় ইহাই ভগবান্ এই অধ্যায়ের শেষ দুইটী শ্লোকে প্রতিপাদন করিলেন। এই আত্মা সকলের অধিষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকাশক এবং সকলের দ্রষ্টা (বিজ্ঞাতা)। আত্মা ভিন্ন আর সবই দৃশ্য, কাল্পনিক, জড় ও মিথ্যা। দৃশ্য পদার্থ বা বিষয় মাত্রই মিথ্যা—আত্মার সত্ত্বাতেই উহারা সত্ত্বাবান্, আত্মার প্রকাশেই উহারা প্রকাশিত এবং আত্মার শক্তিতেই উহারা চেতনের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্য সত্ত্বাই 'আমি'— আমিই নিত্য সত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমপুরুষ' এইরূপ যথার্থ আত্মাতে আত্মাভিমান করিয়া (আত্মনা) অর্থাৎ বিষয় বৈরাগ্য ও আত্মস্থিতিতে নিষ্ঠা লাভ করিয়া (জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা) আত্মাকে (অন্তঃকরণকে অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ যাহাতে এতদিন আত্মাভিমান করিয়া উহাদের কার্য্যকে নিজের কার্য্য মানিয়া কামের বশীভূত থাকিতে হইয়াছে সেই বুদ্ধি মন এবং তাহাদের অধীন ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মাতে (প্রত্যগাত্মাতে) সংস্তব্ধ

করিয়া (স্থির করিয়া অথবা সংযুক্ত বা লয় করিয়া) সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই কামকে জয় করিয়া পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ লাভ করা যায়, ইহাই এখানে বলিবার তাৎপর্য্য।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।